এক টাকা সংস্করণ

স্বামীর ঘর

দশম সংস্করণ

বৈশাখ—১৩৩৮

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দেব-সাহিত্য-কুটীর,
২১।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ মজুমদার
বি, পি, এমস্ প্রেস
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা।

স্বামীর ঘর

প্রথম পরিচ্ছেদ

"বাঁশী, ও বেঁশো, ওরে হতভাগা!"

"বাঁশী ওরফে বংশীবদন তখন মোটা বাঁশের সাড়েতিন হাত লাঠিটা খড়ের আগুনে সেঁকিয়া সোজা করিতেছিল এবং লাঠিটা তেলে জলে সুপক্ক হইলে বদন সর্দ্দারের লাঠী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে কি না, মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতেছিল। এমন সময় দিদি পার্ব্বতীর সক্রোধ আহ্বানে বিরক্ত হইয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "কেন, কি হয়েছে?"

ক্রুদ্ধস্বরে পার্ব্বতী বলিল, "হয়েছে আমার ছাদ্দ! এখনও কি হচ্ছে?"

একটা চোখ বুজিয়া অপর চক্ষুদ্বারা লাঠিখানার কোথাও বাঁক আছে কিনা তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে বাঁশী উত্তর করিল, "লাঠি-গাছটা সেঁকে নিচ্চি।"

তাহার দিকে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া, তিরস্কার করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "লাঠী নিয়ে তোর কি হবে বল্ তো? তুই কি ছোটলোকের ছেলে যে লাঠী খেলে দিন কাটাবি?"

বাঁশী, দিদির দিকে মুখ ফিরাইয়া বিরক্তির সহিত বলিল, "ছোট-লোকের ছেলেদেরি বুঝি লাঠিখেলা শিখ্‌তে হয়? ভদ্রলোককে শিখ্‌তে নাই?"

পার্ব্বতী বলিল, "ভদ্রলোকে লাঠিখেলা শিখে কি করবে? লাঠিবাজী ক'রে দিন চালাবে?"

একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া বাঁশী বলিল, "এই তরেই তো বলি দিদি, তুমি দিদি হ'লেও নেহাৎ মেয়েমানুষ। আজকাল যে রকম দিনকাল পড়েছে, যে রকম চুরি-ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হয়েছে—বেণী মাষ্টার বলে, তাতে প্রত্যেক ভদ্রলোকের ভাল রকম লাঠিখেলা শেখা দরকার।"

পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, বেণী মাষ্টারের বাপের অনেক পয়সা আছে, আর তোর বাপও অনেক পয়সা রেখে গিয়েছে, ডাকাত এসে তোদের ঘরে ডাকাতি করবে, আর তোরা লাঠী দিয়ে ডাকাত তাড়াবি।"

বাঁশী হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই দেখ দিদি, তুমি ঠিক মেয়েমানুষের মতই কথাটা ব'লে ফেল্লে! আরে, আমাদের ঘরে ডাকাত নাই পড়লো, গাঁয়ে আর কারও বাড়ীতে কি ডাকাত পড়তে নাই? ধর, যদি হারু সমাদ্দারের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে,—আমরা দশজন গিয়ে তো তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি।"

পার্ব্বতী বলিল, "ও, হারু সমাদ্দারের বাড়ীর ডাকাত তাড়াবার তরেই বুঝি তুই কাজ কর্ম্ম সব ছেড়ে বদ্‌না সর্দ্দারের বাড়ীতে আড্ডা জমিয়েছিস্?"

গম্ভীরভাবে মাথাটা নাড়িয়া বাঁশী বলিল, "আড্ডা জমিয়েছি-ই তো! এরি মধ্যে লাঠিতেও হাত অনেকটা দোরস্ত ক'রে এনেছি। সর্দ্দার বলে,

হাঁ, লাঠিতে আমার হাত আছে বটে। তুমি দেখ না দিদি, বছরখানেক যদি শিখতে পারি, তবে দেশে এমন লেঠেল নাই যে, আমার সামনে লাঠী ধ'রে দাঁড়ায়।"

বাঁশীর কথায় পার্ব্বতীর হাসি আসিল। কিন্তু সে হাসি চাপিয়া তিরস্কারের-স্বরে বলিল, "তবে আর কি! কম বাহাদুরী তাতে? লোকে বলবে, অম্বিকে হাজরার ছেলে মস্ত লেঠেল হয়েছে। কম প্রশংসার কথা!"

দিদির সহিত কথোপকথনে আগুনটা নিবিয়া আসিয়াছিল। তাহাতে কতকগুলা শুক্না পাতা দিয়া ফুৎকার দিতে দিতে বাঁশী বলিল, "নিন্দার কথাটাই বা এমন কি?"

পার্ব্বতী বলিল,"তা নিন্দাই হোক, প্রশংসাই হোক, বছর-খানেকের তো এখনো ঢের দেরি আছে। এখন ওসব ফেলে একবার বাজারে যা দেখি।"

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "বাজারে আবার কেন? কাল' তো দুদিনের বাজার এনে দিয়েছি।"

রাগে ভ্রূভঙ্গী করিয়া পার্ব্বতী বলিল,"দুদিনের নয়, দশদিনের বাজার এনেছিস। এখন উঠবি কি না তাই বল।"

জ্বলন্ত আগুনে লাঠিখানাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিতে দিতে বাঁশী বলিল, "যদি বলি উঠবো না?"

চড়া গলায় পার্ব্বতী বলিল, "তাহ'লে তোর লাঠিকে যদি উনান-সই না করি তবে আমি ছিদাম হাজরার মেয়ে নই।"

ঈষৎ হাসিয়া বাঁশী বলিল, "দোহাই দিদি, এমন কাজটি ক'রো না। অনেক কষ্টে বিশে মাইতির অনেক খোসামুদি ক'রে এমন

চমৎকার লাঠিখানা সংগ্রহ করেচি। আস্‌চে-রথের সময় বিশে ছোঁড়াকে পেট ভরে বেগুনি ফুলুরি খাওয়াতে হবে—এত কষ্টের লাঠী আমার।"

সহাস্যমুখে পার্ব্বতী বলিল, "তবে উঠে বাজারে যা।"

বাঁশী। তা যাচ্চি। বাজারে আন্‌তে হবে কি?

পার্ব্ব। বেশী আর কিছু আন্‌তে হবে না; আলু, পটল আর সেরখানেক মাছ।

বাঁশী। সেরখানেক মাছ! আমাদের তো একপোয়া মাছ আনলেই যথেষ্ট হয়।

পার্ব্ব। আমাদের হয় ব'লে দুজন ভদ্রলোক আসবে, তাদেরও হবে কি?

বিস্ময়ের সহিত বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রলোক! ভদ্রলোক কে? কেন আসবে শুনি?"

ধমক্ দিয়া পার্ব্বতী বলিল, "কেন আসবে কি বৃত্তান্ত, এত কথা শুনে তোর কি হবে? তাদের দরকার আছে তাই আসবে।"

একটু ভাবিয়া বাঁশী বলিল, "তা থাকুক তাদের দরকার। আমার কিন্তু আজ সকাল সকাল ভাত চাই।

পার্ব্ব। কেন, সকাল সকাল ভাত খেয়ে কোথায় যাবি?

বাঁশী। বেণী মাষ্টারের সঙ্গে চাল্‌তাপুরে মাছ ধত্তে যাব।

পার্ব্ব। আজ তোর যাওয়া হবে না।

বাঁশী। কেন হবে না?

পার্ব্ব। কাজ আছে।

বাঁশী। থাক্ কাজ, যেতেই হবে আমাকে। কথাবার্ত্তা সব ঠিক, এতক্ষণ পুকুরে চার দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

রোষ-কঠিন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পার্ব্বতী ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, যা তুই। কিন্তু আমিও যদি আজ দরজায় চাবি দিয়ে যে দিকে দু'চক্ষু যায় চলে না যাই, তবে আমার নাম পার্ব্বতীই নয়।"

দিদির রাগ দেখিয়া বাঁশী যেন একটু দমিয়া গেল : অপেক্ষাকৃত শান্ত বিনম্রস্বরে বলিল, "তুমি চলে যাবে কেন?"

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে পার্ব্বতী উত্তর করিল, "যাব না তো কি করবো? কেন, কি সুখে এখানে থাকবো? শুধ্ তোর জন্যে—তোর মুখ চেয়ে সব ছেড়ে এখানে আমি অনাথার মত প'ড়ে রয়েছি, কিন্তু তুই যদি আমার মুখের দিকে না চাইবি, আমার কথা না শুনবি, তাহ'লে আর আমার কি সুখে এখানে থাকা? এর চেয়ে আমার মরণই যে ভাল, বাঁশী!"

দুঃখে অভিমানে পার্ব্বতীর চোখ দুইটা ছলছল করিতে লাগিল। দিদির চোখে জল দেখিয়া বাঁশী আর স্থির থাকিতে পারিল না; ব্যগ্র স্বরে বলিল, "তুমি রাগ কচ্চো কেন দিদি, আমি তোমার কোন্ কথাটা না শুনি?"

অশ্রুগদ্গদ্কণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "কোন্ কথাই বা শুন্‌চিস? সতেরো আঠারো বছরের ছেলে হলি, আমার সাধ, বিয়ে-থা ক'রে তুই সংসারী হবি, তোর বৌকে নিয়ে, তোর দু'টো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে দুঃখের জীবনে আমি সুখের সংসার পেতে বসবো। কিন্তু তোর সেই ধনুকভাঙ্গা পণ—বিয়ে করবি না।"

পার্ব্বতী আঁচলের খুঁটে চোখ দুইটা মুছিল। বাঁশী নতমুখে লাঠিটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আচ্ছা দিদি!"

"কেন?"

"বিয়ে ক'রে কি হবে?"

"হবে আবার কি? বিয়ে করলে সংসারী হবি।"

গম্ভীর মুখে বাঁশী বলিল, "এখন বিয়ে না ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে আছি না কি, দিদি?"

ঈষৎ হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "সন্ন্যাসী হ'তে যাবি কেন? তবে সংসারে থাকতে হ'লে বিয়ে না করলে কি চলে?"

মাথা দোলাইয়া বাঁশী বলিল, "অচলটাই কি হয়ে আছে শুনি। দিব্যি তুমি রেঁধে-বেড়ে দিচ্চো, আমি খেয়ে-দেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চি।"

পার্ব্বতী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "না, তুই একেবারে পাগল। আমি কি চিরকাল তোকে রেঁধে-বেড়ে দেব, আর তুই খেয়ে-দেয়ে ঘুরে বেড়াবি?"

বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রেঁধে দেবে না ত' কে আবার রেঁধে দেবে? বেন্দার মা না কি?"

পার্ব্বতী হাসিয়া বলিল, "বেন্দার মা কেন রে, বৌ এসে রেঁধে দেবে।"

জোরে মাথাটা নাড়িয়া বাঁশী আব্দারের স্বরে বলিল, "উহুঁ, ও সব বউ-টোউ রেখে দাও! তুমি ছাড়া কারুর হাতের রান্না আমার পছন্দ হয় না; খেলে পেটও ভরে না।"

স্নেহসজলদৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আচ্ছা

আচ্ছা, পেট ভরে কি না দেখবো! বৌ ত' নিয়ে আসি আগে, তখন আবার আমার রান্না তেঁতো লাগবে।"

বিস্ময়ের সহিত বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি?"

পার্ব্বতী বলিল, "সত্যি নয় তো কি মিছে? এ বেহ্মার ছিষ্টি থেকে হয়ে আস্‌ছে। তখন আবার দিদি হয়ে যাবে পর, বৌ হবে আপন।"

পার্ব্বতী একটু হাসিল। চিন্তা-গম্ভীরমুখে বাঁশী বলিল, "তবেই তো দিদি—তোমার হাতের রান্না তেঁতো লাগবে, তুমি পর হয়ে যাবে! না দিদি, ভাই-বোনে দিব্যি মিলে মিশে আছি, কেন মিছে একটা পরের মেয়েকে এর মাঝে এনে গোলমাল বাধিয়ে দেবে? শেষে তুমি শুদ্ধ পর হয়ে দাঁড়াবে।"

খুব কাছে সরিয়া গিয়া ভ্রাতার মাথায় হাতখানি রাখিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "তা আমি পর হই হ'ব, কিন্তু তুই আর অমত করিস্ না বাঁশী। লক্ষ্মী ভাই আমার, সোনা আমার, দিদির কথাটি রাখ।"

গম্ভীরমুখে বাঁশী বলিল, "তা যেন রাখছি দিদি, কিন্তু তুমি পর হয়ে যাবে——"

হাস্যতরলকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "তুই যেমন পাগল! হাঁ রে বাঁশী, সত্যি সত্যিই আমি পর হয়ে যাব, না তুই আমাকে পর ক'রে দিতে পারবি? ও একটা কথার কথা।"

বাঁশী নীরবে চিন্তিতভাবে, লাঠির আগাটা মাটিতে ঠুকিতে লাগিল। পার্ব্বতী বলিল, "কি বল্, আমার কথা রাখবি তো?"

মুখ না তুলিয়াই বাঁশী উত্তর করিল, "রাখবো।"

পার্ব্বতীর মুখখানা আশার আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল, আজ আর তাহ'লে দুষ্টামি ক'রে পালাবি না?"

বাঁশী গম্ভীরভাবেই উত্তর করিল, "না। কিন্তু দেখো দিদি, এর পর যদি আমাকে পর ক'রে দাও, তখন—চেন তো তুমি বাঁশীকে, এই লাঠী তোলা রইল; তখন তোমার একদিন কি আমার একদিন।"

সবেগে মাথাটা দোলাইয়া বাঁশী উঠিয়া দাঁড়াইল। পার্ব্বতী হাসিতে হাসিতে হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ীর ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই অশান্ত প্রকৃতি ভাইটিকে লইয়া পার্ব্বতীকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সহোদর ভাই নয়, খুড়ার ছেলে। মা বাপ মারা গেলে পার্ব্বতীও এই খুড়া-খুড়ীর কাছে মানুষ হইয়াছিল এবং বাঁশী ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল। বিবাহের পর যেকয়দিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, সেকয়দিন ছাড়া তাহাকে কোল হইতে নামাইতে পারে নাই। শ্বশুরবাড়ীতেও যেকয়দিন থাকিতে হইয়াছিল, সেই কয়দিনও বাঁশীর ভাবনা ভাবিয়া, বাঁশীর জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে বাঁশী যখন তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, সুকোমল হাত দু'খানিতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দিদি তাহাকে ফেলিয়া এই কয়দিন কোথায় গিয়াছিল; তখন পার্ব্বতীর মনে হইয়াছিল যেন, কোন্ সুদূর দ্বীপান্তর হইতে সে কতকালের পর স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে।
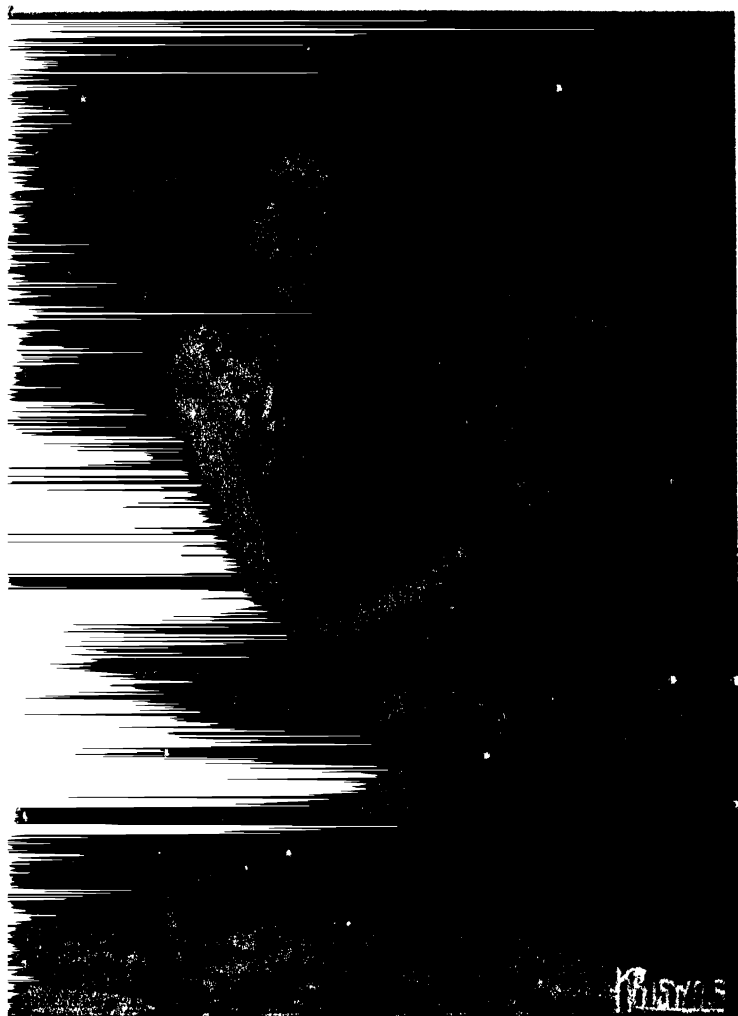
ফুটন্ত ফুলের মত মুখখানা দেখিয়া কেহইত মুগ্ধ হয়।

বাঁশীর বয়স যখন ছয় কি সাত বৎসর, তখন খুড়া পরলোকগমন করিলেন, এবং তাহার অল্পকাল পরেই খুড়ী মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া পার্ব্বতীর হাতে বাঁশীকে সঁপিয়া দিয়া স্বামীর অনুগমন করিলেন।

খুড়া-খুড়ীর মৃত্যুর পর পার্ব্বতীকে যখন স্বামীগৃহে যাইতে হইল তখন সে—স্বামী কালাচাঁদের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বাঁশীকে সঙ্গে লইয়া গেল। কিন্তু সেখানে লইয়া গিয়া পার্ব্বতী যেন নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। কালাচাঁদের গৃহে তাহার শুচিবায়ুগ্রস্তা এক বৃদ্ধা পিসী ছিলেন। তিনি যে কেবল শুচিবায়ুগ্রস্তা ছিলেন তাহা নহে, ভ্রাতুষ্পুত্রের আয়ব্যয়ের দিকে তাঁহার রীতিমত তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। এজন্য কালাচাঁদের ছোট ভাই গোরাচাঁদ কৃপণ বলিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ প্রচার করিলেও পিসী কিন্তু ড্যাক্‌রা-গোরার সে নিন্দায় কর্ণপাত করিতেন না, এবং এই নিন্দার আশঙ্কায় সংসারের ব্যয়ের দিক্ হইতে দৃষ্টিটাকে ফিরাইয়া লইতে পারেন নাই।

এই কৃপণ-প্রকৃতি পিসী যখন দেখিলেন, বড় বৌয়ের সঙ্গে একটি কুপোষ্য আসিয়া সংসারের ব্যয়ের মাত্রাটা অকারণ অনেকটা বাড়াইয়া দিল, তখন তিনি বাঁশীকে বেশ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। ইহার উপর কালাচাঁদ যখন স্ত্রীর খাতিরে বাঁশীর জন্য একপোয়া দুধ, এবং সকালে বিকালে মুড়ীর সঙ্গে একটু গুড় বা দুইখান বাতাসার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, তখন এই বন্দোবস্ত পিসীর নিকট নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। সে অসহিষ্ণুতা তিনি মুখে প্রকাশ করিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে গুম্‌রাইতে লাগিলেন!

তা মুখে তিনি প্রকাশ না করিলেও পার্ব্বতী কিন্তু পদে পদে তাঁহার এই অসহিষ্ণুতা বা অসন্তোষটুকু লক্ষ্য করিতে লাগিল। বাঁশীর জন্য

আনীত দুধটুকু পোষ বিড়ালে খাইয়া যায়; গুড়ের সঙ্গে গুড় অপেক্ষা পিপীলিকার ভাগটা অতিরিক্ত হইয়া থাকে, বাঁশী খাইতে বসিলে যত মাছের কাঁটা আসিয়া তাহার পাতে পড়ে, ইত্যাদি। এ সকল দেখিয়াও পার্ব্বতীকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। উপায় কি? পিসীমাই যে সংসারের কর্ত্রী, তাঁহার উপরে কথা কহিবার শক্তি তো পার্ব্বতীর নাই; বাঁশীর যেমন কপাল!

তা শুধু এইখানেই যদি পিসীমার অসন্তোষ-বহ্নি সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু এই সীমাকে অতিক্রম করিয়া বাহিরে এক একটা স্ফুলিঙ্গ মধ্যে মধ্যে পার্ব্বতীর উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই বাঁশী এঁটো হাতে কাচা কাপড়খানা ছুঁইয়া ফেলিল। ঐ যাঃ, কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া জলের কলসীতে হাত দিল, আবার সাত-পৈঠা ভাঙ্গিয়া জল তুলিয়া আনিতে হইবে! এই রে, ছোঁড়া মাথা খাইল, ছুটিয়া যাইতে যাইতে পিসীমার কাপড়ে তাহার অঙ্গস্পর্শ হইয়া গেল! এই দারুণ শীতে সন্ধ্যার সময় বুড়ীকে আবার কাপড় কাচিয়া মরিতে হইবে। নাঃ, কোথাকার এক মা-বাপ খেকো ছেলে আসিয়া অনর্থ বাধাইয়া দিল রে! না বাবু, এমন জালাতন সহিয়া পিসীমা টিকিতে পারিবে না, তাহাতে যে যাহাই মনে করুক; তাঁহাকে ভালই বলুক আর মন্দই বলুক। আসুক আজ কালা, পিসীমার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিয়া সে আত্মীয়-কুটুম্ব লইয়া সুখে থাকুক, পিসীমা কিন্তু রোগ-শোক-জর্জ্জরিত দেহে এত জ্বালাতন সহিতে পারিবে না।

এইরূপ অভিযোগ দিনে দশবার পার্ব্বতীর কাণে আসিত, শুনিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত,

তখন কাহারও কিছু করিতে না পারিয়া বাঁশীর পিঠেই চড়-চাপড় বসাইয়া দিত। তারপর রোরুদ্যমান বালককে বুকে চাপিয়া নিজের অশ্রুধারায় তাহার প্রহার-বেদনা দূর করিয়া দিতে থাকিত।

দেখিয়া শুনিয়া পার্ব্বতী একদিন স্বামীকে ধরিল, বাঁশীর এখন কি করা যায়? কালাচাঁদ লোকটি সাদা-সিধা ধরণের; সুতরাং সে নিশ্চিন্তভাবেই উত্তর করিল, "কি আর করা যাবে? যেমন আছে, তেমনি থাক্।"

পার্ব্বতী বলিল, "কিন্তু পিসীমাকে বড় জ্বালাতন হ'তে হয়।"

নিতান্ত উপেক্ষার সহিত কালাচাঁদ বলিল, "তা হয় তো কি করবো?"

স্বামীর উত্তর শুনিয়া পার্ব্বতী বুঝিতে পারিল, তাহার নিকট প্রতীকারের কোন আশা নাই। বাঁশীকে এই নির্য্যাতন সহিয়াই এখানে থাকিতে হইবে, এবং ইহা দেখিয়াও তাহাকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইবে।

পার্ব্বতী কিন্তু বেশী দিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বাঁশীর জ্বালাতনে অস্থির হইয়া পিসীমা যখন বাঁশীকে ছাড়িয়া পার্ব্বতীর ও পার্ব্বতীর মৃত পিতা-মাতার উপর পড়িলেন, তখন পার্ব্বতী তাঁহার রুক্ষ উক্তিব দুই একটা জবাব না দিয়া থাকিতে পারিল না। ইহাতে ফল কিছুই হইত না, লাভের মধ্যে পিসীমার ক্রোধ-বহ্নি শতগুণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, এবং সে আগুনে তিনি যেন সমগ্র সংসারটাকেই দগ্ধ করিতে উদ্যত হইতেন। এক একদিন তিনি এতই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেন যে, কালাচাঁদের গৃহত্যাগ করিয়া যে দিকে দুই চক্ষু যায়, সেই দিকে চলিয়া যাইবার জন্য দ্বিতীয় পরিধেয়খানা বগলে লইয়া

বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িতেন। গোরাচাঁদ অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইত।

ক্রমে এমন হইল যে, দিনরাত ঝগড়া যেন লাগিয়াই রহিল; পিসীমার তর্জ্জন-গর্জ্জনে, দুঃখে আক্ষেপে বাড়ীতে কান পাতা যেন দায় হইয়া উঠিল।

গোরাচাঁদ ইহাতে বিরক্ত হইয়া একদিন জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাড়ীতে আর টেঁকা যায় না, দাদা! হয় তোমার সম্বন্ধিটিকে তাড়াও, নয় পিসীমাকে তাড়াও।"

কালাচাঁদ হাসিয়া বলিল, "পিসীমাকে কোথায় তাড়াব রে, বোকা?"

গোরা। তা'হলে বাঁশীকে তাড়াতে হয়।

কালা। ওই বা যায় কোথায়? ওর আশ্রয় থাকলে কি এখানে আসে?

গোরা। তা হ'লে বল, আমিই বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাই। দিনরাত কলহ কিচ্-কিচি,—বাড়ীর লক্ষ্মী যে ছেড়ে যাবে।

কালা। যায়, উপায় তার কি আছে?

গোরাচাঁদ একটু ভাবিয়া বলিল, "বড়বৌ যদি একটু চুপ ক'রে থাকে তাহ'লে এতটা হয় না। তাঁকে একটু সঁয়ে থাকতে বলে দাও।"

কালাচাঁদ বলিল, "আচ্ছা, তাই বলবো।"

পার্ব্বতী কিন্তু নীরবে এমন অন্যায় নির্য্যাতন সহিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইল না; বলিল, "তার চাইতে আমি এ বাড়ী ছেড়ে যাচ্চি। বাপের ঘর-ভিটে আছে, বাঁশীকে নিয়ে আমি সেইখানে থাকবো।"

কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "থাক্‌তে পারবে?"

জোর গলায় পার্ব্বতী বলিল, "খুব পারবো।"

কালাচাঁদ বলিল, "তবে আপাততঃ তাই গিয়ে থাক।"

তাহাই হইল ; বাঁশীকে লইয়া পার্ব্বতী পিত্রালয়ে চলিয়া আসিল। বাপের ও খুড়ার যে জমী-জায়গা ছিল, তাহাতে একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দেই দিন চলিয়া যাইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাসকয়েক পরে একদিন কালাচাঁদ সেখানে উপস্থিত হইল, এবং পার্ব্বতীকে বলিল. "এবার চল, পার্ব্বতি!"

পার্ব্বতী বলিল, "আমি যাব, কিন্তু বাঁশী কোথায় থাকবে?"

আবার সেই বাঁশী! কালাচাঁদ চিন্তিতভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিল। পার্ব্বতী বলিল, "বাঁশীকে একা ফেলে আমি যেতে পারবো না।"

কালাচাঁদ বলিল, "কিন্তু না গেলে সংসার যে চলে না। পিসীমা' বুড়ো-হাড়ে আর কত খাটবেন? ছোটবৌমা তো ছেলেমানুষ।"

অভিমানে মুখখানা ভারি করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "যদি শুধু সংসারে খাটবার জন্যেই আমাকে দরকার হয়, একজন চাকরাণী রাখতে পার।"

কালাচাঁদ কিন্তু তাহার অভিমানটুকু বুঝিতে পারিল না ; বেশ সহজভাবেই বলিল, "তোমার কাজে আর ঝি-চাকরাণীর কাজে অনেক তফাৎ।"

পার্ব্বতী বলিল, "তফাৎ হয়, আমি কি করবো ? আমি যদি ম'রে যাই ।"

একটুও না ভাবিয়া কালাচাঁদ বলিল, "তা হ'লে আমাকে আবার বিয়ে কত্তে হবে।"

রাগে মুখখানা লাল করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তবে তাই কর গে। মনে করবে আমি ম'রে গিয়েছি।"

খানিক ভাবিয়া কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "তাহ'লে তুমি যাবে না ?"

দৃঢ়স্বরে পার্ব্বতী উত্তর করিল, "না।"

অগত্যা কালাচাঁদ হতাশভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া পার্ব্বতী বাঁশীর শিক্ষার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিল।

বাঁশী কিন্তু বিদ্যাশিক্ষায় ততটা মনোযোগ দিতে পারিল না। দুই তিন বৎসর পাঠশালায় যাতায়াত করিয়াও সে দুই তিনখানা বই শেষ করিতে পারিল না। পাঠশালায় কিছু হইবে না দেখিয়া পার্ব্বতী তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল। আধ ক্রোশ দূরে স্কুল, একটা মাঠ-পার। বাঁশী দিনকতক বেশ নিয়মিতভাবে স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল। কিন্তু অল্পদিনপরেই তাহার স্কুলের উপর শ্রদ্ধাটা কমিয়া আসিল। আজ বেলা হইয়া গেল, আজ পায়ে ব্যথা হইয়াছে, আজ বড় কাদা ইত্যাদি ওজর করিয়া সে স্কুল কামাই করিতে লাগিল। পার্ব্বতী অনেক বুঝাইয়া ধমক দিয়া তাহাকে স্কুলে পাঠাইলে সে মাঠে আসিয়া গাছের কোটরে বই-খাতা রাখিয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হইত, গাছে উঠিয়া পাখীর ছানা পাড়িত, পুকুরে সাঁতার কাটিয়া সন্তরণ-বিদ্যায় পারদর্শিতালাভের চেষ্টা করিত। তার পরে নিয়মিত সময়ে ঘরে ফিরিয়া দিদির কাছে আদর-যত্ন লাভ করিত।

এইরূপে সে চারি বৎসরেও যখন দুইটা শ্রেণী অতিক্রম করিতে পারিল না, এবং চোদ্দ পোনের বছরের ছোকঁরাকে ছোট ছোট ছেলেদের ক্লাসে বসিতে দেখিয়া স্কুলের ছেলেরা টিট্‌কারী দিতে আরম্ভ করিল, তখন বাঁশী রাগে স্কুল ছাড়িয়া দিল। পার্ব্বতীও কিছু হইবে না ভাবিয়া চেষ্টা হইতে বিরত হইল। বাঁশী তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছিপ ফেলিয়া, তাস খেলিয়া, লাঠিখেলা শিখিয়া স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

ইহার মধ্যে কালাচাঁদ দুই তিনবার আসিয়াছিল এবং পার্ব্বতীকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। পার্ব্বতী কিন্তু স্বামীর অনুরোধ রক্ষা করিল না, বাঁশীকে ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইল না কালাচাঁদ বাঁশীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিল। পার্ব্বতী কিন্তু বাঁশীকে সেখানে লইয়া গিয়া তাহার অবমাননা করিতে রাজি ছিলনা। কাজেই সে বরাবর কালাচাঁদকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিল। শেষবারে কালাচাঁদ আসিয়া বলিল, "তুমি যদি না যাও পার্ব্বতী, তাহ'লে পাঁচজনের অনুরোধে আমাকে আবার বিয়ে কত্তে হবে।"

পার্ব্বতী বলিল, "তুমি স্বচ্ছন্দে বিয়ে কত্তে পার।"

বিষাদগম্ভীরস্বরে কালাচাঁদ বলিল, "কিন্তু সেটা কি ভাল হবে?"

পার্ব্বতী বলিল, "ভাল হোক্ মন্দ হোক আমি যখন যাচ্ছিন তখন বিয়ে না ক'রে তুমি কতদিন থাকবে?"

কালাচাঁদ বলিল, "তুমি যদি আশা দাও, তবে যতদিন বল, ততদি থাকতে পারি।"

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তেমন আ আমি দিতে পারি না; আমার আশা ত্যাগ কর।"

অগত্যা কালাচাঁদ নিতান্ত দুঃখিতভাবেই ফিরিয়া গেল, তাহার চলিয়া যাইবার অল্পদিন পরেই পার্ব্বতী সংবাদ পাইল যে, কয়দিন পূর্ব্বে কালাচাঁদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সে সংবাদ ঠিক একটা আগুনের হল্‌কার মত আসিয়া পার্ব্বতীর বুকটাকে যেন ঝল্‌সাইয়া দিল। তাহার মনে হইল, চারিপাশে সংসারটা যেন দাবাগ্নির তেজে দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

সে আগুনে জল ঢালিবার জন্য পার্ব্বতী বাঁশীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "বিয়ে করবি, বাঁশি?"

বাঁশী এক কথায় ইহাতে সায় দিয়া বলিল, "হুঁ, কেন বিয়ে করবো না? তবে টুকটুকে বউ চাই কিন্তু।"

পার্ব্বতী ঘটক ঠাকুরকে ডাকাইয়া টুকটুকে বৌয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইল। সে মনকে প্রবোধ দিবার জন্য ভাবিয়া লইল, করুন না স্বামী বিয়ে! সংসারে স্বামীর ঘর ছাড়া কি আর সুখ নাই? এই যে, যাহাদের স্বামী থাকে না, তাহারা কি একেবারেই দুঃখী! বাঁশীর বিবাহ দিব, লক্ষ্মীর মত বৌ একটি আসিবে, তাহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া তাহার সহিত ঘরকন্না করিয়া যে শান্তি পাইব, তাহা কি স্বামীর ঘরে পিসীমার বাক্যযন্ত্রণা অপেক্ষা সুখদায়ক হইবে না? তার পরে বাঁশীর দুই একটা ছেলে-মেয়ে হইবে; তাহাদিগকে নাড়িয়া চাড়িয়া মানুষ করিব, তাহাদের আবার বিবাহ দিব। বিধাতা একটা সুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন, কিন্তু এ সুখের পথ ত আমার নিজের হাতে।

পার্ব্বতী জানিত না, সুখ-দুঃখ কিছুই মানুষের হাতে নাই, তাহার জন্য মানুষকে সর্ব্বদা বিধাতার মুখ চাহিয়াই থাকিতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘটকের চেষ্টায় সুন্দরী পাত্রী মিলিল। মনোমত বৌ হইবে শুনিয়া পার্ব্বতীর আহ্লাদের সীমা রহিল না; আনন্দসহকারে বাঁশীকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে বাঁশী, টুক্‌টুকে বৌ তো ক'রে দিচ্ছি, কিন্তু বৌ পেয়ে শেষে দিদিকে ভুলে যাবি না তো?"

বাঁশী উত্তর দিল, "বৌ পেলে দিদিকে ভুলে যেতে হয় না কি!"

পার্ব্বতী বলিল, "তা কি হয়? তবে অনেকে ভুলে যায় বৈ কি। ঐ যে বোদে ঘোষ—পিসী কত কষ্টে তাকে মানুষ করলে, বিয়ে দিলে; কিন্তু বৌ পেয়ে সে ঐ পিসীর কি দুর্গতিটাই না করলে।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি?"

পার্ব্বতী বলিল, "সত্যি নয় তো কি মিছে রে, এ যে আমার নিজের চোখে দেখা। আহা, বুড়ী কি কান্নাটাই না কাঁদতো।"

বাঁশীর মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। পার্ব্বতী স্নেহকোমল দৃষ্টিতে তাহার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তা বোদে ঘোষ তার পিসীর দুর্গতি করেছে ব'লে তুই কখনো তোর দিদির তেমন দুর্গতি কত্তে পারবি না, কি বলিস্?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাঁশী বলিল, "পারবো কি না সে কথা এখন কি ক'রে বল্‌বো?"

পার্ব্বতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা কত্তে পারিস্ করবি, এখন মা দুর্গার ইচ্ছায় চার হাত এক ক'রে দিতে পারলে হয়!"

মা দুর্গার এ বিষয়ে ইচ্ছা কি অনিচ্ছা ছিল বলা যায় না, পার্ব্বতী কিন্তু চার হাত এক করিয়া দিয়া বাসনা পূর্ণ করিতে পারিল না। পাত্রীর পিতা যেদিন অপরাহ্নে বাঁশীকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিল, বাঁশী সেইদিন সকালে উঠিয়াই সেই যে বাড়ী হইতে চলিয়া গেল, সারা-দিন-রাত্রির মধ্যে সে আর বাড়ীতে ফিরিল না। পার্ব্বতী পিতার প্রজা বৃন্দাবন বাগ্দীকে দিয়া কত অনুসন্ধান করিল, বৃন্দাবন কিন্তু সমস্ত গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও বাঁশীর কোন সন্ধান পাইল না। সকালে পাত্রীর পিতা সঙ্গী-ভদ্রলোকদের সহিত হতাশচিত্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে বাঁশী ফিরিয়া আসিল। পার্ব্বতী তাহাকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলি রে বাঁশি?"

বাঁশী অসঙ্কুচিতভাবেই উত্তর দিল, "সেনপুরে যাত্রা শুন্‌তে গিয়েছিলুম।"

পার্ব্বতী বলিল, "সারাদিন-রাত ধ'রে যাত্রা শুন্‌ছিলি?"

বাঁশী বলিল, "সারা দিন-রাত ধ'রে কি যাত্রা হয়? দিনে যাত্রা হবার কথা ছিল, কিন্তু দল এসে পৌছেনি ব'লে দিনে হলো না, সন্ধ্যার পর যাত্রা জুড়েছিল, ভাঙ্‌তে ভোর হয়ে গেল।"

রাগে চোখ-মুখ ঘুরাইয়া পার্ব্বতী বলিল; "আমার ছাদ্দ হ'লো। পাকা দেখতে এসে ভদ্রলোকেরা ফিরে গেল, আর তুই কি না গেলি যাত্রা শুন্‌তে। ধন্যি যা হোক্ তোর যাত্রা শোনা!"

ঘাড় দোলাইয়া বাঁশী বলিল, "বাঃ রেঃ, পাকা দেখতে আসবে ব'লে যাত্রা শুন্‌বো না? এ কি যে-সে যাত্রা! কলকাতার ভুষণ দাসের দল। অভিমন্যুবধ গাইলে; আঃ, কি চমৎকার গাইলে, তা তোমাকে

কি বল্‌বো দিদি। তুমি যদি শুন্‌তে, চোখে জল রাখতেই পারতে না। একটা ছেলে যা গাইলে! চমৎকার গানটি, আমি মুখস্থ ক'রে ফেলেছি, 'দাদা অভি কেন যাবি, দাদা অভি কেন যাবি'—এই দেখ, সারা রাস্তাটা মুখস্থ ক'রে এলুম, আর ঘরে এসে তোমার একটা ধমক খেয়েই সব ভুলে গেলুম!"

পার্ব্বতী হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, এখন নেয়ে এসে কিছু খা, দেখি। মুখ তো শুকিয়ে যেন আম্‌সী হয়ে গিয়েছে। কি খেয়েছিলি ?"

"বাঁশী বলিল, "তা খুব খেয়েছি, তিন পয়সার মুড়ী।"

পার্ব্বতী শুনিয়া যেন আঁতকাইয়া উঠিল, বলিল, "এ্যাঁ, তিন পয়সার মুড়ী খেয়ে দিন রাত কাটিয়েছিস্? ও, তার মধ্যে যাত্রা খেয়ে যে পেট ভ'রে গিয়েছে।"

"তা গিয়েছে বটে" বলিয়া বাঁশী হাসিতে হাসিতে স্নান করিতে গেল। পার্ব্বতী তাহার আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হইল।

কয়েকদিন পরে পুনরায় আবার আশীর্ব্বাদের দিন স্থির করিয়া পাত্রীপক্ষকে সংবাদ দেওয়া হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে পার্ব্বতী সকালেই বাঁশীকে বলিয়া দিল, "আজ পাকা দেখা দেখতে আসবে বাঁশী; আজ আবার যেন যাত্রা শুন্‌তে যাস্ না।"

বাঁশী বলিল, "যাত্রা কি রোজই হচ্চে দিদি! তারা কখন আসবে ?"

"বিকালে। রাত্রে আশীর্ব্বাদ হবে।"

"আচ্ছা!"

সেদিন বাঁশী যাত্রা শুনিতে গেল না বটে, কিন্তু ভাত খাইয়া সেই

যে ছিপ লইয়া বাহির হইল, সারা রাত্রির মধ্যে আর দেখা দিল না। পার্ব্বতীর অনুরোধে বেন্দা গ্রামের প্রত্যেক পুকুর খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান্ হইয়া পড়িল। পাত্রীপক্ষ নিতান্ত বিরক্তভাবে ঘটক ঠাকুরের সহিত পার্ব্বতীকে গালি দিতে দিতে প্রস্থান করিল।

খানিক বেলায় বাঁশী ছিপ হাতে উপস্থিত হইলে পার্ব্বতী রাগে তাহাকে তিরস্কার করিতে করিতে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বাঁশী তখন বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিল, "দুঃখের কথা আর কও কেন দিদি, কা'ল নদীতে ছিপ ফেল্‌তে গিয়েছিলুম। গিয়ে বস্‌তে না বসতেই একটা সের-দু'য়েক রুইমাছ শীকার। দেখে লোভ হ'লো, বলি বেলা তো এখনো ঢের আছে। আবার ছিপ ফেলে বসে আছি। জলের ধার, দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া—ঘুমে চোখ দুটো যেন জড়িয়ে এলো। বাঁধের ভাঙ্গনটার ভিতর গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। যেমন শোয়া, অমনি ঘুম। এক ঘুমেই রাত কাবার। জেগে উঠে দেখি, সকাল হয়ে গিয়েছে। ছিপ্‌গাছা প'ড়ে রয়েছে, মাছটা বোধ হয়, শিয়ালের পেটে গিয়েছে।"

ভয়ে পার্ব্বতী শিহরিয়া উঠিল; বলিল, "বলিস্ কিরে বাঁশী, নদীর ধারে ঘুমিয়ে রাত কাটালি'? তোর ভয় করলো না?"

বাঁশী হাসিয়া উত্তর করিল, "ঘুমুলে কি ভয় থাকে দিদি! যতক্ষণ জেগে থাকা যায়, ততক্ষণ ভয়ডর যা কিছু।"

পার্ব্বতী বলিল, "কিন্তু যদি আর কোন দিন নদীর ধারে মাছ ধরতে যাবি, তা হ'লে ভাল হবে না বল্‌ছি।"

এ সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া গেল। ঘটক ঠাকুর পুনরায় অন্যত্র পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পাত্রী মিলিল, পাত্রীপক্ষ বরকে আশীর্ব্বাদ

করিতে আসিল, কিন্তু আশীর্ব্বাদের সময় বরকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বেন্দার মাথায় বাজার চাপাইয়া দিয়া একটু পিছনে আসিতে আসিতে বাঁশীর এমন দিশা লাগিল যে, বিকাল হইতে সমস্ত রাত্রিটা সে মাঠের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, এবং সকালে দিশা ছাড়িলে ঘরে ফিরিয়া দিদির কাছে দিশা লাগার বিবরণ সবিস্তারে কীর্ত্তন করিল।

এমন দুই এক জায়গায় নয়, পাঁচ সাত জায়গা হইতে সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু আশীর্ব্বাদের দিন একটা-না-একটা বাধায় বাঁশী অনুপস্থিত থাকিয়া সে সকল সম্বন্ধ পণ্ড করিয়া দিল। ঘটকঠাকুর বিরক্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন।

প্রত্যেকবারেই এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া পার্ব্বতীর মনে সন্দেহ জন্মিল। সে বাঁশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাঁশী, কথাটা কি বল্ দেখি? বিয়ে কত্তে কি তোর ইচ্ছা নাই?"

বাঁশী বলিল, "ইচ্ছা আবার নাই? খুব ইচ্ছা আছে দিদি।"

পার্ব্বতী বলিল, "ইচ্ছা আছে তো এ রকম কচ্চিস্ কেন?"

দুঃখিতভাবে বাঁশী বলিল, "আমি কি ইচ্ছা ক'রে এ রকম করি দিদি, হঁয়ে পড়ে।"

গম্ভীরভাবে পার্ব্বতী বলিল, "দেখ্ বাঁশী, আমি তোর দিদি, তোর চাইতে বয়স আমার ঢের বেশী। তুই কি মনে করিস্, তোর চালাকি আমি বুঝতে পারি না?"

বাঁশী। চালাকিটা আমার কি দেখলে, দিদি?

পার্ব্ব। বিয়ে করতে তোর মন নাই।

বাঁশী। মন নাই, একথা তোমাকে কে বল্‌লে?

পার্ব্ব। আমি বল্‌ছি। কৈ, আমাকে ছুঁয়ে বল্ দেখি ?

বাঁশী চুপ করিয়া রহিল। পার্ব্বতী বলিল, কেমন, আমি ঠিক ধরেছি কি না ?”

ঈষৎ হাসিয়া বাঁশী উত্তর করিল, “তা হবে।”

পার্ব্বতী বলিল, “তা হবে নয়, এইটাই ঠিক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিয়ে কত্তে তোর ইচ্ছা নাই কেন ?”

বাঁশী। এ কেনর উত্তর নাই দিদি।

পার্ব্ব। কিন্তু এর উত্তর না শুনে আমি ছাড়বো না।

বাঁশী। নেহাৎ শুন্‌বে ?

পার্ব্ব। হাঁ, শুন্‌বো।

কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া বাঁশী দৃঢ় সতেজকণ্ঠে বলিল, “আমি বিয়ে করলে তোমার খুব আহ্লাদ হয় তা জানি, কিন্তু বোদে ঘোষ হ'লে আমার তাতে একটুও আহ্লাদ হবে না, তা জেনো।”

উত্তর দিয়াই বাঁশী দিদির সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেল। তাহার কাছে বোদে ঘোষের গল্প করার জন্য পার্ব্বতী মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

ইহার পর পার্ব্বতী মাঝে মাঝে বাঁশীকে কত বুঝাইল, কত প্রলোভন দেখাইল, কত দুঃখ প্রকাশ করিল; কিন্তু বাঁশীর সেই এক উত্তর—না। বারবার অনুরোধে উত্যক্ত হইয়া শেষে একবার হাঁ বলিল বটে, কিন্তু সেবারে মেয়ে পাওয়া গেল না; ঘটক ঠাকুর বারবার অপমানিত হইয়া মেয়ে দেখিতে স্বীকৃত হইল না। পার্ব্বতী বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। কি করিবে, কাহার দ্বারা পাত্রীর অনুসন্ধান করাইবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

এই সময়ে কালাচাঁদ একদিন কার্য্যানুরোধে গ্রামান্তর হইতে ফিরিবার পথে সেখানে উপস্থিত হইল। পার্ব্বতী লজ্জা অভিমান ত্যাগ করিয়া তাহাকে বলিল, "বাঁশীর জন্যে একটি মেয়ে দেখে দিতে পার ?"

কালাচাঁদ বলিল, "তা পারবো না কেন ? মেয়ের অভাব কি ?"

পার্ব্বতী বলিল, "মেয়ের অভাব নাই বটে, কিন্তু আমার চেষ্টা করবার লোকের অভাব।"

কালাচাঁদ বলিল, "আচ্ছা, আমি শীগ্‌গীর মেয়ে দেখে দিচ্চি।"

দিনকয়েক পরে পার্ব্বতী একখানি পত্র পাইল। কালাচাঁদ লিখিয়াছে, বেশ সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গিয়াছে। সোমবারে কন্যাকর্ত্তা দুই একজন আত্মীয় সঙ্গে পাত্র দেখিতে যাইবে, এবং পছন্দ হইলে একেবারে আশীর্ব্বাদী হইয়া যাইবে।"

এই সংবাদে পার্ব্বতী পুলকিত হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই চিন্তাটাও আসিল, এবারেও যদি বাঁশী আগেকার মত পলাইয়া যায় ? তাহা হইলে স্বামীর নিকট তাহার লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। সুতরাং সে দিনরাত বাঁশীকে পাখী পড়াইতে লাগিল। পরিশেষে তাহার রাগের ভয়েই হউক বা কাতরতা দেখিয়াই হউক, বাঁশী যখন 'স্বীকার' করিল যে, এবারে সে আর পলাইবে না, শান্ত সুবোধ ছেলেটির মত দিদির আদেশ পালন করিবে, তখন তাহার এই স্বীকৃতির উপর নির্ভর করিয়া পার্ব্বতী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দিদি, সরকার মশাইও তাহ'লে আস্‌বে বোধ হয়?"

পার্ব্বতী বলিল, "কি জানি, আসতেও পারে।"

বাঁশী বলিল,"আসতে পারে কেন, আসতেই হবে তাকে। নইলে ভদ্রলোকদের সঙ্গে নিয়ে আসবে কে?"

মুখ মচ্‌কাইয়া পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, সেই জন্যেও আসতে পারে।"

সহাস্যমুখে বাঁশী বলিল, "সরকার মশাই কিন্তু বেশ লোক, দিদি। সেদিন রাস্তায় আমাকে ধ'রে বস্‌লো, চল আমাদের বাড়ী।"

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি বল্‌লি?"

বাঁশী বলিল, "আমি বললুম, দিদিকে জিজ্ঞাসা ক'রে যাব।"

"বেশ বলেছিস" বলিয়া পার্ব্বতী রুইমাছটার মুণ্ডচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল।

বাঁশী বলিল, "আমি কিন্তু সরকার মশায়ের সঙ্গে একবার ওদের বাড়ীতে যাব।"

তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "গিয়ে কি হবে?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বাঁশী বলিল, "হবে আবার কি? এমনি কুটুমবাড়ীতে কি কেউ যায় না?"

তর্জ্জনসহকারে পার্ব্বতী বলিল, "ভারী তো কুটুম! না না, ওখানে তোর কুটুম্বিতে কর্ত্তে যাওয়া হবে না।"

ঈষৎ হাসিয়া বাঁশী বলিল, "আচ্ছা দিদি, ওদের ওপর তোমার এত রাগ কেন? সরকার মশায় আবার বিয়ে করছে ব'লে, না?"

ভ্রূকুটি করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, বিয়ে করেছে ব'লে! করুক্ না সে বিয়ে, তাতে আমার কি?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বাঁশী বলিল, "তা দিদি, সরকার মশায় বিয়ে ক'রে ভালই করেছে, নইলে তোমাকে তো ওখানে নিয়ে যেতো।"

বাঁশীর কথায় পার্ব্বতীর হাসি আসিল; বলিল, "তা বৈ কি, আমাকে নিয়ে গেলে তোকে রেঁধে দিত কে? ওঃ, এই জন্যেই সরকার মশায়ের ওপর তোর এত ভক্তি, না?"

বাঁশী বলিল, "না না, তা কেন? সরকার মশায়ের কথাগুলি বেশ মিষ্টি কি না, তাই।"

তাহার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তা ছাড়া তোর বিয়ের যোগাড় ক'রে দিচ্চে।"

একটু লজ্জিতভাবে বাঁশী বলিল, "হাঁ, বিয়ের তরে তো আমি কেঁদে বেড়াচ্চি। না দিদি, তুমি যাই বল, সরকার মশায় লোকটি বেশ ভাল।"

সহাস্যমুখে তাহাকে ধমক দিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, ভাল তো ভাল, আমিই কি মন্দ বলছি?"

বাঁশী ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ দিদি, তুমি কি আর কক্খনো ওখানে যাবে না?"

পার্ব্ব। কোনখানে?

বাঁশী। কোন্‌খানে আবার? সরকার মশায়ের বাড়ীতে।

পার্ব্ব। সেখানে যাবার আমার দরকার কি?

খুব আশ্চর্য্যের ভাব দেখাইয়া বাঁশী বলিল, "বাঃ রে, শ্বশুরবাড়ী যাবার দরকার নাই?"

গম্ভীরমুখে পার্ব্বতী বলিল, "দরকার থাকৃলে অনেকদিনই চ'লে যেতাম।"

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "তাহ'লে ককৃখনো যাবে না বল।"

উদ্গত নিশ্বাসটাকে চাপিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তুই যদি কখনো তাড়িয়ে দিস, তাহ'লে যেতেও পারি।"

বিস্ময়ের সহিত বাঁশী বলিল, "আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে যাব কেন, দিদি?"

সর্ব্বনাশ! পার্ব্বতী কি বলিয়া ফেলিল? আর একদিন স্নেহের আব্‌দারচ্ছলে ঐরূপ কথা বলিয়া সে কি নাকাল হইয়াছে, দিদিগতপ্রাণ বাঁশী, দিদির লাঞ্ছনার আশঙ্কায় বিবাহে অনিচ্ছুক হইয়া কি কাণ্ডই না করিয়াছে! পার্ব্বতী আজ আবার সেইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বাঁশীর ভালবাসার গভীরতা পরীক্ষা করিতে বসিয়াছে! আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া হাস্যতরলকণ্ঠে বলিল, "কেন তাড়িয়ে দিতে যাবি, তা তুই-ই জানিস্। কেন, আজ সকালেই তো আমার মাথা ফাটিয়ে দিবি ব'লে লাঠী তুলে রাখলি।"

উচ্চহাসি হাসিয়া বাঁশী বলিল, "ও হরি; সেই লাঠী দেখে বুঝি তোমার ভয় হয়েছে?"

মুখে একটু শঙ্কার ভাব আনিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তা ভয় হবে না; অত বড় লাঠী!"

হাসিতে হাসিতে বাঁশী বলিল, "যত বড় লাঠিই হোক্, তোমার মাথায় ও লাঠী পড়বে না দিদি।"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পড়বে না ?"

সতেজকণ্ঠে বাঁশী বলিল, "কেন কি ? তোমার মাথায় লাঠী পড়বে ? তুমি যে দিদি।"

স্নেহসজলদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আর্দ্রকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "দিদি ব'লে তাই বুঝি দিদির কথা এত রাখিস্ ?"

বাঁশী বলিল, "কেন, তোমার কোন্ কথাটা রাখি না, শুনি ?"

মৃদুহাস্যসহকারে পার্ব্বতী বলিল, "রাখিস্ বৈ কি ; আমার কথা রাথ্‌লে এদ্দিন কবে বিয়ে হয়ে যেতো।"

বাঁশী বলিল, "তা কবে না হোক, এখন তো হচ্ছে।"

পার্ব্বতী বলিল, "হচ্ছে বটে, কিন্তু যতদিন না হয়ে যায়, ততদিন তোকে বিশ্বাস নাই।"

ঈষৎ হাসিয়া বাঁশী বলিল, "না দিদি, এবারে আর আমি অবিশ্বাসী হব না। এর মধ্যে সরকার মশায় আছে।"

কৃত্রিম কোপে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তাহ'লে সরকার মশায়ের খাতিরেই বিয়ে কচ্চিস্ বল, আমার উপরোধে নয়।"

মাথা নাড়িয়া বাঁশী বলিল,"তা কেন, তোমার উপরোধেও বটে আর সরকার মশায়ের খাতিরেও বটে !"

পার্ব্বতী বলিল, "তা যার খাতিরেই হোক, বিয়েটা এখন চুকে গেলে হয়।"

সহাস্যে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দিদি, আমার বিয়ে হ'লে

তোমার কি আর দু'টো হাত বেরুবে না তোমার তরে আকাশ থেকে পুষ্পক-রথ নেমে আসবে ?"

পার্ব্বতী সহসা যেন গর্জ্জিয়া উঠিল ; গাঢ় প্রদীপ্তকণ্ঠে বলিল, "আমার কি হবে না হবে তুই যদি তা বুঝতিস্ বাঁশী, তাহ'লে এদ্দিন কখনো এমন কত্তে পারতিস্ না। বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী কত্তে পারলে আমার আর দু'টো হাতও বেরুবে না, পুষ্পক-রথও নেমে আসবে না। কিন্তু আমার মনে হয়, তোর এই বিয়ের সঙ্গে যেন আমার জীবনের সকল সাধ-আহ্লাদ জড়িয়ে রয়েছে, তুই সংসারী হয়ে সুখী হ'লে আমার জীবনের দুঃখ-কষ্ট যা কিছু, সব যেন সার্থক হয়ে যাবে।"

স্নেহের উচ্ছ্বাসে পার্ব্বতীর মুখখানা যেন স্ফীত হইয়া উঠিল। বাঁশী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার সেই গর্ব্বোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া চটী জুতার ফট্‌ফট্ শব্দ করিতে করিতে কালাচাঁদ বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, "বাঁশী কোথায় হে, ওহে বাঁশি ?"

"এই যে সরকার মশাই" বলিয়া বাঁশী ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল, এবং তাড়াতাড়ি দাবার উপর একখানা আসন পাতিয়া দিল। পার্ব্বতী আস্তে-ব্যস্তে বাঁ-হাতের উল্‌টা পিঠে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া মাছগুলা চুপ্‌ড়ীতে তুলিতে ব্যস্ত হইল।

কালাচাঁদ বাঁশীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুধু আমাকে দিলে চল্‌বে না, বাইরে দু'জন ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের আগে আসন দিয়ে এস।"

বাঁশী একখানা সতরঞ্জি লইয়া ভদ্রলোকদের আসন দিতে চলিল। কালাচাঁদ সচকিতভাবে তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "না হে না, তোমার গিয়ে কাজ নাই, আমাকে দাও। তুমি যে বর।"

বলিয়া কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে বাঁশীর হাত হইতে সতরঞ্জিখানা লইয়া বাহিরে চলিল; যাইতে যাইতে বাঁশীকে তামাক প্রস্তুত করিতে বলিয়া গেল।

ভদ্রলোকদের আসন ও তামাক দিয়া আসিয়া কালাচাঁদ পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁদের জলখাবারের কি হ'য়েছে?"

মৃদুস্বরে পার্ব্বতী বলিল, "ওঁদের তরে মোহনভোগ তৈরী করেছি, আর দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে রেখেছি।"

সহাস্যে কালাচাঁদ বলিল, "ওঁদের তরে তো এই ব্যবস্থা, কিন্তু আমার তরে কি হয়েছে?"

চাপা হাসির সঙ্গে পার্ব্বতী উত্তর দিল, "গুড়-মুড়ি।"

হাসিতে হাসিতে কালাচাঁদ বলিল, "মন্দ কি, আমরা চাষাভূষা মানুষ গুড়-মুড়িই আমাদের প্রধান খাদ্য।"

পার্ব্বতী বলিল, "সেই জন্যেই তো এই প্রধান খাদ্যের যোগাড় ক'রে রেখেছি।"

কালাচাঁদ বলিল, "বেশ করেছ! এখন যা হয় কত্তে পার, কিন্তু ঘটক বিদায়ের সময় একটু ভালরকম নেকনজরটা রেখো।"

পার্ব্ব। তা রাখবো, তবে সে বিদায় ঘটকঠাকুরের পছন্দ হ'লে হয়।

কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "গলাধাক্কা না কি? তা সে

বিদায় তো অনেক আগেই পেয়েছি। দোহাই পার্ব্বতী, ওটা ছাড়া আর অন্য কিছু নূতন রকম বিদায় থাকে তো দিও।”

হাসিতে হাসিতে কালাচাঁদ বাহিরে চলিয়া গেল। পার্ব্বতী নতমুখে গম্ভীরভাবে আগন্তুক ভদ্রলোকদের জলখাবার সাজাইতে থাকিল।

পাত্র মনোনীত হওয়ায় আশীর্ব্বাদ সম্পন্ন হইয়া গেল। পরদিন কালাচাঁদ নিজে গিয়া মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিল। সেই সঙ্গে দিনস্থিরও হইয়া গেল। পার্ব্বতীর ব্যস্ততায় খুব তাড়াতাড়িই দিনস্থির করিতে হইল।

এ বিবাহে কালাচাঁদ শুধু ঘটক নয়, তাহাকে বরকর্ত্তাও সাজিতে হইল এবং তাহার উদ্যোগে ও পরিশ্রমে নির্ব্বিঘ্নে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বৌ দেখিয়া শুধু পার্ব্বতী নয়, পাড়াপ্রতিবাসীরাও খুসী হইল। হাঁ, বৌয়ের মত বৌ বটে, বৌ শুধু নামে লক্ষ্মী নয়, কাজে কর্ত্তব্যেও লক্ষ্মী বটে। যেমন রূপ, তেমনি গড়ন-পিটন, তেমনি কথা-বার্ত্তার ভঙ্গী! এমন মেয়ে হাজারে একটা পাওয়া যায় না।

কালাচাঁদ আসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, “বৌ পছন্দ হয়েছে তো, পার্ব্বতি?”

পার্ব্বতী কৃতজ্ঞতার সহিত প্রশংসার স্বরে বলিল, “তুমি যখন পছন্দ ক'রে নিয়ে এসেছ, তখন কি আমার অপছন্দ হ'তে পারে?”

একটু শ্লেষের সঙ্গে কালাচাঁদ বলিল, “তবু ভাল, আমার উপর এতটা নির্ভর কত্তে পার তাহ'লে।”

পার্ব্বতী বলিল, “কতকটা পারি বোধ হয়।”

কালাচাঁদ বলিল, “এবার ঘটকের প্রাপ্যটা মিটিয়ে দাও তাহ'লে।”

"হাঁ, দিচ্চি।" বলিয়া পার্ব্বতী উঠিয়া আসিল এবং গলায় আঁচল দিয়া কালাচাঁদের পায়ের কাছে মাথা নীচু করিয়া তাহার পায়ের ধুলা মাথায় দিল। তারপর দাঁড়াইয়া সহাস্যমুখে বলিল, "কেমন, সন্তুষ্ট হ'লে তো?"

প্রীতি-প্রফুল্ল মুখে কালাচাঁদ বলিল, "খুব সন্তুষ্ট হয়েছি; কিন্তু পার্ব্বতি!"

কালাচাঁদের সম্বোধনের স্বরটা যেন ভারী। সে সম্বোধনে পার্ব্বতী চমকিত হইয়া উত্তর দিল, "কি বলছো?"

গাঢ়কণ্ঠে কালাচাঁদ বলিল, "আমি তো সন্তুষ্ট হয়েই আছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই ভক্তি, এই শ্রদ্ধা, এই স্নেহ, এই প্রীতি—যা আমার অবশ্যপ্রাপ্য, তা হ'তে আমাকে বঞ্চিত ক'রে তুমি সুখী হয়ে—সন্তুষ্ট হ'য়ে আছ কি?"

পার্ব্বতীর বুকের ভিতরটায় কেমন করিয়া উঠিল। যেন সপ্ত সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গাঘাতে বুকটা আলোড়িত হইতে থাকিল। এতদিন সে যে কান্নাটাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিল, মুক্তমুখ-প্রস্রবণের ন্যায় সহসা তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে নিতান্ত কাতরভাবে পার্ব্বতী বলিল, "আমি—আমি তোমাকে কোন কথা বল্‌তে পারবো না।"

পার্ব্বতীর দুই চোখ দিয়া হু হু করিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। সে ধারার বেগ কিছুতেই রোধ করিতে না পারিয়া সে স্বামীর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পলাইল। কালাচাঁদ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল এবং সেইদিনই সে ছাতা চাদর লইয়া বাড়ী রওনা হইল।

বাঁশী বলিল, "আজই যে চ'লে যাচ্চো, সরকার মশায়?"

কালাচাঁদ বলিল, "কি ক'রবো ভাই, আজ পাঁচ সাতদিন বাড়ী ছাড়া; বাড়ীতে কাজকর্ম্ম আছে।"

কালাচাঁদ চলিয়া গেলে বাঁশী আসিয়া পার্ব্বতীকে বলিল, "সরকার মশায় আজই চ'লে গেল, আর দুদিন রইল না, দিদি?"

রুক্ষকণ্ঠে পার্ব্বতী উত্তর করিল, "কাজ চুকে গেল, আর থেকে কি করবে? ব'সে ব'সে কুটুম্বিতা পাকাবে নাকি!"

দিদির চড়া উত্তর শুনিয়া বাঁশী যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"বামুন দাদা!"

"কেন গা পার্ব্বতি?"

"এই কোষ্ঠী দু'খানা দেখ তো।"

দামোদর শর্ম্মা পাঁজীখানা মুড়িয়া রাখিয়া চশমাটা ভাল করিয়া মুছিয়া লইলেন; তারপর সেটাকে চোখে লাগাইয়া একখানা কোষ্ঠির ভাঁজ খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "এটা তো বাঁশীর কোষ্ঠী।"

পার্ব্বতী বলিল, "আর ছোটখানা, বৌয়ের।"

"কি দেখতে হবে?"

"দেখে দাও, দু'জনে বনিবনাও হচ্ছে না কেন? ওদের মিলের ঘরে কি দোষ আছে।"

দুখানা কোষ্ঠী খুলিয়া লগ্নচক্র দেখিয়া দামোদর শর্ম্মা বলিলেন, "দোষ তো কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না বরং মিল হবারই কথা, কেননা, রাজযোটক দেখ্‌তে পাচ্চি।"

চিন্তিতভাবে পার্ব্বতী বলিল, "তাহ'লে এমন হ'চ্চে কেন বামুন-দাদা ?"

বামুন দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'চ্চে ? দু'জনে ঝগড়াঝাটী হয় না কি ?"

পার্ব্বতী বলিল, "ঝগড়াঝাটী যে হয় তা নয়, তবে বাঁশী যেন বৌটাকে দেখতে পারে না।"

অদূরে বসিয়া বামুনদিদি চাউল বাছিতেছিলেন। তিনি মুখ ফিরাইয়া সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাত্তে-ধত্তে যায় না কি ?"

পার্ব্বতী বলিল, "তা যায় না, তবে কি জান বামুনদিদি, বৌয়ের উপর যেন বেজার। কাছে গেলে খিট্‌খিট্‌ করে, পান-জল দিলে বিরক্ত হয়।"

ঈষৎ হাসিয়া বামুনদিদি বলিলেন, "অমন হয়—হয়, এর জন্যে ভাবনা নাই। এর পর বৌয়ের বয়স হ'লে দেখবে, এসব আর থাক্‌বে না !"

আশ্বস্তভাবে পার্ব্বতী বলিল, "তাই বল দিদি, তাই যেন হয়, তোমাদের ব্রাহ্মণের মেয়ের কথাই যেন ফলে। আমার সাধ কি জান বামুনদিদি, দু'টিতে বেশ হাসবে, খেল্‌বে, আমোদ আহ্লাদে থাকবে, দেখে আমার চক্ষু জুড়াবে। আমার আর সুখ-সয়াল কি আছে বামুন-দিদি, এখন ওরাই তো আমার সব। ওদের সুখী হ'তে দেখলেই আমার সুখ !"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া সহানুভূতির স্বরে বামুনদিদি বলিলেন, “তা বৈ কি, ঐ ভায়ের জন্যেই তো আজ তোমার এই দশা! তেমন রামের রাজ্যি ত্যাগ ক’রে ভাইটিকে নিয়ে এখানে প’ড়ে রয়েছ। ধন্যি মেয়ে যাহোক তুমি! তবু আপন ভাই নয়, খুড়োর ছেলে।”

পার্ব্বতী বলিল, “আমি তো তা মনে করি না দিদি, আমি মা’র পেটের আপন ভাই ব’লেই জানি, বাঁশীও ঠিক তাই ভাবে। তা আপনই হোক পরই হোক, আশীর্ব্বাদ কর ওদের সুখী দেখে যেন মত্তে পারি। তাহ’লে আমার সকল কষ্ট সার্থক হবে।”

পার্ব্বতীর চোখ দুইটা যেন ছলছল করিতে লাগিল। বামুনদিদি মস্তকসঞ্চালনের সহিত নাসাবিলম্বিত সুবৃহৎ নথটাকে আন্দোলিত করিয়া পার্ব্বতীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “তা হবে পার্ব্বতী, তা হবে। এখন ঐ যে দেখছো খিটিনিটী, দিনকতক পরে দেখবে, ও সকল কিছুই নাই; দু’জনে এমন মিল হ’য়ে গিয়েছে যে, এক গলায় জল ঢাললে আর এক জনের গলায় পড়বে। তখন আবার এই যে তুমি ওদের জন্যে এত ভাবছো, তুমিই হ’য়ে যাবে পর। আমাদের ঠাকুরপোকেও তো ঐ রকম কত্তে দেখেছি; ছোটবৌ কাছে গেলে যেন মাত্তে আস্‌তো, ঐ নিয়ে কতদিন আমার সঙ্গে ঠাকুরপোর ঝগড়া পর্য্যন্ত হ’য়ে গিয়েছে। তোমার বামুনদাদা তো ভেবেই আকুল। আমি বলতুম, ওগো থাম থাম, দিনকতক যেতে দাও।”

বলিয়া তিনি স্বামীর দিকে সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে বামুনদাদাও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। বামুনদিদি বলিতে লাগিলেন, “তারপর সেই ছোটবৌ বেশ বড়-সড় হ’য়ে উঠলে দু’জনে এমন ভাব হ’লো যে, তখন ছোটবৌকে একটা কথা বল্‌লে ঠাকুরপো

তেড়ে মাত্তে আসতো। সংসারে একটু বেশী খাটতে দেখলে রাগে কস্‌কস্ কত্তো। তখন বৌ হ'লো আপন, আমরা হ'লাম পর। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমার তখন বাড়-বাড়ন্ত সংসার, তিন মেয়ে দুই ছেলে। সংসারে খাটুনি তো কম ছিল না। দেখে শুনে ঠাকুরপো আলাদা হ'য়ে পড়লো। তাই বলছি, তোমার ভয় নাই, এর পর দেখবে ঐ বাঁশী বোয়ের গোলাম হয়ে গিয়েছে, তুমি তখন একটা কথা বললে, মুখে কিছু না বলুক রাগে গুম্ হয়ে থাক্‌বে।"

ঈষৎ শঙ্কিতভাবে পার্ব্বতী বলিল, "না, বাঁশী তেমন ছেলেই নয়, ও দিদি ভিন্ন আর কিছু জানে না।"

তাহাকে প্রবোধ দিয়া বামুনদিদি বলিলেন, "তা হবে না? কত কষ্টে তুমি মানুষ করেছ ওকে। তাই হোক্, ভগবান্ করুন ওদের সুখী দেখে তুমি সুখী হও।"

গদ্‌গদকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর দিদি, তোমাদের আশীর্ব্বাদই আমার ভরসা। তা-নইলে ঐ মা-বাপ-মরা ছেলে যে মানুষ হবে, বিয়ে-থা দিয়ে ওকে যে আবার সংসারী কত্তে পারবো, এ আশা কি একদিনও করেছিলাম!"

অতঃপর সে বামুনদাদাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা' হলে বামুনদাদা, কোষ্ঠীতে দোষ কিছু নাই?"

কোষ্ঠী দুইটা ভাঁজ করিতে করিতে বামুনদাদা বলিলেন, "না না, দোষ কিছু নাই, বরং উভয়ের পতি-পত্নীস্থানে শুভগ্রহেরই দৃষ্টি রয়েছে।"

কোষ্ঠী দুইখানা লইয়া বামুনদাদা ও বামুনদিদিকে প্রণাম করিয়া পার্ব্বতী হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল। বামুনদিদি তখন স্বামীকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন, "আহা, ছুঁড়ীটা ভাই-ভাই ক'রেই সারা হয়ে গেল, অমন স্বামীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করলে। শেষে কিন্তু কষ্ট না পায়।"

বামুনদাদা বলিলেন, "না, কষ্ট পাবে কেন? বাঁশী তেমন ছেলে নয়।"

মুখ মচ্কাইয়া বামুনদিদি বলিলেন, "বাঁশী তেমন ছেলে নয় জানি, কিন্তু সে কি করবে? কথাতেই আছে, 'ভায়ের ভাত ভাজের হাত।' বৌটার সঙ্গে বনিবনাও হ'চ্চে তো?"

সহাস্যমুখে বামুনদিদি বলিলেন, "নিজে ভাল হ'লে সকলের সঙ্গেই বনিবনাও হয়।"

রোষগম্ভীরমুখে বামুনদিদি বলিলেন, "তাহ'লে কি তুমি বলতে চাও যে, আমি মন্দ বলেই ছোটবোয়ের সঙ্গে আমার বনিবনাও হ'লো না?"

অপ্রতিভভাবে বামুনদাদা বলিলেন, "পাগল! আমি কি তোমার কথা বল্‌ছি। জগতে সকল মেয়েমানুষই তো বৌমার মত ছোটলোকের মেয়ে নয়।"

বামুনদিদি বলিলেন, "কে ছোটলোকের মেয়ে·কে ভদ্রলোকের মেয়ে, ব্যাভার না করলে তো জানা যায় না; বৌটা যদি ঐ রকমই হয়।"

"হয়, পার্ব্বতী কষ্ট পাবে, তোমার আমার তাতে কি বল।" বলিয়া বামুনদাদা আপাততঃ গৃহিণীর জেরা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য হুঁকা-কলিকা লইয়া ধূমপানের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। অগত্যা বামুনদিদি পুনরায় নতমুখে নিঃশব্দে চাউল বাছিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "কাল না তোমার জ্বর হয়েছিল, দিদি ?"

তাচ্ছিল্যসূচক স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "হয়েছিল একটু জ্বর। তার হয়েছে কি !"

একটু রাগতভাবে বাঁশী বলিল, "হয়নি কিছু, তবে কাল জ্বর হয়েছিল, কিছু খাওনি, তাই আজ সকালে উঠেই ঘরের কাজ আরম্ভ করেছ !"

মৃদু হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তা জ্বর হ'য়েছিল ব'লে কাজ করবো না ? কাজকর্ম্ম সব প'ড়ে থাকবে ?"

গম্ভীরমুখে বাঁশী বলিল, "পড়ে থাকবে কেন ?"

পার্ব্ব। তবে করবে কে ?

বাঁশী। কেন, কাজ করবার আর কি লোক নাই ?

যেন একটু বিস্ময়ের সহিত বাঁশীর মুখের দিকে চাহিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "লোক আর কে আছে রে ! বৌ ?"

গম্ভীরকণ্ঠে বাঁশী বলিল, "কেন, সে কি কাজকর্ম্ম কিছুই কত্তে পারে না ?"

পার্ব্বতী হাসিয়া উঠিল, বলিল, "কেন পারবে না, খুব পারবে। বল্ না তাকে ; এক্ষুনি সে পাটঝাট সেরে তোকে রেঁধে ভাত দেবে।"

গম্ভীরভাবে বাঁশী বলিল, "দেবে না তো করবে কি ?"

পার্ব্ব। তুই কি কচ্চিস্ ?

বাঁশী। আমি ব্যাটাছেলে, আমি কি এসব কাজ কত্তে পারি?

পার্ব্ব। তুই উনিশ বছরের বুড়ো, তুই পারিস্ না, আর চোদ্দ বছরের মেয়ে কত্তে পারবে?

বাঁশী। কেন পারবে না? মুখুয্যেদের নলি এগার বছরের মেয়ে; সে কত কাজ করে জান?

পার্ব্ব। জানি। মিত্তিরদের চারু ষোল বছরের ছেলে; সে উপায় ক'রে সংসার চালাচ্ছে, তুই পারিস না কেন বলতো?

এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া বাঁশী কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া রহিল। তারপর একটু তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তাহ'লে তুমি কি ওকে দিয়ে কাজকর্ম্ম কিছু করাবে না?"

পার্ব্বতী বলিল, "ওর যখন কাজকর্ম্ম করবার বয়স হবে, তখন নিজেই করবে, আমাকে করাতে হবে না।"

ক্রুদ্ধভাবে বাঁশী বলিল, "ততদিন কেবল পটের পুতুলের মত ব'সে থাকবে?"

তর্জ্জনসহকারে পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, থাকবে, তোর তাতে কি বল্ তো?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাঁশী বলিল, "বেশ; তাই থাক্ আর তুমি জ্বরে ধুঁকে-ধুঁকে কাজ কর। আমার তাতে ক্ষতি কি?"

পার্ব্বতী বলিল, "তবে তুই যেমন আছিস, তেমনি থাক্, তোকে এত মোড়লী কত্তে কেউ বলে না।"

"বেশ" বলিয়া বাঁশী মুখ সিট্‌কাইয়া বঁড়শীতে সুতা পরাইতে লাগিল।

পার্ব্বতী ডাকিল, "হাঁ রে বাঁশি!"

গম্ভীরভাবে বাঁশী উত্তর দিল, "কেন ?"

সহাস্যে পার্ব্বতী বলিল, "আচ্ছা, চিরকালই তো আমার অসুখ হ'তো, জ্বরে ধুঁকে-ধুঁকে আমাকে কাজকর্ম্ম কর্ত্তে হ'তো। কিন্তু কৈ, তখন তো এত দরদ দেখিয়ে কাজ কত্তে আমাকে বারণ কত্তিস না ?"

বাঁশী নীরবে গম্ভীরভাবে বসিয়া বঁড়শী দুইটা ঠিক সমসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল। পার্ব্বতী বলিল, "তখন বৌ ছিল না, তাই কিছু বলিস নাই ; এখন বৌ হয়েছে কি না। এখন পাছে আমি মনে করি, আমি কাজ কচ্চি, বৌ ব'সে রয়েছে, তবু বাঁশী কিছু বলে নাই, এই ভেবেই বল্‌তে এসেছিস, না ?"

ক্রোধগম্ভীরভাবে বাঁশী বলিল, "হাঁ, তাই বল্‌তে এসেছি, আর বল্‌তে এসে আমি ঝকমারি করেছি।"

পার্ব্বতী বলিল, "ঝকমারি একবার নয়—দু'শোবার, হাজারবার।"

বাঁশী রাগে-রাগে বঁড়শী সূতা লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। পার্ব্বতী আপন মনে হাসিয়া ডাকিল, "বৌ, ও বৌ ?"

সাড়া না পাইয়া ঘরের দরজার কাছে গিয়া পুনরায় উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "বৌ, ওলো বৌ ? ওমা এখনো শুয়ে আছিস্ ? উঠে দেখ্ দেখি, বেলা কতখানি হয়েছে !"

লক্ষ্মী চোখ মুছিতে মুছিতে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "এত বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে আছিস কেন ?"

বিরক্তসূচক মুখভঙ্গী করিয়া লক্ষ্মী উত্তর করিল, "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই শুয়ে আছি।"

পার্ব্বতী তাহার এই বিরক্তিটুকু লক্ষ্য করিলেও তাহাতে যেন দৃকপাত না করিয়া সহাস্যে বলিল, "ঘুমিয়ে পড়িস্ না তো আমি কি বলছি জেগে

শুয়ে আছিস ?' কিন্তু গেরস্তঘরের বৌঝিদের এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম ভাল কি ?"

ভারীমুখে লক্ষ্মী বলিল, "ভালই হোক, মন্দই হোক,চোখে ঘুম এলে তাকে আটক করে রাখবো না কি ?"

পার্ব্বতী তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, "তা রাখ্‌তে হয় বৈ কি। মেয়ে মানুষের এত ঘুম কি ভাল ? ধর্, আজ আমি যেন কাজকর্ম্ম কচ্চি, কিন্তু আমি যদি দু'দিন না পারি, তখন কি হবে ?"

ভ্রুভঙ্গী করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "যা হয় হবে, তা ব'লে ভোর-ভোর উঠে আমি কাজ কত্তে পারবো না। সকালে একটু না ঘুমুলে আমার মাথা ধরে।"

পার্ব্বতী বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী আলস্য ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের বাহির হইল।

বৌয়ের জবাবটা পার্ব্বতীর কাণে যেন বড়ই বিসদৃশ ঠেকিল। লক্ষ্মী আজ একমাস আসিয়াছে, কিন্তু এমন কড়া জবাব দূরে থাক্, সাতবার জিজ্ঞাসা করিয়াও একটা কথার উত্তর পাওয়া যাইত না। উত্তর যাহা দিত তাহা অতি মৃদু, যেন কত লজ্জা ও শঙ্কায় পূর্ণ। এরূপ অহেতুক লজ্জা ও সঙ্কোচের জন্য পার্ব্বতী কত বিরক্ত হইয়াছে, এই অস্বাভাবিক সঙ্কোচ ত্যাগ করিবার জন্য তাহাকে কত উপদেশ দিয়াছে, কত তিরস্কার করিয়াছে এবং সে উপদেশ তিরস্কারে কোন ফল না হওয়ায় পরিহাস করিয়া "বোবা বৌ" নাম দিয়াছে। কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার মুখে এরূপ প্রগল্‌ভ উত্তর শ্রবণে পার্ব্বতী শুধু আশ্চর্য্যান্বিত হইল না, একটু চিন্তিত হইল। মনটাও যেন একটু ভারী হইয়া আসিল।

তবে তাহার এ চিন্তাটা বেশীক্ষণ রহিল না। কথাটা লইয়া খানিকক্ষণ মনের ভিতর তোলাপাড়া করিবার পর পার্ব্বতী স্থির করিয়া লইল, এটা ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নহে। বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে;—পরের ঘরে নূতন আসিয়া সকলকে পর ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে কথাবার্ত্তা কহিত, এখন ক্রমে আপন ভাবিয়া লইয়াছে বলিয়াই মনের কথা মুখে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। ছেলেমানুষের এই সঙ্কোচশূন্য আব্‌দারের কথাটা লইয়া মনের ভিতর এতক্ষণ তোলাপাড়া করাই নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে! ছি ছি, ইহাকেই বলে মনের পাপ।

চিন্তাটাকে ত্যাগ করিয়া পার্ব্বতী স্বচ্ছন্দমনে পুনরায় গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইল।

মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া লক্ষ্মী দাবার উপর পা ঝুলাইয়া বসিল এবং পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আমাকে ডাকছিলে ঠাকুরঝি?"

পার্ব্বতী বলিল, "ডাকছিলাম, বলি সকাল বেলা দু'একটা কাজকর্ম্ম দেখে শুনে কর্ না।"

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ করবো?"

পার্ব্বতীর এবার একটু রাগ হইল। চোদ্দ বছরের থুব্‌ড়ো মেয়ে, যেন কিছুই জানে না, কচি খুকী! বলিল, "সংসারের যা কাজ, তাই দেখে শুনে করবি। কা'ল থেকে আমার জ্বর হয়েছে, খাওয়া নাই, কাজ কত্তে গেলে পা-হাত যেন ঝিম্ ঝিম্ করে।—তা ছাড়া আমাকে কাজ কত্তে দেখে বাঁশী রাগ কত্তে লাগলো।"

ভারীমুখে লক্ষ্মী বলিল, "তা এত রাগারাগির দরকার কি? তুমি না পার ব'সে থাক আমি সব কচ্চি।"

পার্ব্বতী বলিল, "আমি কি তোকে সব কাজই কত্তে বলছি, না আমি তোর কাজের ভরসাই করি?"

একটু বিবেচনা, স্বরে লক্ষ্মী বলিল, "বলছো অথচ বল না, এ তোমার কেমন কথা ঠাকুরঝি!"

পার্ব্বতী অবাক্। বৌ বলে কি? ইহা কি ছেলেমানুষের কথা! সে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বোয়ের ভ্রূকুটিকুটিল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী বসিয়াছিল, হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া পার্ব্বতীর হাত হইতে ঝাঁটাটা ছিনাইয়া লইয়া উঠান ঝাঁট দিতে প্রবৃত্ত হইল। রাগে যেন ফুলিতে ফুলিতে পার্ব্বতী ডাকিল, "বৌ?"

"লক্ষ্মী মুখ না ফিরাইয়া উত্তর দিল, "কেন?"

"পারবি সব কাজ কত্তে?"

"যতদূর পারি করবো।"

গর্জ্জন করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "যতদূর নয়——"

আর বলা হইল না; বাঁশী সিস্ টানিতে টানিতে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দাবা হইতে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া খিড়কী-ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"মাষ্টার !"

"কেন হে বংশীবদন ?"

বেণী মাষ্টার খল্ খল্ হাসিয়া উঠিল। একটু অপ্রতিভভাবে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "হাসলে যে বড় ?"

বেণী বলিল, "নেহাৎ নির্ব্বোধের মত তোমার প্রশ্নটা শুনে।"

মুখ ভার করিয়া বাঁশী বলিল, "তোমার কাছে জগৎশুদ্ধ লোকই যে নির্ব্বোধ তা আমি জানি, কিন্তু আমার প্রশ্নটা নির্ব্বোধের মত হ'লো কিসে শুনি ?"

গম্ভীরভাবে বেণী বলিল,"তোমার প্রশ্ন খুব নির্ব্বোধের মতই হয়েছে। একজন আকাট মুর্খ যার কিছুমাত্র সেন্স্ নাই, সেও এমন 'ওয়াণ্ডারফুল প্রশ্ন করতে পারে না।"

প্রশ্নটা কিসে যে এমন মন্দ হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বাঁশী হতবুঝির ন্যায় মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বেণী একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি পাগল! বোয়ের সঙ্গে বোনের তুলনা ? তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, "বৌ বড় না এই ব্রহ্মাণ্ডটা বড়।"

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল, এ দু'য়ের বড় কোন্‌টা ?"

বেণী বলিল,"বড় হচ্ছে, বৌ। বৌএর কাছে ব্রহ্মাণ্ডটাও অতি তুচ্ছ।

শাস্ত্রেই আছে, 'স্ত্রীরত্নং দুস্কুলাদপি।' অর্থাৎ জগতের মধ্যে স্ত্রী হচ্ছে একটি রত্নস্বরূপ।"

একটু আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বাঁশী বলিল, "বল কি মাষ্টার, স্ত্রী এত বড় জিনিষ?"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বেণী বলিল, "এমন জিনিষ দুনিয়ায় আর নাই হে বংশীবদন, এ জিনিস দুনিয়া-ছাড়া। মা-বাপ এত পূজনীয় কিন্তু স্ত্রীর স্থান তাঁদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে। দেখ না, ইংরাজেরা বিয়ে হ'লেই মা-বাপের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না।"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বাঁশী বলিল, "তাই বুঝি তুমি বিয়ের আগেই বাপের সঙ্গে আলাদা হয়েছ?"

মুখখানাকে বিজ্ঞের ন্যায় গম্ভীর করিয়া বেণী বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দাও। মা মারা যাওয়ার পর বাবা যেদিন পুনরায় বিবাহ করেছেন সেইদিন হ'তেই তিনি ছেলের কাছে প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভক্তির দাবী হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর প্রতি এখন আমার কোন কর্ত্তব্যই নাই। এখন আমি স্বাধীন।"

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কৈ, বিয়ে তো তুমি করলে না। সংসারের সেরা রত্ন যে স্ত্রী—সে রত্ন হতে বঞ্চিত রয়েছ কেন?"

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ম্লানমুখে বেণী বলিল, "কেন রয়েছি তা তুমি কি জানবে বাঁশী। সে রত্নকে রাখবার স্থান আমার নাই।"

বাঁশী। স্থান নেই কেন? তুমি গাছতলায় রয়েছ নাকি?

বেণী। ঘরের চেয়ে গাছতলাও আমার পক্ষে শান্তিদায়ক। আমার 'যথারণ্যং তথা গৃহং।' ঐ ড্যাম ফুল বুড়ো পিসি থাকতে আমি বিয়ে

কত্তে পারবো না। ক'রে কি করবো? "নলিনীরে অগ্নিকুণ্ডে করিব নিক্ষেপ?"

বাঁশী। বুড়ো পিসীর অপরাধ কি? তোমাকে দু'বেলা রেঁধে দেয়?"

বেণী। রেঁধে দিলে কি হবে! দিনরাত ঘ্যান্-ঘ্যান্, প্যান্-প্যান্, একদণ্ড বাড়ীতে টিকবার যো নাই। এই অশান্তির আগুনে একটি সরলা বালিকাকে নিক্ষেপ করবো, তুমি কি আমাকে এতই নিষ্ঠুর মনে কর বংশীবদন?"

যেন একটা গভীর বেদনায় বেণীর মুখখানা বিকৃত হইয়া আসিল বাঁশী বলিল, "আহা মাষ্টার, তুমি এমন সব শিখলে কোথা থেকে?"

বেণীর বেদনা-মলিন মুখে মৃদু-গভীর হাস্যরেখা প্রকটিত হইল; বলিল, "এসব জান্‌তে হ'লে পড়া-শোনা কত্তে হয়। দেখনি, এখনো আমি কত রাত পর্য্যন্ত জেগে পড়া-শোনা করি?"

বাঁশী বলিল, "তা পড় বটে, কিন্তু সে সব ত নাটক-নভেল।"

বিজ্ঞের ন্যায় মস্তক সঞ্চালন করিয়া বেণী বলিল, "ওহে, পড়তে জানলে ঐ সব নাটক-নভেলের ভিতর থেকেই কত বিষয় শিক্ষা করা যায়। নাটক-নভেল কি তুচ্ছ বই নাকি? যাঁরা এই সব লেখেন, তাঁদের বুঝি তুমি বাজে লোক মনে কর? তাঁরা এক একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত। বঙ্কিমবাবুর নাম শুনেছ?"

ফাৎনাটা তখন একটু জোরে নড়িয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং বেণীর জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার অবসর বাঁশীর ছিল না; ফাৎনার উপর দৃষ্টিটাকে স্থিরভাবে নিবদ্ধ করিয়া সে ছিপগাছটাকে তাড়াতাড়ি বাগাইয়া

ধরিল। বেণী এক-মুটা কুঁড়া-মাখা ভাত লইয়া নিজের চারে ফেলিয়া দিল।

গোবর্দ্ধন ঘোষের ছেলে বেণী ঘোষ গ্রামের ছোকরা-মহলে সাধারণতঃ বেণী মাষ্টার নামে পরিচিত হইয়াছিল। বেণাগাছির হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে বিদায় লইয়া বেণী যখন মৎস্যশীকারবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের চেষ্টা করিতেছিল, তখন নিকটবর্ত্তী মাঝের পাড়ায় মাইনর স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় স্কুলের সম্পাদক যতীনবাবুর সুপারিসে বেণী দশ টাকা বেতনে মাসকতক সেই পদে কাজ করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে মাষ্টার উপাধিটা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই পদ ছয় মাসের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ক্লাসে বসিয়া সিগারেট খাওয়া, ছেলেদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস, তাহাদের জলখাবারের পয়সা আত্মসাৎ করা ইত্যাদি কতকগুলি সত্য-মিথ্যা অভিযোগে স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয় তাহাকে পদচ্যুত করিয়া দিলেন। চাকরী গেলেও কিন্তু তাহার মাষ্টার উপাধি গেল না ; ছোক্‌রা-মহলে, বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবদের নিকট সে বেণী মাষ্টার হইয়া রহিল।

তা বেণীর এই উপাধিটি যে একেবারেই নিরর্থক ছিল তাহা নহে। কথায় কথায় দুই একটা ইংরাজী বুক্‌নি দিয়া,চাণক্য পণ্ডিত ও বিষ্ণুশর্ম্মার সংস্কৃত বুলি আওড়াইয়া বেশ বিজ্ঞভাবে লোককে উপদেশ দিয়া স্বীয় মাষ্টার নামের মর্য্যাদা-রক্ষার চেষ্টা করিত। তাহার এই চেষ্টা সকল সময়ে যে সফল হইত তাহা নহে, তবে বহুদর্শী বিজ্ঞের ন্যায় সে নিজ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশে কোনদিনই কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না।

বেণী মাষ্টারের সাংসারিক ইতিহাস একটু বৈচিত্র্যপূর্ণ। চোদ্দ পনর বৎসর বয়সে তাহার মা মারা গেলে বাপ গোবর্দ্ধন ঘোষ

যখন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিল, তখন হইতেই তাহার চিত্তটা পিতার উপর বিদ্রূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে বিমাতা আসিয়া যখন সংসারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিল, তখন বিমাতার সেই কর্ত্তৃত্ব বেণীর নিকট যেন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহার ফলে তাহার বিমাতার সহিত, পিতার সহিত পদে পদে বিবাদ বাধিতে থাকিল, এবং এই বিবাদের পরিণামে বেণীকে প্রায়ই অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে নিতান্ত অনাথের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া দিন কাটাইতে হইল। অবাধ্য পুত্রের এই কষ্টে পিতার হৃদয় বিগলিত হইত কি না বলা যায় না, কিন্তু আর একজনের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি পিসীমা।

বিধবা হইবার পর হইতেই পিসীমা ভ্রাতৃগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বেণীর জন্মের পর হইতেই তাহাকে সাতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন। গোবর্দ্ধন এক এক সময়ে বলিতেন, দিদির এই অতিরিক্ত ভালবাসাই বেণীর সর্ব্বনাশ করিল; তাহাকে আব্‌দারে অবাধ্য করিয়া তুলিল, তাহার শিক্ষালাভের পথে কাঁটা দিল। পিসীমা কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেন না। সবে ধন নীলমণি, সে আব্‌দার করিবে না তো করিবে কে? তাহাকে দিন রাত মার ধর করিলে সে বাঁচিবে কি? সে না বাঁচিলে সংসারে আর কি রহিল? আহা, দুষ্ট হউক আব্‌দারে হউক, অবাধ্য অশান্ত মূর্খ হউক, বাঁচিয়া থাকুক সে। পিসীমার এই স্নেহচ্ছায়ায় বেণীর দুষ্টামী যে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা তিনি দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। স্নেহ তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিল।

এই স্নেহান্ধ পিসীমা, ভ্রাতার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে বেণীর অনাদর

ও অযত্নের আশঙ্কায় ভ্রাতার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইহার উপর তাঁহার আশঙ্কা যখন প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইল, বেণীর কষ্টের সীমা রহিল না; তখন তিনি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। 'যা থাকে কপালে' বলিয়া বেণীর হাত ধরিয়া তিনি ভ্রাতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার হাতে স্বামীর পয়সা কিছু সঞ্চিত ছিল। সেই পয়সায় নূতন ঘর বাঁধিয়া সেই ঘরে বেণীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঞ্চি পয়সাতেই দুইটা পেটের খরচ চলিতে থাকিল।

কিন্তু বসিয়া খাইলে সমুদ্রের বালি পর্য্যন্ত আঁটে না, এই প্রবাদ-বাক্যের সত্যতা পিসীমা যখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, তখন তিনি উপার্জ্জনের জন্য বেণীকে তাড়া দিতে লাগিলেন। বেণীর কিন্তু মাছ ধরা, গল্প করা, নভেল পড়া ছাড়িয়া পরের চাকুরী স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু পরে পিসীমার অবিরাম তাড়নায় তাহাও স্বীকার করিতে হইল, বেণী অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্কুলের চাকরী স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু সে চাকরী ছয় মাসের বেশী স্থায়ী হইল না। এদিকে পিসীমার হাতে পয়সা যতই নিঃশেষ হইয়া আসিল, ততই তাঁহার চোখ ফুটিতে থাকিল। ভালবাসা পরে, পেট চলা আগে। বেণী কিন্তু সেজন্য একটুও চিন্তিত হইল না। পিসীমার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, উপদেশ হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। পিসীমা এবার আপনার স্নেহের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিত হইলেন।

কিন্তু তখন শঙ্কা বৃথা। হাতের পয়সা ফুরাইয়া গেলে পিসীমাকে বুড়া বয়সে সুতা কাটিয়া, দোকানের ডাইল বাছিয়া, লোকের কাঁথা সেলাই করিয়া দিন চালাইতে হইল। আর বেণী টেড়ী কাটিয়া, মাছ ধরিয়া, নভেল পড়িয়া নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইতে লাগিল।

যথা-সময়ে ভাত না পাইলে সে হাঁড়ী ভাঙ্গিতে যাইত, পিসীমা তিরস্কার করিলে তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইত, গালি দিলে সন্ন্যাসী হই-বার ভয় দেখাইত। অগত্যা পিসীমা নিজের পোড়া কপালে আগুন লাগাইয়া দিয়া কোন প্রকারে বেণীর খাওয়া পরার জন্য দিনরাত পরি-শ্রম করিতে বাধ্য হইতেন।

লোকে তাঁহাকে বলিত, "বেণীর পিসি! বেণীকে মানুষ করলে, এখন তার মাথায় এক গণ্ডূষ জল দাও।"

পিসীমা আক্ষেপসহকারে বলিতেন, "যার এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নাই, সে বিয়ে করে কি করবে?"

বেণী লোকের কাছে বলিত, "পিসীমা বেঁচে থাকৃতে আমি বিয়ে কচ্চি না!"

তা বেণীর নিজের অনিচ্ছাতেই হউক, বা পিসীমার চেষ্টার অভাবেই হউক, বেণী এ পর্য্যন্ত অবিবাহিত হইয়াই রহিয়াছে। এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকার জন্য বন্ধুবর্গের মধ্যে পরিহাসের সূচনা দেখিলে বেণী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া প্রতিপন্ন করিত,—বিবাহিত জীবন অপেক্ষা অবিবাহিত জীবন অতিশয় সুখময়; বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে জীবনটা সম্পূর্ণরূপে পরাধীন হইয়া পড়ে। এরূপ পরাধীন জীবনদ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। তা ছাড়া দেশ দিন দিন যেরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে দেশের অধিকাংশ যুবকেরই চির-কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য! নতুবা অবিরাম বংশবৃদ্ধিদ্বারা দেশের দারিদ্র্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া দেশের, জাতির ও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

এই যুক্তিগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে কেহ কেহ বেণী মাষ্টারের দূরদর্শিতার

প্রশংসা করিত, কেহ বা এটাকে তাহার অক্ষমতা গোপন করিবার একটি বাজে কৈফিয়ৎ মনে করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিত। আর বেণী বিবাহে বীতস্পৃহতা দেখাইয়া, আহারান্তে ছিপ হাতে পুকুরধারে বসিয়া জলার্থিনী যুবতীদিগকে বিলাসবিভ্রম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিত।

নবম পরিচ্ছেদ

বেলা শেষ হইয়া আসিল তথাপি 'চারে' মৎস্যকুলের উপস্থিতির কোনই লক্ষণ না দেখিয়া বাঁশী বিরক্তভাবে ছিপ তুলিয়া লইয়া বলিল, "আজ আর কিছু হবে না মাষ্টার, এখানে ব'সে থাকার চাইতে চল, বদন সর্দ্দারের আখড়ায় যাই। তবু দু'হাত লাঠী খেলা শেখা যাবে।"

অপর পারের ঘাটে দুই তিনটী স্ত্রীলোক গামছার দ্বারা মুখ ও মস্তক উত্তমরূপে ঢাকিয়া, পিছন ফিরিয়া কাপড় কাচিতেছিল। বক্র দৃষ্টিটা সেইদিকে নিবদ্ধ করিয়া বেণী উত্তর করিল, "তোমার খেলার ঝোঁক এখনো যায়নি দেখছি।"

মাথা নাড়িয়া জোর গলায় বাঁশী বলিল. "বাঃ, লাঠিখেলার ঝোঁক এরি মধ্যে যাবে কি? যখন আরম্ভ করেছি, তখন এটাকে ভালরকম না শিখে ছাড়ছি না।"

বেণী জিজ্ঞাসা করিল, "কতটা শিখলে?"

বাঁশী বলিল, "শিখেছি বৈ কি, দু'তিনটে প্যাঁচ ঠিক ক'রে নিয়েছি। সেদিন চারের হাতটা সর্দ্দার দেখিয়ে দিলে। অনেকটা হয়েছে; তবে এখনো বাঁওড় দিয়ে প্যাঁচটা ঠিক সাম্‌লে নিতে পারি না।"

বেণী তখন গাত্রমার্জ্জননিরতা যুবতীদিগের হস্তচালন-নৈপুণ্য লক্ষ্য করিতে করিতে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিয়াছিল—

"মাইরি ননদী আমি কালার পানে চাই না।"

হঠাৎ গান থামাইয়া উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বেণী বলিল, "আমার কিন্তু ওসব ভাল লাগে না! দিনকতক ঝোঁকটা হয়েছিল বটে, কিন্তু ছোটলোকের ঘরে গিয়ে তার খোসামোদ—ও কাজ আমার দ্বারায় হবে না।"

বাঁশী বলিল, "তা ছোটলোক হ'লে কি হয়, ওস্তাদ বটে তো। শিখ্‌তে হ'লে ওস্তাদের খোসামোদ না করলে হয়না, তা সে ছোট লোকই হোক আর ভদ্রলোকই হোক।"

মুখ সিট্‌কাইয়া বেণী বলিল, "খোসামোদ কত্তে পারি, যদি শিক্ষার মত শিক্ষা হয়। লাঠিবাজী—একি ভদ্রলোকের কাজ?"

বাঁশী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তোমার লীলা বোঝা দায় মাষ্টার। তুমিই তো বলেছিলে, লাঠিখেলাটা শেখা খুব দরকার। আজ আবার বলছো, ওটা ভদ্রলোকের কাজ নয়। বল্‌তে কি মাষ্টার, তোমার মতের একটুও স্থিরতা নাই।"

স্ত্রীলোকেরা তখন জল লইয়া উঠিয়া যাইতেছিল! বাঁশীর কথার উত্তর না দিয়া, তাহাদের গমনপথের উপর লক্ষ্য করিয়া বেণী গান ধরিল,—

"যমুনার জল আন্‌তে গেলাম,
কালাচাঁদের দেখা পেলাম;
কাঁখের কলসী রইল কাঁখে,
আমায় খুঁজে পাই না।
কালার পানে চাই না।

গান ছাড়িয়া ছিপ গুটাইতে গুটাইতে বেণী ডাকিল, "আচ্ছা বংশীবদন ?"

"কেন মাষ্টার ?"

"বৌটা তোমার কেমন হয়েছে ?"

"ঠিক বৌয়ের মত।"

"তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয় ?"

"দরকার হ'লে কয় বৈকি।"

"তোমাকে ভালবাসে ?"

"অন্তর্য্যামী হ'লে বল্‌তে পারতাম।"

"তুমি ভালবাস ?"

"খু-উ-ব।"

"তোমার দিদির সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয় ?"

"হয়নি এখনো।"

"পরে হ'তে পারে বোধ হয় ?"

"তা হ'তেও পারে।"

"তখন তুমি কি করবে বংশীবদন ?"

ঈষৎ হাসিয়া বাঁশী বলিল, "ব'সে ব'সে হাসবো।"

বেণী জিজ্ঞাসা করিল, "বৌকে কিছু বলবে না ?"

বাঁশী বলিল, "দিদিকে বেশ ক'রে দশকথা শুনিয়ে দিতে বলবো।"

"দিদিও যদি বিশ কথা শুনিয়ে দেয় ?"

"লাঠী ধরবো। আগে থাক্‌তে লাঠী তুলে রেখেছি।"

বাঁশীর পিঠে একটা আদরের চাপড় মারিয়া হাসিতে হাসিতে বেণী

বলিল, "জীতা রও বংশীবদন ! তোমার বৌয়ের হাতের রান্না একদিন খাইয়ে দিও।"

"বৌ রাঁধতে শিখুক আগে।"

বলিয়া বাঁশী ছিপ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বেণীও তাহার পশ্চাৎ পুকুরের পাড়ে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ঘরের খবর রাখ কি বংশীবদন ?"

ঘাড় নাড়িয়া বাঁশী বলিল, "হুঁ, সব খবরই রাখি !"

বেণী। কিন্তু আমি বলছি, সব খবর রাখ না।

বাঁশী। কোন্ খবরটা রাখি না শুনি ?

বেণী। তোমার দিদির সঙ্গে বোয়ের ঝগড়াটা।

বাঁশী। দিদির সঙ্গে বোয়ের মোটেই ঝগড়া হয় না।

বেণী একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "এত ঝগড়া হয় যে, রাগে দিদির এক একদিন খাওয়া পর্য্যন্ত হয় না।"

চমকিতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "কে বল্‌লে ?"

বেণী বলিল, "ওসব মেয়েলি কথা মেয়েমানুষের কাছ থেকেই শোনা যায়।"

রূক্ষকণ্ঠে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কার কাছে শুনলে বল।"

বেণী বলিল, "আমি পিসীমার কাছে শুনেছি।"

বাঁশী। সত্যি ?

বেণী। সত্য মিথ্যা পিসীমাকে জিজ্ঞাসা কত্তে পার। ক'াল না কি তোমার দিদির দিন-রাত উপবাসে গিয়েছে ?

বাঁশীর চোখ দুইটা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "আচ্ছা, চল তোমার পিসীমার কাছে।"

"এক্ষুনি ?"

"হ্যাঁ এক্ষুনি।"

"আমি কিন্তু এখন একবার গয়লা-পাড়ার দিকে যাব মনে কচ্চি।"

"সেখানে এর পর যেও।"

বেণীর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বাঁশী তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে বেণী তাহাকে বুঝাইতে লাগিল,একটা পরের মেয়ে ঘরে আসিয়াছে, তখন এরূপ ঝগড়াঝাটি হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক; সুতরাং ইহাতে বাঁশীর অধীর হইলে চলিবে না, তাহাকে এখন এই সকল অশান্তি সহ্য করিয়া যাইতে হইবে। এই অশান্তির ভয়ে বেণী এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই—ইহাতে লোকে যাহা হয় বলুক, কিন্তু বেণী এই অশান্তি অপেক্ষা আইবুড়ো অপবাদ শতগুণে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।

বাঁশী কিন্তু বেণীর এই সকল প্রবোধ বাক্যের উত্তরে হাঁ না কিছুই বলিল না, সে বেণীর হাত ধরিয়া নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে বেণীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

"হাঁ দিদি!"

"কেন রে বাঁশি ?"

"কা'ল সারা দিন রাত খাওনি কেন ?"

একটু ইতস্তত: করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "কবে খাইনি ? কাল ? হাঁ, খাইনি, কা'ল দেহটা ভাল ছিল না।"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বাঁশী বলিল, "দেহ ভাল ছিল না, না মন ভাল ছিল না দিদি ?"

ঈষৎ হাস্যসহকারে পার্ব্বতী বলিল, "মন ভাল থাকবে না কেন রে ? আর মন ভাল না থাকলে লোকে কি উপোস দেয় ?"

বাঁশী বলিল, "তা দেয় বৈ কি। এই যে সেদিন রাগ হয়েছিল ব'লে সারাদিনটা আমি না খেয়েছিলাম।"

পার্ব্বতী বলিল, "তোর কথা ছেড়ে দে ! তোর মত সস্তার রাগ আমার নাই।"

বাঁশী বলিল, "সস্তার রাগ না থাক্, আক্রার রাগও তো থাকৃতে পারে।"

যেন খুব আশ্চর্য্যান্বিতভাবে পার্ব্বতী বলিল, "তুই বলিস্ কি রে বাঁশী, রাগ ক'রে আমি উপোস দেব ? কার ওপর রাগ করবো আমি ?"

বাঁশী বলিল, "যার সঙ্গে ঝগড়া করেছ, তার ওপর।"

পার্ব্ব। আমি আবার কার সঙ্গে ঝগড়া কত্তে গিয়েছি বল্ তো।

বাঁশী। অপর কারো সঙ্গে নয়, বৌয়ের সঙ্গে।

পার্ব্ব ! তুই আমাকে অবাক্ করলি বাঁশী, আমি বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া কত্তে গিয়েছি !

বাঁশী। তুমি ঝগড়া কত্তে না যাও, বৌ তোমার সঙ্গে ঝগড়া কত্তে পারে।

তর্জ্জনসহকারে পার্ব্বতী বলিল, "হা, পারে ! কে তোকে এ সব কথা বল্‌লে বল তো ?"

তাঁহার তর্জ্জনে একটুও ভীত না হইয়া বাঁশী সহাস্যমুখেই বলিল, "যার কাছে তুমি বলেছ !"

পার্ব্বতী যেন আকাশ হইতে পড়িল ; ডান হাতটা গালের উপর রাখিয়া বিস্ময়পূর্ণ স্বরে বলিল, তোর কথা শুনে আমি হাসবো না কাঁদবো বাঁশি ? আমি বোয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, আর সেই কথা পাড়ায় পাড়ায় ব'লে বেড়িয়েছি ! আমি কি পাগল !"

গম্ভীরভাবে মাথাটা নাড়িয়া বাঁশী বলিল, "আমি তো জানতাম, আমার দিদি পাগল নয়, কিন্তু আজকাল যে রকম শুনছি, তাতে তোমার মাথার ঠিক আছে ব'লে তো মনে হয় না !"

রাগতভাবে পার্ব্বতী বলিল, "কার কাছে তুই এত কথা শুনেছিস্ বল্ তো ?"

বাঁশী বলিল, "যার কাছেই শুনি না, মোদ্দা ঝগড়াটা যে হয়েছিল, এটা ঠিক কি না ?"

রাগে চোখ মুখ ঘুরাইয়া পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, হ'য়েছিল। যদি হ'য়েই থাকে, তাতে তোর কি বল্‌তো ?"

অবিচলিতস্বরে বাঁশী বলিল, "আমার কিছুই নয়, তোমারি শুক্‌নো উপোস।"

ক্রোধগম্ভীরমুখে পার্ব্বতী বলিল, "বোয়ে গেছে আমার উপোস দিতে। কি দুঃখে আমি উপোস দিতে যাব ?"

সহাস্যে বাঁশী বলিল, "বৌ হয়ে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়েছিল এই দুঃখে।"

পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, বৌ আমাকে পাঁচ কথা শোনাবে ! আচ্ছা, ডাক্ দেখি বৌকে।"

ঈষৎ হাসিয়া বাঁশী বলিল, "কে ডাকবে ? আমি ?"

অপ্রতিভভাবে পার্ব্বতী বলিল, "আচ্ছা, আমিই ডাকছি। বৌ, ওগো বৌ!"

ঘরের ভিতর হইতে মৃদুভাবে উত্তর আসিল, "কেন ঠাকুরঝি?"

"একবার এখানে আয় তো।"

ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া লক্ষ্মী ধীরে ধীরে আসিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে দাঁড়াইল। পার্ব্বতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বৌ, কাল তোর সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'য়েছিল?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চোখ টিপিল! তাহার অর্থ এই যে, ঝগড়া হইয়া থাকিলেও সে কথাটা প্রকাশ করা পার্ব্বতীর উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাহার এই ইঙ্গিতের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "ঝগড়া হয় নি, তবে—"

পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি বলিল, "তবে কি হয়েছিল, সত্যি বল্ না।"

সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতী পুনরায় চোখ টিপিয়া সঙ্কেত করিল। লক্ষ্মী কিন্তু ঘোমটার ভিতর হইতে সে সঙ্কেত লক্ষ্য করিতে না পারিয়াই হউক, অথবা সেটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়াই হউক, ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "দু'চার কথায় বচসা হয়েছিল।"

পার্ব্বতীর মুখখানা অপ্রসন্ন হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে ভাবটুকু দূর করিয়া মুখে একটু হাসি আনিয়া বাঁশীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শুনলি তো বাঁশি?"

হাসিতে হাসিতে বাঁশী বলিল, "হাঁ, শুনেছি বৈ কি, ঝগড়া হয়নি, তবে তুমি চোখ টিপে বারণ করলেও বচসা হ'য়েছিল।"

ঘাড় নাড়িয়া পার্ব্বতী বলিল, "তা ঘর কত্তে গেলে অমন হ'য়েই থাকে।"

বাঁশী বলিল, "তা হোক, তাতে আমার আপত্তি নাই। তবে সুরটা ক্রমে না চড়ে ওঠে।"

গম্ভীরভাবে পার্ব্বতী বলিল, "না না, সে ভয় নাই তোর। বৌ তেমন মেয়েই নয়। তবে ছেলেমানুষ, জ্ঞানবুদ্ধি নাই।"

ভারী মুখে বাঁশী বলিল, "কিন্তু পাড়ার পাঁচজনের জ্ঞানবুদ্ধি আরও কম দিদি; তারা তিলকে তাল ক'রে তোলে।"

ছিপগাছটা তুলিয়া রাখিয়া বাঁশী পা হাত ধুইতে চলিয়া গেল।

লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ বৌ, তোর রকম কি?"

মাথার কাপড়টা একটু সরাইয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমার আবার কি রকম-সকম দেখলে ঠাকুরঝি?"

ক্রুদ্ধভাবে পার্ব্বতী বলিল, "তোকে না ঝগড়ার কথা বলতে চোখ টিপে বারণ করলুম!"

নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তা বাবু আমি এত চোখ-টেপা মুখ-টেপা বুঝতে পারি না। আর সত্যি কথা বলবো, তার এত চোখ টেপাটিপিই বা কেন।"

তাহার এই তীব্র উত্তরে পার্ব্বতী যেন হতভম্ব হইয়া পড়িল। সে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রোষগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কেন তা তুই কি বুঝবি। বাঁশীকে তুই চিনিস না!"

"চিনি আমি সক্কলকেই!" মুখ ঘুরাইয়া লক্ষ্মী জোরে জোরে পা ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। পার্ব্বতী নিতান্ত হতবুদ্ধির মত স্তম্ভিতভাবে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। সর্ব্বনাশ! বৌ বলে কি? ঐ একরত্তি মেয়ে, উহার মুখ দিয়া যে এত বড় কথা বাহির হইতে পারে ইহা পার্ব্বতীর কল্পনারও অতীত। এই কল্পনাতীত উত্তরে রাগে

ার্ব্বতীর গা কস্ কস্ করিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল, এই উত্তরগুলা
কবার বাঁশীকে শুনাইয়া দেয়। কিন্তু ছি! এতই কি ছোট মন তাহার
য ঐ একরত্তি মেয়ের কথায় উত্তেজিত হইয়া বাঁশীর দ্বারা উহাকে শাসন
রিবে? লোকে শুনিলে কি বলিবে? বাঁশীই বা কি মনে করিবে?
ছি, ঐ ছেলেমানুষের কথায় রাগ! পার্ব্বতী কি উহার অপেক্ষা
ছলেমানুষ! কাল ঐ মেয়েটার কথায় রাগ করিয়া, দিনরাতটা অনাহারে
াটাইয়া পার্ব্বতী যে অন্যায় কাজ করিয়াছে, তাহা ভাবিতেও লজ্জিত
ইয়া পড়িল। ছি ছি, বাঁশী আবার সেই কথাটা কোথা হইতে শুনিয়া
আসিয়াছে। কোথা হইতে শুনিল? পার্ব্বতী তো কাহারও কাছে
বলে নাই? তবে কি বৌ—না না, ও কাহাকে বলিতে যাইবে?

কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে পার্ব্বতী ডাকিল, "বৌ!"

"কেন ঠাকুরঝি?"

আ-মরণ, আবার সেই কথা তুলিতে যাইতেছে। এখনই হয় তো বাঁশী আসিয়া পড়িবে। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া পার্ব্বতী বলিল, "না, বলি কি কচ্চিস্? বাঁশীর তরে গোটা দুই পান সেজে রাখ না।"

লক্ষ্মী একটু তীব্রস্বরেই উত্তর দিল, "সে আমি অনেকক্ষণ সেজে রেখেছি, তোমাকে বলতে হবে না।"

এই উত্তরে পার্ব্বতীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটাকে দমন করিয়া একটু হাসিয়াই বলিল, "তা বেশ করেছিস্। এই রকম না বলতেই তো কাজ কত্তে হয়।"

বলিয়া পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে"—এই প্রবাদটা পার্ব্বতীর অদৃষ্টে যে সত্য হইয়া পড়িবে ইহা সে আগে বুঝিতে পারে নাই। কেবল পার্ব্বতী কেন, কেহই কখন ইহা বুঝিয়া কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই। পারিলে বোধ হয় মানুষকে নৈরাশ্যের কঠোর আঘাত সহ্য করিতে হইত না।

মানুষের সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তিটা বড়ই প্রবল। দুঃখের অন্ধতম গর্ভে নিপতিত হইয়াও মানুষ সে প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করিতে পারে না। গভীর দুঃখরাশির মধ্যেও একটু সুখকে হাতড়াইয়া বেড়ায়—কল্পনায় তাসের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টিত হয়। কিন্তু বিধাতার এক ফুৎকারে সেই কল্পনারচিত তাসের ঘর যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকারে সে আর পথ খুঁজিয়া পায় না।

পার্ব্বতীর দশাও অনেকটা এই রকম হইয়া দাঁড়াইল। মেয়েমানুষের প্রধান সুখ স্বামী—স্বামীর ঘর। সেই স্বামী ও স্বামীর ঘর দুই-ই যখন তাহার কাছে দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল, তখন এই প্রধান সুখে জলাঞ্জলি দিয়াও সে সুখান্বেষণে বিরত হইতে পারিল না; বাঁশীর বিবাহ দিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া নিজের সুখের অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টিত হইল। একটী লক্ষ্মী বৌ ঘরে আসিবে, তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, সাজাইয়া গুছাইয়া নিষ্ক্রিয় জীবনের মধ্যে কার্য্যের একটা ব্যস্ততা আনিয়া ফেলিবে, ভ্রাতৃজায়ার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া গৃহিণীপণার সাধ পূর্ণ করিবে, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার আমোদ প্রমোদ দেখিয়া নিজের

আমোদপ্রমোদবর্জ্জিত জীবনটাকে চরিতার্থ করিয়া লইবে ; নিজের সুখ হারাইয়া পরের সুখে সুখী হইবে।

এইরূপ আশা করিয়াই পার্ব্বতী বাঁশীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার বিবাহ দিল। কিন্তু বিধাতা যে তাহার আশার সুধাসমুদ্রে নৈরাশ্যের তিক্ত হলাহল ঢালিয়া দিবেন, তাহা সে জানিত না। বৌয়ের রূপ দেখিয়া তাহার আনন্দ ধরে না ; কিন্তু প্রফুল্লকুসুম মধ্যে বিষাক্ত কীটের ন্যায় এই সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে বিষম কুটিলতা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিবে কেমন করিয়া ? বৎসর না ঘুরিতেই সে বৌকে ঘরে আনিয়া কল্পিত আশার সংসার পাতিয়া বসিল।

দিনকতক—যতদিন লক্ষ্মী স্বামীর ঘরকে পরের ঘর মনে করিয়া নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত অবস্থান করিতেছিল, ততদিন বেশ সুখেই পার্ব্বতীর দিনগুলা অতিবাহিত হইল। এই সুখের মাত্রা ষোল কলায় পূর্ণ হইত, বাঁশী যদি স্ত্রীর সহিত পার্ব্বতীর ইচ্ছানুরূপ মেলামেশা করিত। কিন্তু বাঁশী তাহা করিল না। এজন্য পার্ব্বতী তাহাকে তিরস্কার করিল, ধমক দিল তথাপি বাঁশী দিদির ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিল না ; লক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার বেশ মনের মিল হইল না। পার্ব্বতীর সুখটা কিয়দংশ অপূর্ণ রহিয়া গেল।

এই অপূর্ণতার জন্য পার্ব্বতী যেমন দুঃখিত হইল, তেমনি সেই দুঃখের সঙ্গে একটা অব্যক্ত আনন্দ আসিয়া তাহার এই দুঃখের বেদনাকে অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া দিল। আহা, বাঁশীর যে দিদি-অন্তপ্রাণ ; দিদি ছাড়া জগতে সে যে আর কিছুই জানে না, কাহাকেও চায় না। দিদির সকাতর অনুরোধে সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে বটে,

কিন্তু দিদিকে ছাড়িয়া সে কি ঐ বৌটার উপর নিজের মন সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিতে পারে? সে ছেলে বাঁশী নয়। কত ছেলে বৌ পাইয়া মা বাপকে পর ভাবিয়া থাকে, কিন্তু দিদির জন্যই বাঁশী নিজের বৌকেও আপন ভাবিতে পারিতেছে না। হাঁ, ভাই বটে! এক মায়ের পেটের ভাইও বোনের উপর এতটা ভক্তি শ্রদ্ধা—এমন অসামান্য ভালবাসা দেখাইতে পারে না।

বাঁশীর ভক্তি ও ভালবাসা স্মরণে পার্ব্বতীর বুকটা গর্ব্বে আনন্দে বেশ ফুলিয়া উঠিত এবং তাহাতেই তাহারএই অপূর্ণ সুখটুকু যেন পূর্ণ হইয়া আসিত।

কিন্তু পার্ব্বতীর এই সুখের ভরা-গাঙ্গে সেইদিন ভাটা আরম্ভ হইল, যেদিন লক্ষ্মী সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া পার্ব্বতীর মুখে-মুখে সমান উত্তর করিল। সে উত্তরটাকে ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দিলেও সেইদিন হইতেই পার্ব্বতী যেন একটু দমিয়া গেল। সেইদিন হইতে সে লক্ষ্মীকে যেন একটু ভীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। জানি না, এই বৌ তাহার বহুযত্ন বর্দ্ধিত আশা-লতাটিকে উৎপাটিত করিয়া দিবে কি না। কিন্তু এই আশঙ্কাকে পার্ব্বতী নিশ্চিন্ত সত্য বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিতে পারিল না, দিতে তাহার যেন কষ্টবোধ হইতে লাগিল।

আশঙ্কা কিন্তু ক্রমেই সত্যে পরিণত হইবার উপক্রম করিল। পার্ব্বতী দেখিল, লক্ষ্মী আর সেই ব্রীড়াসঙ্কুচিতা ভীতিবিনম্রা নববধূ নহে, অল্পদিনের মধ্যে সে অল্পে অল্পে গৃহিণীর পদ অধিকার করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছে। সে এখন আর পার্ব্বতীর আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করিতে চায় না, বরং পার্ব্বতীর উপরেই হুকুম চালাইতে যায়। পার্ব্বতীর কাজের ত্রুটী ধরিয়া আপনাকে পাকা

গৃহিণী প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হয়। সংসারের লাভ লোকসান খতাইয়া অপচয় নিবারণ করিবার জন্য পার্ব্বতীকে উপদেশ দিতে যায়। সে উপদেশ শুনিয়া পার্ব্বতী কখন হাসে, কখন রাগে গম্ভীর হইয়া থাকে।

একদিন কিন্তু পার্ব্বতী আর গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারিল না। সেদিন মধ্যাহ্নকালে বেন্দার মা আসিয়া পার্ব্বতীকে জানাইল যে, আজ তাহাদের ঘরে চাউল নাই, সের দুই চাউল না দিলে তাহাদের আজ উপবাস দিতে হইবে। বেন্দা পার্ব্বতীর নিতান্ত অনুগত ছিল; সে প্রাণ দিয়াও পার্ব্বতীর কার্য্য সাধনের চেষ্টা করিত, পার্ব্বতীও সময়ে সময়ে আপদ বিপদে সাহায্য করিয়া যাইত। সুতরাং বেন্দার মার প্রার্থনায় পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ দুই সের চাউল আনিয়া তাহার কাপড়ে ঢালিয়া দিল।

বেন্দার মা চাউল লইয়া চলিয়া গেলে লক্ষ্মী আসিয়া পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও মাগীকে চাল দিলে কেন, ঠাকুরঝি?"

পার্ব্বতী বলিল, "ওদের ঘরে আজ চাল নাই, তাই দিলুম।"

লক্ষ্মী বলিল, "চাল নাই যদি, কিনে আন্‌লেই তো পারতো।"

পার্ব্বতী বলিল, "পয়সা থাকলে তো কিনে আন্‌বে।"

ভারী মুখে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "তাই বুঝি আমাদের কাছে ধার চাইতে এসেছিল?"

মুখ মচ্‌কাইয়া পার্ব্বতী বলিল, "ধার-ধোর নয়, উপোস যাবে, তাই দিলুম।"

একটু গুম্‌ খাইয়া থাকিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তাহ'লে খয়রাৎ করলে বল।"

পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, খয়রাত নয় তো ওদের কাছ থেকে দু'সের চাল আবার ফিরিয়ে নেব কি?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "দু'সের চালের দাম কত ঠাকুরঝি ?"

পার্ব্বতী একটু হাসিল, বলিল, "কেন, চালের ব্যবসা করবি নাকি ?"

গম্ভীর মুখে লক্ষ্মী বলিল, "না, তাই জিজ্ঞেস্ কচ্চি।"

পার্ব্বতী বলিল, "কে জানে কত দর। বোধ হয় তিন চার আনা হবে।"

যেন একটু কর্ত্তৃত্বের সুরে লক্ষ্মী বলিল, "এই তিন চার গণ্ডা পয়সার চাল নাহক বিলিয়ে দিলে !"

তাহার এই কর্ত্তৃত্বসূচক প্রশ্নে পার্ব্বতী এবার না রাগিয়া থাকিতে পারিল না। ঈষৎ রাগতভাবে বলিল, "হাঁ, বিলিয়ে দিয়েছি ; তোর এত খোঁজে দরকার কি বল তো ?"

তাহার রাগে লক্ষ্মী কিন্তু একটুও দমিল না ; সে বেশ স্পষ্ট স্বরেই উত্তর করিল, "সংসারে থাক্‌তে হ'লে এমন খোঁজ নিতে হয় বৈ কি।"

রাগে ভ্রূকুটী করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "না, তোমার অত খোঁজ খবর নিতে হবে না। আমি বিলিয়ে দিই, ফেলে দিই, সে আমি বুঝবো। বিলিয়ে দিয়েছি ব'লে তোর খাওয়ার তো কম পড়বে না !"

মুখখানিকে কুঞ্চিত করিয়া—বিরাগের সুরে লক্ষ্মী বলিল, "কারো খাওয়াতেই কম পড়বে না। কম পড়বার ভয় থাকলে কি কেউ বিলিয়ে দিতে পারে ?"

বলিয়াই লক্ষ্মী পার্ব্বতীর মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। পার্ব্বতী মাছ ভাজিয়া উনান হইতে কড়াটা নামাইতেছিল, সেটা তাহার হাত হইতে দুম্ করিয়া পড়িয়া গেল, কড়ার মাছগুলা মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। পার্ব্বতী

সেগুলাকে তুলিল না। তুলিবার শক্তি যেন তাহার ছিল না। সে ভূপতিত মাছগুলার দিকে চাহিয়া স্তব্ধ নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল।

রন্ধন শেষ করিয়া পার্ব্বতী বাঁশীকে খাওয়াইল, লক্ষ্মীকে ভাত দিল, কিন্তু নিজে খাইল না; হাঁড়ী তুলিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। লক্ষ্মী আহারাদি শেষ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "শুয়ে পড়লে যে ঠাকুরঝি, ভাত খাবে না?"

পার্ব্বতী মুখ না ফিরাইয়া উত্তর দিল, "না।"

"কেন, কি হ'য়েছে যে ভাত খাবে না!"

বিরক্তির সহিত পার্ব্বতী উত্তর করিল, "মাথা ধরেছে।"

মুখ ভারী করিয়া কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া লক্ষ্মী একটু ভীতস্বরেই বলিল, "সত্যি কথা বলনা কেন ঠাকুরঝি, মাথা ধরেছে না রাগ হ'য়েছে।"

মাথা তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ রাগ হ'য়েছে, তুই তার কি করবি বল তো?"

তাহার রাগ দেখিয়া লক্ষ্মী একটু ভীত হইল এবং আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে চলিয়া আসিল।

সারাদিনটা অনাহারে কাটিয়া গেল। রাত্রিতে লক্ষ্মী বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরঝি, আমার ওপর রাগ ক'রে, উপোস দিয়ে তোমার কি লাভ হলো।"

পার্ব্বতী বলিল, আমার লাভ নাই হোক, তোদের লাভ আছে।"

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদেরি বা লাভটা কি?"

শ্লেষতীব্রকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল,"দু'সেরের মধ্যে তবু সের-খানেক চালও তো তোদের বেঁচে যাবে।"

এ কথায় লক্ষ্মী যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং নিজের দোষ স্বীকার করিয়া ভাত খাইবার জন্য পার্ব্বতীকে অনুরোধ করিল। পার্ব্বতী কিন্তু খাইল না, শুধু এক ঘটী জল খাইয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া সে অনেক ভাবিল, অনেক ভাঙ্গিল, অনেক গড়িল। সুখের আশায় সাধ করিয়া যে সংসার পাতিয়াছে, সেই সংসার পরিণামে তাহার কাছে যে কিরূপ সুখাবহ হইবে তাহা যেন কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে পাইল। দেখিয়া সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। হায়, তাহার যে একুল ওকুল দুই কুলই গিয়াছে! যে সুখটা তাহার নিজস্ব, তাহা তো অনেকদিনই হারাইয়া ফেলিয়াছে, তারপর পরকে লইয়া সে যে সুখের আশা করিয়াছিল, সে আশাও নিস্ফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার উপর এই নিস্ফলতার জন্য কাহাকেও দোষী করিয়া মনটাকে যে একটু সান্ত্বনা দিবে সে উপায়ও নাই। দোষী সে নিজে। সে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিয়াছে, নিজের হাতে পুকুর কাটিয়া সেই পুকুরে ডুবিয়া মরিতেছে, উদ্ধারের জন্য যে কাহাকেও ডাকিবার যো নাই ডাকিবেই বা কাহাকে? বাঁশী যদি শোনে তাহা হইলে তো রক্ষা রাখিবে না। আগে তো সে পার্ব্বতীর উপর পড়িবে তারপর বৌটার যে কি করিবে তাহা বলা যায় না। ছি, ছি, বাঁশীকে একথা শুনিতে দেওয়াই হইবে না। ভাগ্যে সে আজ সারাদিনটা বাহিরে বাহিরে রহিয়াছে! কিন্তু কোনরূপে যদি শুনিতে পায়, বোয়ের কথায় রাগ করিয়া পার্ব্বতী সারা দিনরাত উপবাসে কাটাইয়াছে, তাহা হইলে সে কি অনর্থ করিয়া বসিবে বলা যায় না। ছি, ছি, না বুঝিয়া রাগের মাথায় পার্ব্বতী এ কি করিয়া বসিল?

এখন সুখ দুঃখ সব চাপা দিয়া এই ব্যাপারটা যাহাতে বেশী দূরে না গড়ায় সর্ব্বাগ্রে তাহাই করিতে হইবে।

পরদিন সকালে উঠিয়া পার্ব্বতী লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ্ বৌ, আমি এদিক্‌কার কাজকর্ম্ম সেরে নিচ্চি, তুই সকাল সকাল নেয়ে এসে ভাত একমুঠো চাপিয়ে দে।"

লক্ষ্মী শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কোন কথা না বলিয়াই স্নান করিতে গেল!

এত সকালে স্নানের ঘাটে অপর কেহ ছিল না। শুধু বেণী মাষ্টারের পিসী স্নান করিতে নামিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত সকালে নাইতে এসেছ যে বৌমা?"

লক্ষ্মী উত্তর দিল, "নেয়ে গিয়ে সকাল সকাল রান্না চাপাতে হবে।"

পিসী। এত সকাল রান্না কেন গা? বাঁশী খেয়ে কোথাও যাবে নাকি?

লক্ষ্মী। না, ঠাকুরঝির কাল থেকে খাওয়া হয়নি।

পিসী। অসুখ বিসুখ করেছিল নাকি?

লক্ষ্মী। না, রাগ হ'য়েছিল।

পিসী। রাগ? কার ওপর রাগ গা?

লক্ষ্মী। আমার ওপর!

পিসী। তোমার ওপর রাগ কেন গা? কিছু ঝগড়াঝাটী হয়েছিল বুঝি?

লক্ষ্মী। ঝগড়া এমন কিছু হয়নি, তবে ঘর কত্তে গেলে যেমন দু'এক কথা হয় তাই হয়েছিল।

পিসী ইহাতে যেন খুব বিস্ময় অনুভব করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে

কি গো? এই এত সাধ-সন্নাল ক'রে ভায়ের বিয়ে দিলে, আর দু'মাস ভাজকে নিয়ে ঘর না কত্তেই তার সঙ্গে ঝগড়া, রাগ, গোসা! তুমি রাগ করো না বৌমা, তোমার ননদটী—মেয়ে তেমন সোজা সরল নয়। তাহ'লে কি সোয়ামীর সঙ্গে বনিবনাও হয় না, না সে ছোঁড়া আবার বিয়ে করে।"

লক্ষ্মী মৃদু হাস্যদ্বারাই পিসীর মন্তব্য নীরবে সায় দিয়া স্নান শেষ করিল এবং ঘরে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি রান্না চাপাইয়া দিল।

খাইতে বসিয়া পার্ব্বতী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বৌ, বাঁশীকে কোন কথা বলেছিস্ নাকি?"

লক্ষ্মী বলিল, "না।"

পার্ব্বতী বলিল, "বেশ করেছিস। খবরদার, একথার বিন্দু বিসর্গ বাঁশী যেন জানতে না পারে।"

লক্ষ্মী বলিল, "আচ্ছা।"

কিন্তু পার্ব্বতীর সতর্কতাসত্ত্বেও বাঁশী যখন অসম্ভাবিতরূপে কথাটা শুনিয়া ফেলিল, তখন পার্ব্বতীর লজ্জার সীমা রহিল না। তবে সুখের বিষয়— কথাটা লইয়া বাঁশী তেমন নাড়াচাড়া করিল না। পার্ব্বতী ইহাতে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"হাঁরে বাঁশি !"

"কেন গা দিদি ?"

"কাল রাত্রে বৌকে কি ব'লেছিস্ ?"

ঈষৎ হাসিয়া বাঁশী বলিল, "কি বলেছি তাতো তুমি শুনেছ দিদি। বৌ যখন তোমার কাছে নালিশ করেছে, তখন আমার অপরাধটাও তোমাকে শুনিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়।"

পার্ব্বতী একটু রাগতভাবে বলিল, "তা আমার কাছে নালিশ করবে না তো বেন্দার মায়ের কাছে নালিশ কত্তে যাবে না কি ?"

সহাস্যে বাঁশী বলিল, "বুদ্ধিমান হ'লে তাই কর্ত্তো। যার জন্যে বকুনি খেয়েছে, তার কাছে নালিশ করা একটুও বুদ্ধির কাজ হয়নি দিদি।"

বাঁশী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। পার্ব্বতী স্বরে কতকটা রাগের ভাব আনিয়া বলিল, "আমার জন্যে কেন ওকে বকাবকি করবি বল তো ? ও আমার কি করেছে ?"

বাঁশী বলিল, "এমন কিছু করেনি, শুধু আমাকে খাটো ক'রে নিজের গিন্নিপণা জাহির কত্তে গিয়েছে।"

ঘাড় মুখ নাড়িয়া পার্ব্বতী বলিল, "সে আমি বুঝবো, তুই আমার উপর কর্ত্তৃত্ব দেখিয়ে ওকে বকতে গিয়েছিস্ কেন বল্ তো ?"

একটু অপ্রতিভভাবে বাঁশী বলিল, "আমার ঝকমারি হ'য়েছে দিদি।"

পার্ব্বতী বলিল, "দু'শোবার ঝকমারি, হাজারবার ঝকমারি। আমি তোকে ব'লে দিচ্ছি বাঁশী, তুই ওকে কিছু বলতে পাবি না।"

বাঁশী। তোমাকে পাঁচকথা শুনিয়ে দিলেও না?

পার্ব্ব। না।

বাঁশী। তোমাকে ধ'রে যদি দু'ঘা মারে।

পার্ব্ব। মারে মারবে। কিন্তু আমার ওপর দরদ দেখিয়ে তুই যে বৌকে কিছু বলবি, সে আমার সহ্য হবে না।

বাঁশী দেখিল, অদূরে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী মুখ টিপিয়া উপহাসের হাসি হাসিতেছে। বাঁশী রাগে ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "আচ্ছা দিদি, তাই হবে। ও তোমাকে ধরে ঝাঁটা মারলেও আমি যদি কিছু বলি তবে আমাকে তোমারি দিব্যি।"

বাঁশী রাগে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় সদর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেণী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কিসের দিব্যি হে বংশীবদন, হয়েছে কি? এত রেগে উঠেছ কেন?"

বাঁশী থমকিয়া দাঁড়াইল। বেণী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে? দিদির সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছো নাকি?"

বাঁশী একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "না না, ঝগড়া নয়; তবে কি জান, দিদির হচ্ছে সবটাই অন্যায় কথা।"

বেণী হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তা দিদির এখন অন্যায় কথা হবে

বৈ কি হে, এখন বৌ ছাড়া আর কেউ কি ন্যায় কথা বল্‌তে পারে ?”

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বাঁশী বলিল, “আরে রেখে দাও তোমার বৌ! ঐ বৌ নিয়েই তো আগুন জ্বলেছে।

সহাস্যে বেণী বলিল, “বল কি, তিন দিন বৌ নিয়ে ঘর না কত্তেই আগুন জ্বলে উঠলো ? কে আগুন জ্বালালে শুনি, বৌ, না দিদি ?”

বলিয়া বেণী পার্ব্বতীর দিকে সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে দাবার দিকে অগ্রসর হইল। পার্ব্বতী দেখিল, বড় বিপদ্‌; বেণীর যেরূপ আগ্রহ, তাহাতে সে ঘরের কথা সব না শুনিয়া ছাড়িবে না। কিন্তু এ সকল কথা বেণীকে শুনাইবার জন্য পার্ব্বতী আদৌ ইচ্ছুক ছিল না। অথচ দাঁড়াইয়া থাকিলে বেণীর জিজ্ঞাসার উত্তরে দুই একটা কথাও না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। কাজেই পার্ব্বতী রান্নাঘর হইতে একখানা থালা বাহির করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলেও বেণীর শুনিবার পক্ষে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না; সে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া বাঁশীর নিকট হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সকল কথাই শুনিয়া লইল এবং শুনিয়া গম্ভীরভাবে বাঁশীকে উপদেশ দিয়া বলিল, “তা দিদি তো মন্দ কিছু বলেনি বংশীবদন! পরের মেয়ে, ওর এখানে আপন বল্‌তে আছে কে ? ও বেচারীর উপর এতটা নিষ্ঠুরতা দেখালে ও বাঁচবে কেন ?”

বিরক্তির সহিত বাঁশী বলিল, “তাই ব’লে অন্যায় দেখলেও শাসন কত্তে হবে না ?”

বেণী হাসিয়া বলিল, “শাসন কত্তে হবে বৈ কি, কিন্তু সে শাসনটা

ঠিক গরু ছাগলকে শাসন করার পদ্ধতিতে নয়, তার পদ্ধতি স্বতন্ত্র।"

রাগতভাবে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "স্বতন্ত্র পদ্ধতিটা কি শুনি ?"

বেণী বলিল, "সে পদ্ধতি দিদির কাছে জেনে নিও, পারি তো আমিও এক সময়ে তাকে শিখিয়ে দেব।"

বিরক্তির সহিত মুখ বিকৃত করিয়া বাঁশী বলিল, "মরুক্‌গে সব! এখন যাত্রা শুন্‌তে যাবে কি ?"

বেণী বলিল, "বাঃ, যাত্রা শুন্‌তে যাব না, সেইজন্যেই তো তোমাকে ডাকতে এসেছি।"

"তবে চল" বলিয়া বাঁশী আল্‌না হইতে ছিটের কোটটা টানিয়া লইল এবং সেটাকে কাঁধে ফেলিয়া চটি জুতাটা পায়ে দিয়া বেণীর সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

পার্ব্বতী ঘাট হইতে ফিরিয়া, বেণী চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আহারাদির পর পার্ব্বতী লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁ বৌ, মাথাটাকে এখন কাট্‌নার চুবড়ী ক'রে রেখেছিস্ কেন ?"

মুখ মুচ্‌কাইয়া লক্ষ্মী উত্তর করিল, "হ'য়ে গেছে।"

পার্ব্বতী বলিল, "হয়ে গেছে কেন ? চুল্‌টা তো বাঁধলেই হয়।"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত লক্ষ্মী উত্তর করিল, "কখন্ বাঁধি বল ?"

তাহার কথায় যেন একটু বিস্ময় অনুভব করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "বলিস্ কি বৌ, সংসারের এত কাজ যে চুলটা বাঁধতে সময় পাস্ না ?"

"সময় পেলে কি এমন হ'য়ে থাকে ?" বলিয়া লক্ষ্মী মুখটা ঘুরাইয়া লইল। পার্ব্বতী বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাহার বিরাগকুঞ্চিত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "ধন্যি তোর কাজ! আর ধন্যি তোর সময় না থাকা! আচ্ছা, তোর সময় না থাকে আমার এখন সময় আছে। আয়, আমিই না হয় চুলটা বেঁধে দিই। আমার চুল বাঁধা যে তোর পছন্দ হয় না।"

নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "পছন্দমত বেঁধে দিলেই পছন্দ হয়।"

এই তাচ্ছিল্যসূচক উক্তিতে পার্ব্বতীর রাগ হইল। কিন্তু সে রাগটাকে চাপিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "তা কি করবো বল্, তোর যে ইংরেজ-পছন্দ চুল বাঁধা। আমি তেমন না জান্‌লে তো দিতে পারবো না।"

তীব্রকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "পারবে না তো, কে তোমাকে দিতে হবেই ব'লে পরাকাষ্ঠা দিচ্চে বল।"

অবজ্ঞায় মুখখানাকে বিকৃত করিয়া লক্ষ্মী দ্রুতপদবিক্ষেপে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। পার্ব্বতী বিষাদগম্ভীরমুখে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তারপর উঠিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই লক্ষ্মী চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম লইয়া, আরসিখানা সুমুখে রাখিয়া চুল বাঁধিতে বসিল। চুল বাঁধিতে বাঁধিতে সে এক একবার সুমুখবর্ত্তী আরসিখানার দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে থাকিল।

আরসির ভিতর হইতে ঐ যে মুখখানা—ওটা কাহার মুখ? তাহার নিজের মুখ কি? তাহার অপাঙ্গে কি এমনিই বিদ্যুতের চাঞ্চল্য আছে? ভ্রূকুঞ্চনে মুখমণ্ডলের লালিত্য এমনই বিকসিত হইয়া উঠে? গ্রীবাভঙ্গীতে বায়ুভরে দোদুল্যমান পদ্মটির মত তাহার মুখখানা এমনিই অলৌকিক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে পারে? হাসিতে—রক্তিম অধরে এই মতই কি বিজলীর বিকাশ হয়! তাহার ভ্রূকুঞ্চন-শোভিত মৃদু হাস্যচ্ছটারঞ্জিত গ্রীবাভঙ্গাভিরাম মুখমণ্ডলের স্থির সৌন্দর্য্য দর্শনে কেহ কি সেই মুখের দিকে এমনই মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে? কৈ, কেহই তো থাকে না? এমন সৌন্দর্য্যভরা ফুটন্তফুলের মত ঢলঢলে মুখখানা দেখিয়া কেহই ত মুগ্ধ হয় না? হইলে তাহাকে কি এইরূপে অনাদৃত—লাঞ্ছিত হইতে হয়! তবে তাহার এ সুন্দর মুখের মূল্য কি? যে ইহার মূল্য বুঝিবে, সে তো ইহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না! সে শুধু ছিপ, লাঠি আর গান লইয়াই ব্যস্ত। বাকি সময়টুকু দিদির ভাবনাতেই অস্থির। দূর হউক, এ পোড়া মুখের দিকে আর চাহিব না।

ভ্রূকুটী সহকারে আরসির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া লক্ষ্মী চুলের গোছার উপর ঘন ঘন চিরুণী চালাইতে লাগিল।

এমনসময় পার্ব্বতীকে ডাকিতে ডাকিতে বামুনদিদি বাটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং কেশপ্রসাধনে ব্যাপৃতা লক্ষ্মীকে দেখিয়া সহাস্যমুখে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কচ্চো বৌ? পার্ব্বতী কোথায়?"

লক্ষ্মী গাত্রবস্ত্র কতকটা সংযত করিয়া লইতে লইতে মৃদু উপেক্ষার স্বরে উত্তর করিল, "ঘুমুচ্চে বুঝি।"

বামুনদিদি যেন কতকটা বিস্ময় ও কতকটা সহানুভূতির স্বরে

বলিলেন, “ওমা, সে ঘুমুচ্চে, আর তুমি নিজে ব'সে চুল বাঁধচো? কেন, পার্ব্বতী কি তোমার চুলটা বেঁধে দিতে পারে না?”

লক্ষ্মী উঠিয়া বামুনদিদিকে বসিতে আসন দিল, এবং পুনরায় চুল বাঁধিতে বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “না পারলে কি করবো বলুন, জোর আছে কি? ক'দিন থেকে চুলটা আল্‌গা আছে, তাই বলি নিজেই যেমন পারি বেঁধে ফেলি।”

বামুনদিদি বিরক্তিতে মুখখানা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “ধন্যি! এতই কাজের ভিড় যে, তোমার চুলটা বেঁধে দিতেও সাবকাশ হয় না। আর কাজও তো কত! তার অর্দ্ধেকের ওপর কাজ তো তুমিই কর। আমরাও তাই বলাবলি করি, বাঁশীদের বৌএর চুল দিন দিন এমন হ'য়ে যাচ্চে কেন? চুল ত নয় যেন রাশগাছ! যখন এসেছিলে, তখন চুল দেখে সকলে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিল। তেমন চুল, শুধু অযত্নেই এমন ঝুঁটিসার হয়ে দাঁড়িয়েছে!”

চুলের রাশি হ্রাস না পাইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইলেও লক্ষ্মী কিন্তু ভাবিল তাহার চুল বাস্তবিকই কমিয়া গিয়াছে। রমণীর সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান কেশের অপচয়ে লক্ষ্মীর মুখখানা একটু মলিন হইয়া আসিল, এবং আরসির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীরবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বামুনদিদি তাহার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “হায়রে চুল্! আমার ছোট-জা যখন প্রথম আসে, তখন নেড়া বললেই হয়; সকলে বললে, ওর চুল হবেনা। আমি বলি, আরে যত্ন করলে আবার চুল হবেনা? সব কাজ ফেলে রোজ সকালে বিকালে চুল বেঁধে দিতে লাগলুম। একবছরে চুল হ'লো যেন রাশগাছ। যে দেখে সেই বলে, হাঁ বামুনঠাকরুণ,

তুমি মন্তর জান না কি? আমি বলি, হাঁ, খুব ভাল মন্তর জানি। তা ছোট বৌ এখন সে কথা মানে না। সে নাই মানুক, পাঁচজনে তো জানে।"

লক্ষ্মী বিনানী করিতে করিতে বলিল, "তা বৈ কি, যত্ন করলে আর চুল হয়না?"

সগর্ব্বে ঘাড় দোলাইয়া বামুনদিদি বলিলেন, "খুব হয়, খুব হয় দিদি, তবে আপনার লোকের যত্ন চাই। কিছু মনে ক'রো না বৌ, যতই হোক এ তো আর তোমার আপনার ননদ নয়। আপনার হ'লে কি আর এমন কত্তে পারে?"

হঠাৎ একটা নূতন কথা শুনিয়া লক্ষ্মী বিস্ময়বিস্ফারিতদৃষ্টিতে বামুন দিদির মুখের দিকে চাহিল। মুখের ভাবেই তাহার মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া বামুনদিদি ইতস্ততঃ সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে লক্ষ্মীর বিস্ময় অপনোদন করিয়া বলিলেন, "আ কপাল, তা বুঝি জান না? ও কি বাঁশীর এক মায়ের পেটের বোন? জাট্‌তুতো বোন।—ও হ'লো বড়র মেয়ে, আর বাঁশী হ'লো ছোটর ছেলে।"

ও হরি, গোড়াতেই এত গলদ! যেন একটা বিষম ভ্রম দূরীভূত হওয়ায় লক্ষ্মী নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "জাট্‌তুতো ননদ আমি তো তা জানি না।"

বামুনদিদি বলিলেন, "তুমি আর জানবে কি করে? খুব ছোট বেলায় ওর মা-বাপ দুই জনেই মারা যায়, খুড়ো খুড়ীই মানুষ করে, বিয়ে দেয়। বিয়ে দিয়েছিল খুব বড় গেরস্ত ঘরেই, কিন্তু সেখানে বনিবনাও হ'লো না; ঝগড়া করে এখানে চলে এল। জামাই কতবার নিতে এলো, কিন্তু কিছুতেই গেল না। কাজেই সে আবার বিয়ে করেছে।"

ভিতরের রহস্যজনক ইতিহাস শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মীর মুখখানা যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিল, "তাহলে তো খুব চমৎকার মেয়ে।"

ললাট কুঞ্চিত করিয়া বামুনদিদি বলিলেন, "কেমন মেয়ে, ভাল কি মন্দ, এত কথা কইতে চাই না ভাই, হাজার হোক তোমাদের আপনার লোক। তবে এদ্দিনেও যে তুমি কিছু জান না এই আশ্চর্য্য।"

লক্ষ্মী বলিল, "কেমন ক'রে জানবো বামুনদিদি, কেউ তো আমাকে বলে না।"

বামুনদিদি বলিলেন, "বাঁশীও কিছু বলেনা?"

মুখ মচ্‌কাইয়া লক্ষ্মী বলিল, "হাঁ, সে আবার বলবে! সে যার দিদি বলতে অজ্ঞান।"

নীচের ঠোঁটটা উল্‌টাইয়া অবজ্ঞার স্বরে বামুনদিদি বলিলেন, "ও, ভারী তো দরদ! তোমার চেয়ে জাট্‌তুতো বোন হ'লো আপন!"

উপেক্ষায় মুখ বিকৃত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "হোকগো দিদি আপন, আমি পরের মেয়ে পর হয়েই থাকি।"

লক্ষ্মী চুল বাঁধা শেষ করিয়া উঠিল এবং পান সাজিয়া একটা নিজে খাইল একটা বামুনদিদিকে দিল। বামুনদিদি পান চিবাইতে চিবাইতে লক্ষ্মীর হাতে সাজা পানের অজস্র সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

এমনসময়ে পার্ব্বতী ঘুম হইতে উঠিল এবং বাহিরে আসিয়া বামুনদিদিকে দেখিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল, "বামুনদিদি যে? কি ভাগ্যি!"

একমুখ হাসিয়া বামুনদিদি বলিলেন, "ভাগ্যি বলে ভাগ্যি! আজ কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলে মনে ক'রে রেখো।"

হাসিতে হাসিতে পার্ব্বতী বলিল, "তা রাখবো। কতক্ষণ এসেছো ?"

বামুনদিদি বলিলেন, "যতক্ষণ তুমি ঘুমিয়েছ, ততক্ষণ। দিনের বেলা এত ঘুম কেন পার্ব্বতী, রাত্রে নাতজামাই এসেছিল নাকি ?"

পার্ব্বতী হাসিয়াই উত্তর করিল, "তোমার নাতজামাই না আসুক, যে গরম এসেছিল, সে তো সারারাত চোখে-পাতায় করতে দেয়নি। তাই ভাত খেয়ে বড্ড আলিস্যি হ'লো, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। তা বামুনদিদি এসেছে আমাকে ডেকে দিলি না কেন বৌ ?"

লক্ষ্মী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বামুনদিদি বলিলেন, "ও ডাকতে চেয়েছিল, আমিই বারণ করলুম; বলি, খেটে-খুটে শুয়ে ঘুমুচ্চে ঘুমুক।"

অতঃপর পার্ব্বতী মুখে হাতে জল দিয়া লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বামুনদিদিকে পান-টান দিয়েছিস্ ?"

বামুনদিদি বলিলেন, "তা দিয়েছে। না, বেশ চালাক চতুর মেয়ে; কথায় বার্ত্তায় কাজে কর্ম্মে দিব্যি গোছালো দেখছি।"

প্রশংসা-প্রফুল্লস্বরে পার্ব্বতী বলিল, "তা আছে বামুনদিদি, নামেও যেমন লক্ষ্মী কাজেও তেমনি লক্ষ্মী। আমি যেমন চেয়েছিলাম তেমনিটী পেয়েছি।"

হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া বামুনদিদি বলিলেন, "আহা, বেঁচে থাক্ বেঁচে থাক্; পাকামাথায় সিঁদূর পরে ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর, ঘরকন্না করুক।"

পার্ব্বতী বলিল, "তাই অশীর্ব্বাদ কর দিদি, তোমাদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। ওদের দু'জনকে সুখী দেখে আমি যেন যেতে পারি।"

বামুনদিদি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই কোথায় যাবি লা ছুঁড়ি। যাবার জন্তে তোর এত তাড়াই বা কিসের! বাঁশীর পাঁচটা কাচ্চা-বাচ্চা হোক, তাদের মানুষ কর্। তারপর তোর নিজেরি কি কিছু হবে না, এমনিই কি চিরদিন যাবে?"

একটু ম্লানহাসি হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "এর বেশী আবার আর কি দিন আসবে বামুন দিদি? মরে যদি আবার জন্মগ্রহণ করি, তাহ'লে দিন ফিরলেও ফিরতে পারে।"

পার্ব্বতীর চোখদুইটা সজল হইয়া আসিল। বামুনদিদি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "এত দুখ্যু কত্তে হবে না। দেখিস, তোর দিন ফেরে কি না। তখন বলবি, হাঁ, সেই যে বামুনদিদি বলেছিল!"

বলিয়া বামুনদিদি সগর্ব্বে মস্তক সঞ্চালন করিলেন। পার্ব্বতী শুধু নীরব মৃদুহাস্যদ্বারাই বামুনদিদির এই গর্ব্বোক্তি আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিয়া লইল এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহাকে আর একটা পান দিবার জন্য লক্ষ্মীকে আদেশ দিল। বামুনদিদি পান লইয়া, বেলা যাইতেছে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য আসিয়া তিনি লক্ষ্মীর স্বভাবকুটিল হৃদয়ে যে হলাহল ঢালিয়া দিয়া গেলেন, তাহা তাঁহার আশীর্ব্বাদকে ছাপাইয়া পার্ব্বতীর সুখশান্তিকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বামুনদিদি চলিয়া গেলে পার্ব্বতী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাঁশী ফেরেনি বৌ ?"

কাঁচি ধরিয়া সোনা পোকার টিপ কাটিতে কাটিতে লক্ষ্মী যেন নিতান্ত উপেক্ষার সহিত উত্তর করিল, "না।"

পার্ব্বতী বলিল, "তাই তো, না-খাওয়া, না-দাওয়া, সারা দিনটা গেল, কখন্ ফিরবে ?"

বিরক্তভাবে লক্ষ্মী বলিল, "যখন খুসী হবে তখন ফিরবে। আমি তার কি জানি বল।"

তাহার এই রূঢ় উত্তরে পার্ব্বতীর একটু রাগ হইল ; বলিল, "তুই আর কি জানিস্ বল্। তুই জানিস্ কেবল খেতে, আর নিজের সাজ গোজ কত্তে।"

লক্ষ্মী ফোঁস করিয়া উঠিল ; কণ্ঠ পঞ্চমে তুলিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "কোন্খানটায় আমাকে সাজগোজ কত্তে দেখলে বল তো ? সাতদিনের পর আজ চুলটা বেঁধেছি, তাই বুঝি তোমার এত রিষ হ'য়েছে ! এই তরেই তো মাথা কাট্নার চুপড়ী হ'য়ে থাকলেও চুল বাঁধবার নামও করি না। তা ঝক্মারি হ'য়েছে চুল বেঁধেছি। এই নাও, মাথা খুলে ফেলছি।"

লক্ষ্মী রাগে যেন কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষিপ্রহস্তে বাঁধা চুল খুলিয়া ফেলিতে লাগিল ! তাহার ক্রোধোদ্দীপ্ত মূর্ত্তি দর্শনে পার্ব্বতী ভীত

ও অপ্রতিভভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লক্ষ্মী টানিয়া ছিঁড়িয়া চুলের বিনানী খুলিতে খুলিতে রাগে যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “আর যদি কখনো চুল বাঁধবার নাম করি ঠাকুরঝি, তবে আমার মুখে গুণে দশ ঝাঁটা মেরো। চুল বাঁধবার তরে এত খোঁটা! চুলোয় যাক, পোড়া চুলকে আজ কেটেই ফেলবো।”

সম্মুখে কাঁচিটা পড়িয়াছিল; লক্ষ্মী সেটাকে তুলিয়া লইয়া বাঁ হাতে চুলের গোছা ধরিয়া তাহা কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। পার্ব্বতী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; ছুটিয়া গিয়া লক্ষ্মীর কাঁচি-সমেত হাতখানা ধরিয়া ফেলিল; শঙ্কিতস্বরে বলিল “করিস্ কি বৌ, এয়োস্ত্রী মেয়ে, চুল কাটতে আছে?”

ফুলিতে ফুলিতে লক্ষ্মী বলিল, “খু-উ-ব আছে। ছেড়ে দাও তুমি, এয়োস্ত্রী ব'লে আর তোমার এত দরদ দেখাতে হবে না। পোড়া চুলের তরে এত লাঞ্ছনা। এ পোড়া চুলে আজ আমি আগুন ধরাব।”

পার্ব্বতী তাহার হাত হইতে কাঁচিটা কাড়িয়া লইয়া তর্জ্জনসহকারে বলিল, “মুখ সাম্‌লে কথা কইবি বৌ! তোর এত অসহ্য হয়, নিজে জলে ডুবে মর্, গলায় দড়ি দে; কিন্তু যাতে বাঁশীর অকল্যাণ হয়, এমন কথা যদি বল্‌বি, তা'হলে ভাল হবে না বলছি।”

যেন গভীর ঘৃণায় মুখখানাকে বিকৃত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, “মন্দটাই কি হবে শুনি? আমার সোয়ামীর ঘর, আমি এখানে যা খুসী তাই করবো, তোমার বলবার কি অধিকার আছে?”

পার্ব্বতী ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, “আমারও খুব অধিকার আছে। তোর সোয়ামীর ঘর, আমারও ভায়ের ঘর।”

অবজ্ঞায় ঠোঁটটাকে উল্টাইয়া শ্লেষ-তীব্রকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "ওঃ, ভায়ের ঘর! তবু যদি খুড়তুতো ভাই না হ'তো!"

পার্ব্বতীর মুখখানা যেন সাদা হইয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা সামলাইয়া লইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কে বললে তোকে খুড়তুতো ভাই?"

"যে জানে সেই বলেছে।"

"বাঁশী বলেছে বুঝি?

"যদি সে ব'লেই থাকে।"

ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে পার্ব্বতীর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "আচ্ছা, আসুক আজ বেঁশো—"

"বেঁশো এই যে এসেছে দিদি।"

সহসা যদি সেখানে আকাশ হইতে একটা বাজ সগর্জ্জনে আসিয়া পড়িত তাহাতে পার্ব্বতী এতটা চমকিত হইত না, বাঁশীকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া যতটা চমকিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! বাঁশী কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সব কথা শুনিয়াছে নাকি? ছি ছি, রাগে জ্ঞান হারাইয়া পার্ব্বতী আজ এ কি করিতেছিল? বাঁশীকে সে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? পার্ব্বতীর ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে আর বাঁশীকে মুখ দেখাইবে না, ছুটিয়া গিয়া খিড়কী-পুকুরের জলে মুখখানা লুকাইয়া ফেলিবে।

বাঁশী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা বাঁশীর শাসন যা কত্তে হয় পরে ক'রো, এখন হাঁড়িতে ভাত থাকে তো দাও! ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী চুঁয়ে যাচ্ছে।

লজ্জায় পার্ব্বতীর চোখ মুখ দি[illegible] লাগিল। সে আরক্তমুখে পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া আসিল।

আহারান্তে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল দিদি ?"

লজ্জিতভাবে পার্ব্বতী উত্তর করিল, "কি হবে আবার।"

বাঁশী একটু হাসিল ; বলিল, "কিছু হয়নি তো শুধু শুধু বেঁশোর ওপর পড়েছিলে কেন ?"

কৃত্রিম কোপে তর্জ্জন করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "শুধু শুধু কি রকম ? সেই কোন্ সকালে উঠে যাত্রা শুন্‌তে বেরিয়েছিলি, সন্ধ্যা হ'তে যায়, তবু দেখা নাই। সংসারে কাজকর্ম্ম কিছু নাই কি ? যাত্রা শুনলেই কি পেট ভরবে ? না-খাওয়া, না-দাওয়া,—পিত্তি প'ড়ে যখন অসুখ-বিসুখ করবে, তখন ভুগতে হবে কা'কে ?"

সহাস্যে বাঁশী বলিল, "তোমাকে। তাই বুঝি আমার অসাক্ষাতেই আমাকে শাসন কচ্ছিলে ?"

বলিয়া সে সহাস্যদৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার এই শ্লেষোক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পার্ব্বতীর বিলম্ব হইল না ; বুঝিয়া লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু স্বরে যতটা পারিল, ক্রোধের তীব্রতা আনিয়া ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "এর আর অসাক্ষাতে কি ? আমি কি তোকে ভয় ক'রে কথা কই ?"

বাঁশী এ কথার উত্তর না দিয়া শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। পার্ব্বতী রাগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না বাঁশী, তোরা যদি এ রকম করিস, তা হ'লে আমি পেরে উঠবো না।"

বাঁশী মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল,

"পেরে উঠবো না বললে তো চলবে না দিদি, পেরে উঠতেই হবে তোমাকে।"

ক্রোধ-সমুচ্চকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "কেন বল্ তো, আমি কি এমন দায়ে পড়েছি যে, প'ড়ে প'ড়ে এত জ্বালা আমাকে সইতে হবে? খুড়তুতো ভাই, আর জাট্‌তুত বোন,—এ ছাড়া তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?"

হাসিয়াই বাঁশী উত্তর করিল, "ঐটুকু ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নাই।"

তাহা হইলে বাঁশীও ঐটুকু ছাড়া আর কোন সম্পর্কই স্বীকার করে না? তবে বোয়ের দোষ কি? অভিমানে দুঃখে পার্ব্বতীর বুকটা ফুলিয়া উঠিল। অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "আর কিছু নাই যদি, তবে ঐটুকু সম্পর্কও আমি আর রাখতে চাই না।"

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "না রেখেই কি করবে?"

গর্জ্জন করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "কি করবো? আমার যা খুসী, তাই করবো, যে দিকে দু' চোখ যায়, চ'লে যাব।"

একটুও আশঙ্কার ভাব না দেখাইয়া বাঁশী বেশ পরিষ্কারকণ্ঠেই বলিল, "তা যেতে পার।"

ও ভগবান্, বাঁশীর এই উত্তর! পার্ব্বতীর চোখ-মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল; ক্রোধে ক্ষোভে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে কি বলিবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু তাহার ভাবিয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বেই লক্ষ্মী তথায় উপস্থিত হইয়া মধ্যস্থতার সুরে বলিল, "যেতে হয়, ভাল দিন-ক্ষ্যাণ দেখে এর পর যেও ঠাকুর-ঝি, এখন ভর-সন্ধ্যাবেলায় ভাই বোনে ঝগড়া ক'রে ঘরের লক্ষ্মীকে তাড়িয়ে দিও না।"

লক্ষ্মীর এই তীব্র শ্লেষোক্তি যেন তপ্ত শলাকার ন্যায় আসিয়া পার্ব্বতীর মর্ম্মে বিঁধিল। হা কপাল! পার্ব্বতী বাঁশীর ঘরের লক্ষ্মীকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে আর বৌ তাহাকে আগ্‌লাইয়া রাখিবার জন্য ছুটিয়া মধ্যস্থতা করিতে আসিয়াছে! পার্ব্বতীর মাথার ভিতর যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল; রাগে ফুলিতে ফুলিতে ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "বাঁশি!"

"বাঁশী এ আহ্বানের কোন উত্তর দিল না, নীরবে বসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার মুখে হাসি দেখিয়া পার্ব্বতী আরও রাগিয়া উঠিল এবং রাগে জ্ঞানহারা হইয়া লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা বৌ, তোদের ঘরের লক্ষ্মীকে তোরা আগ্‌লে রাখ্ আমি অলক্ষ্মী—আমি এই দণ্ডেই—"

পার্ব্বতী কথা শেষ করিতে পারিল না, দুই চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে অশ্রুবেগ রোধ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া পার্ব্বতী সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইবার উপক্রম কদিল। কিন্তু সে পলাইতে পারিল না। ঠিক সেই সময়ে বাহিরের দরজা হইতে ডাক আসিল, "বাঁশি, ওহে বংশীবদন?"

সে ডাক শুনিয়া পার্ব্বতী চমকিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল! সঙ্গে সঙ্গে কালাচাঁদ বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে করিতে বলিল, "বাঁশী কোথায় হে?"

পর্ব্বতী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

বাঁশী ব্যস্তসমস্তভাবে উঠিয়া আসিয়া কালাচাঁদকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কালাচাঁদ বলিল, "খোকার ভাত; আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে পার্ব্বতী!"

চিন্তিতভাবে পার্ব্বতী বলিল, "এদের ফেলে আমি কি ক'রে যাই বল।"

কালাচাঁদ হাসিয়া বলিল, "কেন, এখন তো তোমার বাঁশীকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হবে না? তাকে রেঁধে দেবার লোক তো এনে দিয়েছি।"

পার্ব্বতীও ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা দিয়েছ, কিন্তু—"

কালাচাঁদ বলিল, "কিন্তু তুমি না গেলে বড়ই মনঃকষ্ট হবে পার্ব্বতী! বিশেষ, যার ছেলের ভাত, তার তো দুঃখের সীমা থাকবে না। তোমাকে নিয়ে যাবার তরে সে তো আজ দশদিন ধ'রে আমাকে বাড়ীতে তিষ্টুতে দেয়না।"

একটু কৌতুকের হাসি হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "ভাগ্যে সে এত জেদ ধরেছিল, তাই পথ ভুলে এসে পড়লে।"

অপ্রতিভভাবে কালাচাঁদ বলিল, "পথ ভুলে নয় পার্ব্বতী, আসবো আসবো মনে করি, কিন্তু চাষ-বাস, নানান ঝঞ্ঝাট,—আসি আসি ক'রেও আসা হয়না!"

পার্ব্বতী বলিল, "সেইজন্যেই তো বলছি, দ্বিতীয়পক্ষের জোর হুকুম নাহ'লে সে সব ঝঞ্ঝাট ঠেলে বোধ হয় এখানে আস্‌তে পারতে না।"

সলজ্জ হাস্যসহকারে কালাচাঁদ বলিল, "সেকথা বড় মিথ্যে নয় পার্ব্বতী! তা যে কারণেই হোক, এসে পড়েছি তো। এখন তোমার যাওয়ার কি হবে বল দেখি ?"

একটু ভাবিয়া পার্ব্বতী বলিল,"যেতে পারলে ভাল হ'তো ; তোমার দ্বিতীয়পক্ষকে—বিশেষ খোকাকে দেখতে বড্ডই সাধ হয়। কিন্তু কি ক'রেই বা যাই ?"

মাথা নাড়িয়া কালাচাঁদ দৃঢ় অনুরোধের স্বরে বলিল, "যে ক'রেই হোক, অন্ততঃ দুদিনের জন্যও তোমাকে যেতেই হবে। না গেলে—"

পার্ব্ব। না গেলে কি হবে ?

কালা। না গেলে মনে কত্তে পারে, সতীনের ছেলের ভাত ব'লে হিংসায় তুমি গেলে না।

পার্ব্ব। তাতে আমার ক্ষতি কি ? আমার মনে তো সত্যি হিংসা নাই !

কালা। তোমার মনে যে হিংসা নাই, তা আমি জানি। আর জানি ব'লেই তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আমার এত জেদ।

পার্ব্বতী কৌতূহলান্বিতদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। কালাচাঁদ বলিল, "আমি যখন স্থির জানি, তোমার মনে হিংসা নাই, তখন আর কেউ যে সে ধারণাটা মনে স্থান দেবে, সেটা আমার সহ্য হবে না।"

স্বামীর কথায় পার্ব্বতীর মুখখানা একটা অব্যক্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, হৃদয়টা আপনা হইতেই প্রেমময় স্বামীর চরণেই যেন আনত হইয়া পড়িল। ঈষৎ আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "আমার ওপর যে এখনো তোমার খুব টান আছে দেখছি।"

তাহার মুখের উপর প্রীতি-প্রফুল্লদৃষ্টি স্থাপন করিয়া কালাচাঁদ বলিল, "এ টান যে জীবনের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গিয়েছে পার্ব্বতী, জীবন থাকতে কি এ টান যাবে।"

আনন্দের আতিশয্যে পার্ব্বতীর বুকটা দুরু দুরু করিতে লাগিল; এমন প্রেমময় স্নেহপ্রবণ স্বামীর সম্মুখে সে আর মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে পারিল না, স্বামীর প্রতি স্বীয় কঠোর ব্যবহার স্মরণে লজ্জায় তাহা আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল। এমন স্বামীর সাগ্রহ আহ্বান বার বার প্রত্যাখান করিয়া সে যে ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহা স্মরণে তাহার যেন আজ অনুতাপ উপস্থিত হইল। হায়, সে যে নিজের দোষে নিজের ঘরকে পরের ঘর করিয়া দিয়াছে, এমন স্বামীকে পরের হাতে বিলাইয়া দিয়াছে। এখন আবার কোন্ মুখে স্বামীর ঘরে যাইবে!

কালাচাঁদ বলিল, "আমি বড়মুখ ক'রে তোমাকে নিতে এসেছি, তুমি যাবে না পার্ব্বতি?"

পার্ব্বতী নতমুখে দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "না।"

"কেন যাবেনা?"

কালাচাঁদের স্বরটা যেন ব্যাকুলতায় ভরা। সে স্বরে পার্ব্বতীর বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল; কণ্ঠ উদ্গতবাষ্পে সজল হইয়া আসিল। কিন্তু জোর করিয়া স্বরে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা আনিয়া উত্তর দিল, "যেতে পারবোনা।"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কালাচাঁদ বলিল, "বুঝেছি, তুমি আমার ঘরে আর যাবে না। কিন্তু আমি কি দোষ করেছি পার্ব্বতি?"

পার্ব্বতী ধপ্ করিয়া স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল ; আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ওগো, দোষ তোমার নাই, দোষী আমি নিজে। জগতে যদি কোথাও আমার মাথা রাখবার ঠাঁই থাকে, তবে সে তোমার ঘর। কিন্তু আমি সেখানে যেতে পারবোনা, আমাকে তুমি যেতে ব'লোনা।"

টপ্ টপ্ করিয়া কয়েকবিন্দু তপ্ত অশ্রু কালাচাঁদের পায়ের উপর পড়িল। কালাচাঁদ সচকিতে পা সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদচো পার্ব্বতি ?"

"না" বলিয়া পার্ব্বতী চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কালাচাঁদ বাঁহাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল, "তুমি এখন না যাও না যাবে ; কিন্তু তোমাকে একটা কথা ব'লে রাখি পার্ব্বতী। আমার ওপর তোমার যতই দুঃখ যতই অভিমান থাক্, আমার ঘর তোমার নিজের ঘর ; আর ভায়ের ঘর—তুমি যতই আপন ব'লে ভাব, সেটা হচ্চে পরের ঘর।"

পার্ব্বতী নতমুখে দাঁড়াইয়া আঙ্গুল মট্‌কাইতে লাগিল। কালাচাঁদ বলিল, "একটা মেয়েলি কথা আছে, ভায়ের ভাত, ভাঁজের হাত।' ভাই আপনার, কিন্তু ভাজ পরের মেয়ে, তার সঙ্গে চিরকাল বনিবনাও হ'তে পারে না।"

চিরকালের কথা দূরে যাক্, এখনই যে বনিবনাও হয় না! কালাচাঁদ কি সর্ব্বজ্ঞ ? তাহার এই তীক্ষ্নদর্শিতায় পার্ব্বতী মনে মনে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিলেও মুখে কিন্তু সেকথা স্বীকার করিতে পারিলনা ; কুঞ্চিত ললাটে ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "যদি বনিবনাও না

হয়, এখানে ভাত এক মুঠো না পাই, তখন তোমার ঘর তো রয়েছেই।"

কালাচাঁদ হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "একেই বলে মেয়েমানুষ! আমি কি তোমাকে পেটের ভাতের কথা বল্‌ছি? ভিক্ষা ক'রেও লোকে পেটের ভাতের যোগাড় করে।"

ভ্রুকুটী করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "ভায়ের ভাত ঠিক ভিক্ষার ভাত নয়।"

সহাস্যে কালাচাঁদ বলিল, "কিন্তু স্বামীর ভাতের মত জোরের ভাতও নয়। তার ওপর—"

বক্তব্য শেষ না করিয়াই কালাচাঁদকে থামিতে দেখিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তার ওপর কি?"

কালাচাঁদ বলিল, "রাগ ক'রো না পার্ব্বতী, তার ওপর বাঁশী তোমার সহোদর ভাই নয়।"

তাহার মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জোরগলায় পার্ব্বতী উত্তর করিল, "বাঁশীকে আমি সহোদর ভাই ব'লেই মনে করি।"

কালাচাঁদ শান্ত গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "সহোদর ভাই কেন, বাঁশীকে তুমি পেটের ছেলের চেয়েও বেশী আপন মনে কর! কিন্তু তুমি মনে কর ব'লে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া পার্ব্বতী বলিয়া উঠিল, "বাঁশীও দিদি ভিন্ন কিছু জানেনা।"

"আর তার বৌ?"

"সে কোথাকার কে?"

"বড় কোথাকার কে নয়, সে বাঁশীর স্ত্রী।"

"রোষ-তীব্রকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিয়া উঠিল, "তুমি কি আমাদের ভাই-বোনের মধ্যে মনোবিচ্ছেদ ঘটাতে এসেছ ?"

কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "তাতে আমার লাভ ?"

কর্কশকণ্ঠে পার্ব্বতী উত্তর করিল, "বোধ হয় তোমার দ্বিতীয়পক্ষের চাকরাণী বা রাঁধুনীর দরকার হয়ে পড়েছে।"

কালাচাঁদের মুখখানা কালো মেঘের মত অন্ধকার হইয়া আসিল। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য ; মুহূর্ত্তপরেই সে আবার হাসিয়া উঠিল ; হাসিতে হাসিতে ধীর প্রশান্তকণ্ঠে বলিল,"তা নয় পার্ব্বতী, তুমি আমার স্ত্রী বলেই তোমাকে এত কথা বুঝিয়ে বলছি। তোমাকে লাঞ্ছনা বা অপমান ভোগ কত্তে হ'লে তাতে আমারও লাঞ্ছনা, আমারও অপমান।"

শ্লেষ-তীব্রস্বরে পার্ব্বতী বলিল, "সত্যি ?"

কালাচাঁদ বলিল, "সত্যি মিথ্যে তুমি তোমার নিজের মন দিয়েই বুঝে দেখতে পার। ধর, আমার সঙ্গে তোমার এখন কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু কা'ল যদি শোনো, আমার কঠিন অসুখ হয়েচে, আমি বাঁচবো না—"

সকোপদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তর্জ্জনসহকারে পার্ব্বতী বলিল, "আমি তোমার কথা শুনতে চাই না।"

বলিয়া সে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া ক্রোধ-গম্ভীরপদক্ষেপে প্রস্থানোদ্যত হইল। কালাচাঁদ হাসিয়া বলিল,"আচ্ছা, আমার ককখনো "অসুখ-বিসুখ হবেনা, আমি চিরকাল অক্ষয় অমর হয়ে বেঁচে থাকবো। এখন আমার একটা কথা শুনে যাও।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা বল।"

কালাচাঁদ বলিল, "আমার অনুরোধে—আমার সন্তোষের জন্য এক দিনের তরেও কি তুমি যেতে পারবে না?"

দৃঢ়স্বরে "না" বলিয়া পার্ব্বতী বেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কালাচাঁদ ম্লানমুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন সকালে বাড়ী যাইবার সময় কালাচাঁদ বাঁশীকে ডাকিয়া বলিল, "কি হে বাঁশি, খোকার ভাতে তোমার দিদি তো যেতে পারবে না, তুমি যাবে কি?"

মস্তক আন্দোলনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বাঁশী উত্তর করিল, "হুঁ", খুব যেতে পারবো।"

কালাচাঁদ তখন যাইবার জন্য বাঁশীকে বারবার অনুরোধ করিয়া প্রস্থান করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বেণী পিসীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁ পিসি, সৃষ্টিশুদ্ধ লোকের বিয়ে হয়ে গেল, আর আমিই কি চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকবো?"

একটু রাগতভাবে পিসী বলিলেন, "তুই চিরকাল আইবুড়ো থাকবি কেন? বিয়ে করলেই তো পারিস্। আমি তোকে বিয়ে কত্তে ধ'রে রেখেছি?"

বেণী বলিল, "ধরেও রাখনা, বিয়ের কোন চেষ্টাও করনা।"

রুক্ষস্বরে পিসী বলিলেন,"আমি মেয়েমানুষ, আমি কি চেষ্টা করবো বল্‌তো?"

মুখ খিঁচাইয়া বেণী বলিল, "ও, ভারী-ই মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ ব'লে চেষ্টা কত্তে নাই কি? এই যে বাঁশীর বোন, সেও তো মেয়েমানুষ,—সে চেষ্টা ক'রে বাঁশীর বিয়ে দিলেনা?"

পিসী। তার পয়সার জোর ছিল, আমার পয়সা কোথায়?

বেণী। কেন, তোমার পয়সা কি হ'লো? পয়সায় আগুন লেগে গেল না কি?

তর্জ্জনসহকারে পিসী বলিলেন, "পয়সায় আগুন লাগবে কেন, যে দু'পয়সা ছিল, তা তোর পেটেই দিয়েছি। তুই যদি মানুষ হতিস, দু'পয়সা রোজগার কত্তে পারতিস্, তাহ'লে আজ তোর বিয়ের ভাবনা কি?"

গম্ভীরভাবে বেণী বলিল, "বাঁশীর চেয়ে আমি অক্ষম না কি? না তার চেয়ে লেখাপড়া কম জানি। আমি মনে করলে মাসে একশো টাকা রোজগার কত্তে পারি, তা জান?"

পিসী। পারিস্ তো করিস না কেন?

বেণী। কেন করি না, তুমি তার কি বুঝবে? পরের গোলামী আমি কত্তে পারবো না।

পিসী। তা পারবি কেন, পারবি শুধু ইয়ারকি দিয়ে ঘুরে বেড়াতে। গোলামী না করলে পয়সা রোজগার হবে কোথা হ'তে?

বেণী। পয়সা রোজগার কেবল গোলামীতেই হয় নাকি? তুমি তো কিছু বোঝনা পিসীমা, এই গোলামী ক'রেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল।

শ্লেষের স্বরে পিসীমা বলিলেন, "তা গেল বৈ কি! ঐ যে চুনি হাজরা গোলামী ক'রে একমাসে একশো-দেড়শো টাকা রোজগার কচ্ছে, তোর পিসে গোলামী ক'রে কিছু রেখে গিয়েছিল ব'লেই তুই মানুষ হ'লি।"

দুঃখ-গম্ভীরমুখে বেণী বলিল, "তোমাকে এসকল কথা আমি বোঝাতে পারবো না। তুমি তো খবরের কাগজ পড়নি, দেশের কোন খবরও রাখ না। তুমি খবর রাখ কেবল পুকুরঘাটের, আর ভাতের হাঁড়ীর।"

বেণীর কথায় পিসীমার হাসি আসিল। তিনি হাসি চাপিয়া বলিলেন, "তা ভাতের হাঁড়ী ছেড়ে আমি রাজ্যিশুদ্ধ খবর রাখবো নাকি?"

দুঃখিতভাবে বেণী বলিল, "রাখাই তো উচিত। আর তা রাখতে পারলে তুমি জান্‌তে যে দেশের হাওয়া ফিরে গিয়েছে, সে গোলামীর কাল—"আপকা-ওয়াস্তের" যুগ আর নাই! এখন দেশের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার ছায়া; গোলামী ছেড়ে সকলেই স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। এখন সকলেই চায়, স্বাধীন ব্যবসা, স্বাধীন কাজ।"

পিসী বলিলেন, "তা তুইও তেমন কাজ করলে পারিস্?"

সগর্ব্বে মস্তকসঞ্চালন করিয়া বেণী বলিল, "আমিও তা করবো না মনে কর নাকি? দিনকতক সবুর কর না; বাবা আগে চোক বুজ্‌ক। তারপর ঐ সব জমি নিয়ে আমি 'এগ্রিকাল্‌চারের' উন্নতি কি রকমে কত্তে হয়, তা দেখিয়ে দেব।"

বেণীর উক্তির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি রে?"

বেণী বলিল, "এগ্রিকাল্চার—চাষ, চাষ।"

পিসী। ওঃ, চাষ করবি?

বেণী। হাঁ, চাষ করবো। কিন্তু যেমন তেমন চাষ নয়, 'সায়ান্টিফিক্' প্রক্রিয়ায় চাষ। তাতে হবে কি জান? দেশের মধ্যে একটা বিস্ময়ের সাড়া প'ড়ে যাবে; এখন যে জমিতে দশমণ ধান হয়, সেই জমিতে দু'শোমণ ধান হবে। এখন যাতে পাঁচমণ কলাই জন্মে, তখন সেই জমি হ'তে পাঁচশোমণ কলাই পাওয়া যাবে।

বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া পিসী বলিলেন, "বলিস কিরে বেণী, তাও কি কখন হয়?"

গর্ব্বপ্রদীপ্ত মুখে বেণী বলিল, "হয় কি না হয় দেখিয়ে দেব। যদি বেঁচে থাক পিসি, তবে তখন বলবে, হাঁ, বেণীর মুখেও যা, কাজেও তাই।"

বিস্ময়বিস্ফারিতদৃষ্টিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া পিসী আহ্লাদে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "আহা, তাই হোক্ বাছা, তাই হোক্! ভগবান্ কি তেমন দিন করবেন?"

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বেণী বলিল,"ড্যাম্ ভগবান! যারা মুর্খ, চাষা, তারাই ভগবান মানে, অদৃষ্টের দোহাই দেয়। আমি ওসব মানি না; আমি মানি নিজের চেষ্টা—নিজের অধ্যবসায়; ট্রাই এগেন্—ট্রাই এগেন্। ভগবানের ক্ষমতা কি? আমি চেষ্টা না করলে ভগবান্ কি আমাকে দিতে পারে?"

বেণীর এই নাস্তিকতায় শঙ্কিত হইয়া পিসী ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "অমন কথা কি বলতে আছে বাবা, ভগবানের দয়া না হ'লে কি কিছু হয়?"

ক্রুদ্ধভাবে বেণী বলিল, "রেখে দাও তোমার ভগবানের দয়া। ভগবান্ কা'ল আমাকে দশহাজার টাকা পাইয়ে দিক্ দেখি?"

পিসী বলিলেন, "তা তিনি মনে করলে কি না কত্তে পারেন? তিনি ভিখারীকে রাজা, রাজাকে ভিখারী করেন।"

রাগে মুখ খিঁচাইয়া বেণী বলিল, "হাঁ করেন! ঐ এক কেমন তোমাদের দোষ, 'সেল্‌ফ ডিপেণ্ডেন্‌স্'—স্বাধীনতাকে কিছুতেই তোমরা মাথা তুলতে দেবে না, খেতে শুতে পরতে পরাধীনতা। তা এটা শুধু তোমার দোষ নয় পিসী, এই পরাধীনতা রোগটা দেশের মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করেছে।"

দেশের দুরাবস্থা-স্মরণে বেণী বিষাদগম্ভীরমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। আর পিসী ভ্রাতুষ্পুত্রের এই নাস্তিকতা দর্শনে ভীত হইয়া মনে মনে ভগবানের নিকট তদীয় অপরাধ মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেন।

বেণী কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া পিসীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যাক্, এখন যে কথা বল্‌ছিলাম। বিয়ের চেষ্টা তুমি করবে কি না বল দেখি?"

চিন্তিতভাবে পিসী বলিলেন, "চেষ্টা করবো না কেন, কিন্তু টাকা চাই তো। যেমন হোক দু'একখান গয়না দিতে হবে, ঘর-খরচও কিছু আছে। এসব আসবে কোথা থেকে?"

রাগে ভ্রূকুটী করিয়া বেণী বলিল, "চুলো থেকে আস্‌বে। কেন, তোমার হাতে কি দু'একশো টাকাও নাই?"

আক্ষেপসহকারে পিসী বলিলেন, "হায় হায়, দু'টো টাকা নাই; দু'একশো টাকা হাতে থাকলে কি এই বয়সে আমাকে গতর খাটিয়ে পেট চালাতে হয়?"

ক্রোধগম্ভীরস্বরে বেণী বলিল, "ঐ পেটেই আগুন লেগেছে। রাগ ক'রো না পিসীমা, তুমি একা যা খাও, তাতে তিনটে লোকের পেট চ'লে যায়। এত খাওয়ায় কি হাতে পয়সা থাকে?"

ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় অন্তরে নিদারুণ আঘাত পাইয়া দুখবিমলিনমুখে পিসী বলিলেন, "আমি একাই খাই রে বেণী, তুই খাস্ না? তুই দু'বেলা খাস্, আমার এক বেলা এক মুঠো।"

মাথা নাড়িয়া বেণী বলিল, "ঐ একবেলাতেই তুমি সাতবেলার খাওয়া খেয়ে নাও। চুলোয় যাক্, তোমার আর বিয়ের চেষ্টা দেখতে হবেনা, পারিতো নিজের চেষ্টাতেই বিয়ে করবো।"

পিসী বলিলেন, "সে তো বাছা খুব ভাল কথা!

বেণী বলিল, "ভালই হোক আর মন্দই হোক, দেখ, এক বছরের ভিতর বিয়ে কত্তে পারি কিনা। বাঁশীর সঙ্গে যুক্তি করেছি, একটা কারবার করবো।"

পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কারবার রে বেণি?"

বেণী বলিল, "খুব ভাল কারবার। লোকসানের ভয় একটু নেই, ষোলআনা লাভ। এখানে তেঁতুলের দর কত বল দেখি?"

পিসী। দেড়পয়সা দু'পয়সা সের।

বেণী। কিন্তু কলকাতায় তার দর চারআনা পাঁচ আনা। দেশ থেকে তেঁতুল কিনে কলকাতায় চালান দেব। ধর, এখানে একটাকা মণ তেঁতুল কিনে যদি চালান দিই, সেখানে বিক্রী হবে পাঁচ টাকা মণ। খরচ-খরচা বাদ দিলেও লাভ থাকে মণকরা অন্ততঃ তিন টাকা। মাসে যদি একশোমণ তেঁতুল চালান দিতে পারি, তাহ'লে তিনশো টাকা তো বাক্সের মধ্যে।"

প্রচুর লাভের আশায় পিসী আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "তা বুদ্ধি খাটিয়ে কারবার কত্তে পারলে কি আর লাভ হয়না? তবে তেঁতুল কিনতে তো টাকা চাই?"

বেণী বলিল, "কত টাকার দরকার? শ-তিনেক টাকা নিয়ে বসলেই খুব চলে যাবে। বাঁশীর টাকা আর আমার বুদ্ধি। কা'ল যাত্রা শুনতে গিয়ে দুজনে এই যুক্তি ঠিক ক'রে ফেলেছি। বাঁশীও ব'সে ব'সে খায় ব'লে তার দিদি সময়ে সময়ে দু'কথা শুনিয়ে দেয়, বৌটিও নিষ্কর্ম্মা ব'লে তিরস্কার করে। তাই বাঁশীরও জেদ, যে উপায়ে হোক দশ টাকা রোজগার করে।"

চিন্তিতভাবে পিসী বলিলেন, "তা বাঁশীই বা এত টাকা পাবে কোথায়?"

বেণী বলিল, "সে তার দিদির কাছ থেকে যোগাড় করবে। নাহয় বোয়ের গয়না বাঁধা দেবে।"

পিসী বলিলেন,"কিন্তু দেখিস্ বাছা, কারবার কত্তে গিয়ে শেষে যেন দেন্‌দার হ'য়ে পড়িস্ না।"

বেণী হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তুমি যেমন পাগল, আমি হচ্ছি শূন্য বখরাদার, আমার ভাগে শুধু পাওনা; দেনা হয়, বাঁশীর হবে। তুমি কি আমাকে এমনি নির্ব্বোধ মনে করেছ পিসি?"

সাহ্লাদে পিসী বলিলেন, "না বাছা, গোড়া থেকেই তো তোকে চালাক-চতুর বলেই জানি। তা তুই কারবার করবি কর, আমিও এদিকে মেয়ের চেষ্টা দেখি। তুই কি মনে করিস্ বেণী, তুই এমন বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াচ্ছিস্, আমার সেটা দেখতে ভাল লাগছে?

আমারও কি বৌ-মুখ দেখ্‌তে সাধ নাই? তোকে সংসারী দেখে যেতে না পারলে আমার কি মরণেও সুখ আছে বেণি!

স্নেহের উদ্রেকে পিসীমার চক্ষু সজল—কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া আসিল; বেণীও তাহার এই স্নেহে মুগ্ধ হইয়া হর্ষ-প্রফুল্ল-মুখে বলিল, "আমিও কি তা না জানি পিসী, আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে?"

তখন পিসী-ভাইপোর মধ্যে আপোষ হইয়া গেল। পিসী ভাইপোর জন্য ও ভাইপো পিসীর জন্য সর্ব্বদা কতটা চিন্তিত, উভয়ে তাহাই ব্যক্ত করিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বাঁশী নিমন্ত্রণরক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল, এবং আসিয়া সরকার মশায় ও তদীয় দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর মধুর ব্যবহার পার্ব্বতীর নিকট কীর্ত্তন করিতে থাকিল। পার্ব্বতী খোকার কথা জিজ্ঞাসা করিল; খোকা কেমন হইয়াছে, বসিতে পারে কিনা, দাঁত বাহির হইয়াছে কি হয় নাই, বেশী কাঁদে কিনা ইত্যাদি অনেক কথা বাঁশীর নিকট হইতে আগ্রহসহকারে জানিয়া লইল। পার্ব্বতী নিজের হাতের দুই গাছা চুড়ী ভাঙ্গিয়া খোকার গলার একটি পদক গড়াইয়া দিয়াছিল, এবং তাহার এক পিঠে খোদাই করিয়া লইয়াছিল, 'খোকার মা'। সেই পদক দেখিয়া সরকার মশায় কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, খোকার মা খোকার গলায় সেই পদক ঝুলাইয়া দিয়া সগর্ব্বে তাহা সকলকে দেখাইয়া বেড়াইয়াছিল, এবং পার্ব্বতীকে প্রকৃতপক্ষে খোকার মা বলিয়া

মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিয়া বাঁশী দিদিকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। খোকার কথা—খোকার মায়ের কথা শুনিতে শুনিতে পার্ব্বতীর বুকটা যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিল। সঙ্গে সঙ্গে খোকাকে ও সপত্নীবিদ্বেষবর্জ্জিতা সরলপ্রাণ খোকার মাকে একবার দেখিবার জন্য চিত্তটা উৎসুক হইয়া উঠিল।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে বাঁশি, আমি যাইনি ব'লে কেউ কিছু বললে?"

বাঁশী বলিল, "বলেনি আবার? রমা-দিদি আমার কাছে দুখ্যু কত্তে লাগলো।"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "রমা-দিদি কে রে?"

তাহার এই অজ্ঞতায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বাঁশী বলিল, "বাহবা, তাও বুঝি জাননা? খোকার মা। খোকার মায়ের নাম যে—রমা। তা রমা-দিদি আমাকে দাদা বলতো, আমিও তাকে রমা-দিদি বল্‌তাম। রমা-দিদি কিন্তু চমৎকার মেয়ে! কি আদর, কি যত্ন, যেন মায়ের পেটের ভাই। যেটা সবচেয়ে বড় মাছের মুড়ো, সেটা দাদার পাতে; সব চেয়ে সরেশ সন্দেশ যা, তাই দাদার জলখাবার। মাইরি দিদি, আমার আরো দিনকতক থাকতে ইচ্ছা ছিল।"

হাসিতে হাসিতে পার্ব্বতী বলিল, "তা থাক্‌লি না কেন?"

বাঁশী বলিল, "থাকতাম, কিন্তু কুটুমবাড়ী, তার ওপর সেই বুড়ী পিসীটার থ্যাক্‌থ্যাকানি আমার মোটেই ভাল লাগতো না।"

কুঞ্চিতললাটে পার্ব্বতী বলিল, "চুলোয় যাক্ বুড়ী পিসী! এখন তোর রমা-দিদি তোর কাছে কি দুখ্যু করলে, তাই বল্।"

বাঁশী বলিল, "কত দুখ্যু! সবকথা কি আমার মনে আছে?

বলে, "হাঁ দাদা, আমিই নাহয় দিদির পর, কিন্তু ছেলেটা তো পর নয়। তাকে একবার দেখতে, তাকে আশীর্ব্বাদ কত্তেও কি একবার আসতে পারলে না? আমি তো জানতুম, খোকার ভাতে দিদি না এসেই থাকতে পারবে না। কিন্তু উনি যখন এসে বললেন, দিদি আস্‌বেনা, তখন এমনি ইচ্ছা হ'লো আমি নিজে একবার ছুটে যাই, নাহয় মরবার উপায় থাকলে আমি মরি। আমি না ম'লে তো দিদি আসবে না। বল্‌তে বল্‌তে মাইরি দিদি, সে কেঁদে ফেললে।"

পার্ব্বতীও তখন কান্নাটা কিছুতেই চাপিতে না পারিয়া, বিড়ালে কড়ায় দুধ খাইতেছে কিনা জানিবার জন্য ছুটিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল, এবং সেখানে একটু দাঁড়াইয়া কান্নাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া পুনরায় বাঁশীর কাছে আসিয়া বসিল।

বাঁশী বলিল, "না দিদি, তোমার ওখানে না-যাওয়াটা ভাল হয়নি।"

মুখে খানিক রাগের ভাব আনিয়া তর্জ্জনসহকারে পার্ব্বতী বলিল, "ভাল তো হয়নি, কিন্তু আমি যাই কি ক'রে বল্ দেখি? তোরা কি আমার কোথাও যাবার উপায় রেখেছিস্?"

বাঁশী বলিল, "কেন দিদি, তুমি গেলে আমরা কি তোমায় ধ'রে রাখতুম?"

পার্ব্বতী ভারীমুখে বলিল, "ধরে রাখবি কেন, আমাকে তো সকল দিক্ বিবেচনা ক'রে যেতে হবে; এ তো আর কুটুম্বিতে কত্তে যাওয়া নয়?"

মাথা নাড়িয়া বাঁশী বলিল, "তা তুমি দু'দিনের জন্যে গেলে কি আট্‌কে যায়?"

ওরে বাঁশী, একদিন তোর দিদিকে ছেড়ে একবেলাও কাট্‌তো না, কিন্তু এখন দু'চার দিন ছেড়েদিলেও আটকায় না! বটে রে নিমক্‌-হারাম! এখন বৌ হয়েছে কিনা, এখন আর দিদিকে দরকার কি? অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "বেশতো, আটকায় না যদি, তাহ'লে দু'দিন কেন দু'মাস আমি সেখানে গিয়ে থাকি না।"

বাঁশী বলিল, "থাকৃতে পার যদি, তাহ'লে স্বচ্ছন্দে গিয়ে থাক না।"

পার্ব্ব। আমি কেন থাকৃতে পার্‌বোনা? সে তো আমারি ঘর, তোরা থাকৃতে পারবি তো?

বাঁশী। না পারি, তোমার কাছে যাব।

পার্ব্ব। আমার কাছে আবার যাবি কেন?

বাঁশী। না থাকৃতে পারলেই যেতে হবে।

পার্ব্বতী এবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তুই যত থাকৃতে পারবি, সে আমি জানি রে বাঁশী, জানি! বাড়ীতে এসে যদি দিদিকে একদণ্ড না দেখতে পাস, তবে চারিদিক অন্ধকার দেখিস্।"

বাঁশী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার মুখের উপর হাস্যপ্রফুল্ল দৃষ্টিস্থাপন করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "সত্যি বাঁশী, এ তোর ভারী অন্যায়। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ডাগরটি হয়েছিস, বিয়ে হয়েছে, বৌ ঘরে এসেছে, এখনো কি সেই ছেলেমানুষটির মত দিদির আঁচল ধ'রে থাকৃবি?"

বাঁশী এবার একটু রাগতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, আর আমি আঁচল ধ'রে থাকবো না, তোমার যেখানে ইচ্ছা, যেতে পার।"

পার্ব্বতী বলিল, "বেশ, এই কথাতো! তাহ'কে আমি এক জায়গাতেই প'ড়ে থাকি কেন? এখানে ছ'মাস থাকি তো সেখানে ছ'মাস থাকবো।"

ঈষৎ হাসিয়া বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যাবে?"

পার্ব্বতী বলিল, "যেদিন হয়। সত্যি বাঁশী, খোকাকে একবার দেখতে বড্ড সাধ হয়।"

বাঁশী বলিল, "সাধ হয়, একবার দেখে এসনা। ভাল কথা, রমা-দিদি কি বলেছে জান?"

পার্ব্ব। কি বলেছে রে!

বাঁশী। বলেছে যে, তুমি যদি না যাও, রমা-দিদি নিজে খোকাকে নিয়ে এখানে আসবে।

পার্ব্ব। হাঁ, আসবে।

বাঁশী। তামাসা নয় দিদি, সত্যিই আসবে। বলেছে, দিদি যখন এসে পায়ের ধুলো দিলেনা, তখন আমি নিজে গিয়ে জোর ক'রে পায়ের ধূলো নিয়ে আসবো।

পার্ব্বতীর মুখখানা যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সপত্নীকে দেখিবার জন্য রমার এত আগ্রহ কেন? কি রকম মেয়ে সে? সপত্নীবিদ্বেষ কি তাহার মনে স্থান পায়না? একটু ভাবিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে বাঁশী, তোর রমা-দিদি কেমন রে?"

বাঁশী বলিল, "কেমন আবার, এই যেমন পাঁচটা মেয়ে, তেমনি।"

পার্ব্ব। আমার মতন, না আমার চেয়ে দেখতে ভাল?

বাঁশী। আরে না না, দেখতে মোটেই ভাল নয়। বোসেদের ছোট বৌকে দেখেছ?

পার্ব্ব। ঐ রকম কালো?

বাঁশী। হাঁ, পায়ের রং ঐ রকম। তবে অমন মোটা সোটা নয়, রোগা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, মুখটা একটু লম্বা, কপালটা উঁচু। দেখতে মোটেই ভাল নয় দিদি, তবে তার মনটি খুব ভাল।

বিদ্রূপের স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "ওঃ, এই তোর কাল-পেঁত্নী রমা-দিদি, তারই এত সুখ্যাতি! আমি ভেবেছিলাম,না জানি কি চমৎকার মেয়ে সে!"

গম্ভীরমুখে বাঁশী বলিল, "দেখতে চমৎকার না হোক, বলেছি তো তার মনটি কিন্তু চমৎকার! তুমি যদি একবার তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও, তাহ'লে তাকে কখনো ভুলতে পারবে না।"

পার্ব্বতী হাসিয়া বলিল, "এমনই যদি তবে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়েও কাজ নেই, সে ভাল আছে, ভালই থাক, আমি মন্দ—মন্দই থাকি। শেষে তার ভাবনা ভাবতে ভাবতে কি পাগল হয়ে যাব!"

পাগল হইবার আশঙ্কা থাকিলেও পার্ব্বতী রমার কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। সাংসারিক কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেও রমার অস্বাভাবিক সপত্নীপ্রীতিটা তাহার মনের ভিতর জাগিয়া উঠিয়া মনটাকে যেন নিতান্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল। পার্ব্বতী জোর করিয়া সে চিন্তাটাকে মন হইতে দূর করিতে চেষ্টিত হইল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইলনা; সে চেষ্টার ফলেই যেন স্বপত্নী-চিন্তাটা তাহার মনের সঙ্গে আরও দৃঢ়-ভাবে জড়াইয়া যাইতে থাকিল। ইহাতে পার্ব্বতী যেন নিতান্ত উত্যক্ত হইয়া পড়িল।

উত্যক্ত হইলেও পার্ব্বতী কিন্তু এই চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলনা। রাত্রিতে কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া সে যখন নিশ্চিন্তভাবে

শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন রমার কথা আসিয়া তাহার নিশ্চিন্ত চিত্তকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। আচ্ছা, কি রকম মেয়ে সে! হাজার হউক পার্ব্বতী তাহার সপত্নী—স্বামীপ্রেমের অংশীদার। ভাগ্যবলে অংশীদার নিজের প্রাপ্য ছাড়িয়া দিয়া তাহাকেই সম্পূর্ণ স্বত্ব উপভোগের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছে। কিন্তু সে স্বেচ্ছায় স্বীয় সৌভাগ্যাকাশে দুর্ভাগ্যের কাল-মেঘ ডাকিয়া আনিতে চাহে কেন? সপত্নীকে আদর করিয়া লইয়া গিয়া স্বামি-প্রেমের অংশ দিতে এত উৎসুক কেন? এত সরল—এতটা উদার প্রাণ তাহার? সপত্নী-বিদ্বেষ কি তাহার মনে একটুও স্থান পায় না? কি রকম মেয়েমানুষ সে? তাহার প্রাণটা কোন্ ধাতু দিয়া গড়া? পার্ব্বতী তো কৈ মনের ভিতর এতটা সরল—এতটা উদারতা আনিতে পারে নাই, স্বামি-প্রেমের অংশভাগিনী সপত্নীকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে সমর্থ হয় নাই? বরং সে সপত্নির উপর সম্পূর্ণ বিদ্বেষই পোষণ করিয়া আসিতেছে। সতীন—যাহার নামে গায়ে কাঁটা দেয়, তাহাকে ভালবাসিবে, আদর করিয়া স্বামি-প্রেমের অংশ দিবে, এতটা মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে সে কখনও পারিবে কিনা সন্দেহ। তবে কি সেই কালো কুৎসিত মেয়েটা এতটা উচ্চ, এত মহৎ, আর তাহার কাছে পার্ব্বতী এত ক্ষুদ্র, এত নীচ? ছি ছি, কি বিষম লজ্জার কথা!

তা নয়, সে মেয়েটা দেখিতে যেমন, তাহার বুদ্ধিটাও সেই রকমই। নির্ব্বোধ—নিতান্ত নির্ব্বোধ সে। সতীন যে কি জিনিষ, তাহা সে জানেনা, তাহার মোটা বুদ্ধিতে আসেই না। চিরদিন সে অখণ্ড স্বামি-প্রেম ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে প্রেমের অংশ ছাড়িয়া দেওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা সে বুঝিতে পারে না! এইজন্যই সে

পার্ব্বতীকে লইয়া যাইতে এত সমুৎসুক। মনে করিয়াছে, সপত্নী একটা আমোদজনক বস্তু। কিন্তু সুন্দরদর্শন কাল-ফণিনীর ন্যায় সেই সপত্নী যখন তীব্র হলাহল উদ্গীরণ করিবে, তখন সেই নির্ব্বোধ মেয়েটা সপত্নী কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারিবে, আর নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া হায় হায় করিয়া মরিবে।

রমাকে নির্ব্বোধ ও আপনাকে বুদ্ধিমতী স্থির করিয়া লইয়া পার্ব্বতী নিজের মনকে সান্ত্বনা দিল যে, রমা তাহার অপেক্ষা কোন অংশেই উচ্চ নহে; রমার এই যে সরলতা বা উদারতা, ইহা নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র, বুদ্ধি থাকিলে জানিয়া শুনিয়া সে কখনই আগুনের ভিতর পা বাড়াইয়া দিত না। অগ্নির দাহিকাশক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির আগুনে হাত বাড়াইয়া দেওয়াকে সাহস বলা যায় না, নির্ব্বুদ্ধিতাই বলা যায়।

এইরূপে রমাকে নিজের অপেক্ষা হীন ভাবিয়া লইয়া পার্ব্বতী মনকে সান্ত্বনা দিল, এবং এই সান্ত্বনার ফলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলে সে ধীরে ধীরে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নিদ্রাবস্থায় পার্ব্বতী স্বপ্ন দেখিল, যেন হঠাৎ একদিন খোকাকে লইয়া রমা সেখানে উপস্থিত হইয়াছে এবং পার্ব্বতীর সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছে, 'আমি এসেছি দিদি।"

পার্ব্বতী বাঁশীর বর্ণিত চেহারা দেখিয়া চিনিতে পারিল, এই সেই রমা। রমার এই আকস্মিক উপস্থিতিতে, পার্ব্বতী এত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িল যে, কি বলিবে কি করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া যেন হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই হতবুদ্ধিতা দর্শনে রমা উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমাকে

চিন্‌তে পাচ্ছোনা দিদি, আমি তোমার সতীন যে। দাদা কোথায় গেল? সে আমাকে চেনে, আমি তো ব'লেই দিয়েছিলাম, তুমি যখন সেখানে গেলে না, তখন আমি নিজেই তোমার পায়ের ধুলো নিতে যাব। তাই আমি খোকাকে নিয়ে নিজে এসেছি। এখন তোমার পায়ের ধূলো একটু দাও তো, খোকার মাথায়, নিজের মাথায় দিই!"

পার্ব্বতী সবিস্ময়ে রমার সরল সহাস্য পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ কি, কালো মুখে এত সৌন্দর্য্য, এত মাধুর্য্য, এত প্রফুল্লতা! আর পার্ব্বতীর নিজের মুখ? তাহা যে বিদ্বেষের কালিমায় মলিন, অন্তর ঈর্ষার পূতিগন্ধে অপবিত্র! সে কি এই সরলা হাস্যময়ী ঈর্ষাদেষ-বিরহিতা সপত্নীকে পায়ের ধূলা দিবার উপযুক্ত? না রমা, না রমা, আমিই তোমার পদধূলী গ্রহণের যোগ্য।

রমা হস্ত প্রসারিত করিয়া পায়ের ধূলা লইতে গেলে পার্ব্বতী সসঙ্কোচে সরিয়া গেল। রমা হাসিয়া বলিল, "স'রে গেলে যে দিদি? সতিন ব'লে বুঝি আমাকে পায়ের ধূলাও দেবেনা? তা হবেনা কিন্তু। আমি তোমার পায়ের ধুলো না নিয়ে কিছুতেই ছাড়বো না।"

রমা পুনরায় হস্ত প্রসারণ করিল; পার্ব্বতীও পশ্চাতে কয়েকপদ সরিয়া দাঁড়াইল। রমা কিন্তু ছাড়িল না। সে পায়ের ধূলা লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইল। পার্ব্বতীও যেন নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল, এবং রমার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এবার ছুটিল। রমাও বাম ক্রোড়ে খোকাকে চাপিয়া, দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার অনুসরণ করিল। পার্ব্বতী ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী ছাড়িয়া রাস্তায় পড়িল, তবু যে নিস্কৃতি নাই, রমা খোকাকে কোলে লইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিল। রক্ষা কর্ রমা, রক্ষা কর্!

আমি তোকে পায়ের ধূলো দিতে পারবো না! পার্ব্বতী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কণ্টকাঘাতে পদতল ক্ষত-বিক্ষত হইল, হোঁচট লাগিয়া পায়ের আঙ্গুল ছিঁড়িয়া গেল, ক্ষতস্থান দিয়া রক্তধারা ছুটিতে লাগিল, দরদর ধারায় ঘর্ম্মধারা প্রবাহিত হইয়া পরিধেয় সিক্ত করিয়া দিল। তথাপি বিরাম নাই, ঘর্ম্মাক্ত দেহে শোণিতাক্ত পদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে পার্ব্বতী ছুটিল; ছুটিতে ছুটিতে কত লোকালয়, কত মাঠ-ঘাট, কত খাল-বিল অতিক্রম করিল, তথাপি পার্ব্বতী থামিল না, রমাও তাহার অনুসরণে বিরত হইল না।

ও কি, কালাচাঁদ এখানে আসিল কোথা হইতে? কালাচাঁদ উচ্চকণ্ঠে পার্ব্বতীকে ডাকিয়া বলিল, "থাম পার্ব্বতী, থাম।"

ওগো, পার্ব্বতী যে আর ছুটিতে পারে না। তুমি রমাকে নিবৃত্ত হইতে বল, পার্ব্বতী থামিতে পারিবেনা। ঐ যে রমা তার পায়ের ধূলা লইবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। পার্ব্বতী ছুটিতে ছুটিতেই একবার পশ্চাতে ফিরিয়া রমার দিকে চাহিল; সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষম হোঁচট খাইয়া ঠিক কালাচাঁদের পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। কালাচাঁদ কৌতুকের উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল; সেই সঙ্গে রমাও আসিয়া তাহার উপর পড়িয়া গেল, এবং তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এবার তো ধরেছি দিদি, আর কোথায় পালাবে?"

পার্ব্বতী ব্যাকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ছেড়ে দে সর্ব্বনাশী, ছেড়ে দে, আমি তোকে পায়ের ধূলো দিতে পারবো না।"

কিন্তু তাহার বাক্যস্ফুরণ হইল না, কণ্ঠ হইতে শুধু একটা অস্ফুট

গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইল মাত্র। সে শব্দ শুনিয়া শুধু কালাচাঁদ বা রমা নয়, সমগ্র চরাচর বিকট ধ্বনিতে হাসিয়া উঠিল।

পার্ব্বতীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় রমা! কোথায় কালাচাঁদ! পার্ব্বতী নিজের ঘরে নিজের শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে, প্রভাতের আলো মুক্ত গবাক্ষপথে আসিয়া তাহার শয্যা স্পর্শ করিতেছে। পার্ব্বতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘর্ম্মাক্ত দেহে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। স্নিগ্ধ প্রভাতবায়ু ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার ললাটস্থিত স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পার্ব্বতী দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, "রোদ আসিয়া ঘরের চালে পড়িয়াছে। লক্ষ্মী তখনও উঠে নাই, বাঁশী বাড়ীর বাহিরে একটা লাঠী লইয়া তাহার চালনা শিক্ষা করিতেছে। পার্ব্বতী উঠানে গোবরজল দিয়া রাত্রের এঁটো বাসন ঘাটে ফেলিয়া আসিল এবং তখনও লক্ষ্মীর ঘুম ভাঙ্গে নাই দেখিয়া তাহাকে ডাক দিল। কিন্তু দুই তিন ডাকেও সাড়া শব্দ না পাইয়া ঘরের দরজার কাছে গিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "বৌ, আজ কি তোর ঘুম ভাঙবে না?"

সে খুব ভারীগলায় উত্তর করিল, "না।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে পার্ব্বতী বলিল, "না কি লো, কত বেলা হয়েছে দেখ্ দেখি। এত বেলা পর্য্যন্ত তো কোন দিন পড়ে থাকিস না।"

লক্ষ্মী কোন উত্তর দিল না, কিন্তু যেন একটা চাপা কান্নার শব্দ পার্ব্বতীর কানে আসিল। সে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কাঁদচিস্ নাকি বৌ? ও মা, সত্যিই তো কাঁদচিস্। কেন, কি হয়েছে?"

লক্ষ্মী নিরুত্তর। সে বালিসে মুখ গুঁজিয়া আরও একটু জোরে ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "নাঃ, বেঁশো আমাকে জ্বালিয়ে তুললে। তোকে বকেছে বুঝি? কেন, কি করেছিলি তুই?"

লক্ষ্মীর ক্রন্দনের বেগটা ক্রমেই যেন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পার্ব্বতী তখন তাহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "আচ্ছা, বেঁশোর সঙ্গে আজ আমার বোঝা-পড়া হবে। এখন উঠে আয় তুই।"

বলিয়া সে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া তুলিতে গেল। কিন্তু তার হাত ধরিতেই প্রকোষ্ঠ বলয়শূন্য দেখিয়া গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "ও মা, তোর হাতের বালা গেল কোথায়? কানের মাকড়ী, গলার হার, পায়ের মল কিছুই নাই যে! গায়ের গয়না সব খুলে ফেলেছিস্ কেন?"

চাপা কান্নায় ফুলিতে-ফুলিতে লক্ষ্মী রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সব কেড়ে নিয়েছে।"

বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কেড়ে নিয়েছে! কে কেড়ে নিলে? বাঁশী? গয়না কেড়ে নিলে কেন?"

কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মী বলিল, "বাঁধা দেবে।"

পার্ব্বতী এবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, "বাঁধা দেবে? তুই দেখছি নেহাৎ পাগল!"

লক্ষ্মী এবার-রোদন-স্ফীত মুখখানা উপাধান হইতে উত্তোলিত করিয়া উত্তর দিল, "আমি পাগল নই ঠাকুরঝি, সত্যিই বাঁধা দেবে।"

সহাস্যে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, বাঁধা দিয়ে কি করবে শুনি, মদ-ভাং খাবে ? না বাবুয়ানা করবে ?"

লক্ষ্মী উঠিয়া বসিল ; এবং আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "মদও খাবে না, খাবুয়ানাও করবে না, ব্যবসা করবে।"

পার্ব্ব। ব্যবসা ! কি ব্যবসা করবে ?

লক্ষ্মী। তেঁতুলের ব্যবসা। বেণী মাষ্টারের সঙ্গে তেঁতুলের ব্যবসা করবে।

পার্ব্ব। কে বললে তোকে ?

লক্ষ্মী। যে ব্যবসা করবে, সে।

পার্ব্ব। কৈ, আমাকে তো কিছু বলেনি ?

লক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল। পার্ব্বতী বলিল, "আচ্ছা, বাঁশীকে ডেকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, সে কি ব্যবসা করবে।"

কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মী বলিল, "যে ব্যবসাই করুক, আমার গয়না যদি বাঁধা দেয়, তাহ'লে আমি গলায় দড়ি দোব, আফিং খেয়ে মরবো, তা বলে রাখছি।"

হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "না না, এত কষ্ট কোরে তোকে মত্তে হবে না। ব্যবসাই যদি করে, তাতে তোর গয়নাই বাঁধা দিতে হবে কেন ? ভয় নাই তোর, এখন উঠে আয়।"

তাহার নিকট অভয় পাইয়া লক্ষ্মী উঠিয়া আসিল, এবং মুখে হাতে জল দিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইল।

পার্ব্বতী ব্যাপার কি জানিবার জন্য কৌতুহলান্বিত হইয়া বাঁশীকে

ডাকিতে গেল। কিন্তু তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইলনা। অগত্যা তাহাকে তখনকার জন্য কৌতুহল চাপিয়া রাখিতে হইল।

মধ্যাহ্নকালে বাঁশী খাইতে বসিলে পার্ব্বতী তাহার সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে বাঁশী, তুই ব্যবসা করবি নাকি শুন্‌ছি ?"

বাঁশী বলিল, "হাঁ, তেঁতুলের ব্যবসা করবো।"

কৌতুহলান্বিতভাবে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তেঁতুলের ব্যবসা আবার কি রে ?"

বাঁশী বলিল, "এখান থেকে তেঁতুল কিনে কলকাতায় চালান দেব।"

পার্ব্বতী বলিল, "তাতে কি হবে ?"

বাঁশী বলিল, "লাভ হবে, আর কি হবে ?"

বাঁশী তখন ব্যবসা-সংক্রান্ত সকল কথা পর্ব্বতীকে বুঝাইয়া বলিল, পার্ব্বতী শুনিয়া চিন্তিতভাবে বলিল, "লাভ আছে বটে, কিন্তু এসব ব্যবসা বাণিজ্য করা কি তোর কাজ! কত চালাক-চতুর হ'লে, কত খাটলে তবে ব্যবসা হয়।"

বাঁশী বলিল, "বেণীমাষ্টার কাজ কর্ম্ম সব দেখবে। যে লাভ হবে, তার সিকি তাকে দিতে হবে।"

পার্ব্ব। কিন্তু যদি লোকসান হয় ?

বাঁশী। সে কপাল।

একটু ভাবিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তা ব্যবসা করিস্ করবি কিন্তু বোয়ের গয়না সব নিয়েছিস্ কেন ?"

বাঁশী। ব্যবসা কত্তে হ'লে টাকা চাই তো।

পার্ব্ব। তাই বোয়ের গয়না বাঁধা দিয়ে টাকার যোগাড় করবি বুঝি ?

বাঁশী। তা নয় তো টাকা কোথায় পাব?

পার্ব্বতী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, "তা ব্যবসা করবি ব'লে বোয়ের জিনিষ বাঁধা দিতে পারিস্, কিন্তু আমাকে একটা কথাও তো বলিস্ নাই?"

বাঁশী বলিল, "টাকা-কড়ির যোগাড় ক'রে তোমাকে বলবো মনে করেছিলাম।"

পার্ব্বতী বলিল, "বোয়ের গয়না বাঁধা না দিয়ে আমার গয়না বাঁধা দিলেও তো টাকার যোগাড় হ'তে পারতো?"

বাঁশী উত্তর করিল, "তা হ'তেও পারতো, কিন্তু কপালের ফেরে যদি ব্যবসায় লোকসান হয়?"

পার্ব্ব। তাহ'লে আমার গয়নাগুলো বিকিয়ে যাবে এই তো ভয়, না?

বাঁশী। হাঁ।

পার্ব্ব। কিন্তু বোয়ের গয়না কি বিকিয়ে যাবেনা?

বাঁশী। যায়, গেল।

একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পার্ব্বতীর মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। সে কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, "বাঁশী!"

বাঁশী। কি?

পার্ব্ব। আমি তোর কে?

বাঁশী। দিদি।

পার্ব্ব। আপনার দিদি নয়, জাট্‌তুতো বোন, না?

বাঁশী। কি জানি।

পুরুষকণ্ঠে তর্জ্জন করিয়া পার্ব্বতী বলিল,"কি জানি কেন, আমি যে জাট্‌তুতো বোন,—পর, একথা তুই ভাল রকমেই জানিস্; না জান্‌লে আমাকে কোন কথা না ব'লে বোয়ের গয়না নিতে যাবি কেন?"

বাঁশী চুপ করিয়া রহিল। পার্ব্বতী অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাঁশী, আমি কি তোকে কোনদিন পর ব'লে ভেবেছি?"

বাঁশী মুখ তুলিয়া একটু রুক্ষস্বরেই উত্তর করিল, "ভেবেছ বৈ কি।"

অভিমানের উচ্ছ্বাসে পার্ব্বতীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। ভারী গলায় বলিল, "তোকে পর ভেবেছি, এ কথা তুই বললি বাঁশি?"

বাঁশী বলিল, "সত্যি কথা বলবো, তার আর ভয় কি?"

রাগে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে তুই আমাকে পর ভাবতে দেখলি?"

বাঁশী আহার শেষ করিয়া জল খাইতেছিল। জলের গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া সতেজ কণ্ঠে বলিল, "অনেক রকমেই দেখেছি। তার মধ্যে দেখছি এই বৌকে নিয়ে। কথা বাড়িয়ে তুল' না দিদি, বাঁশী হক্ কথা বল্‌তে একটুও ভয় করে না, জান তো?"

বাঁশী উঠিয়া হাত-মুখ ধুইতে চলিয়া গেল; পার্ব্বতী স্তব্ধ নিস্পন্দ হৃদয়ে কাঠের পুতুলের মত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বাঁশীকে সে পর ভাবে? হা ভগবান্, বাঁশী তাহার পর! এই পরের জন্য সে নিজের সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে, স্বামীর ঘর ছাড়িয়াছে, মেয়েমানুষে যাহা পারে না—স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে সপত্নীর হাতে তুলিয়া দিয়াছে। তবু বাঁশীকে সে পর ভাবে? মধ্যাহ্নের প্রখর আলোটা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে যেন নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল, সমগ্র

সংসারটা ভীমবেগে তাহার চারিদিকে ঘুর্ণিত হইতে থাকিল; বুকের হাড়গুলা হইতে মাথার শিরা-উপশিরাগুলা পর্য্যন্ত যেন ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল। পার্ব্বতী অসাড় নিস্পন্দভাবে রৌদ্রদগ্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

খানিকপরে লক্ষ্মী আসিয়া ডাকিল, "ঠাকুর-ঝি!"

পার্ব্বতীর বুঝি তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না; তন্ময়চিত্তে কঠোর প্রত্যাখ্যানক্ষুব্ধ কালাচাঁদের মলিন মুখখানা কল্পনার চক্ষে সন্দর্শন করিতেছিল। সুতরাং লক্ষ্মীর আহ্বান তাহার কানে গেল না। সাড়া না পাইয়া লক্ষ্মী তাহার কাছে গিয়া গা ঠেলিয়া ডাকিল, "ঠাকুর-ঝি, ও ঠাকুরঝি!"

চমকিয়া উঠিয়া পার্ব্বতী উদাসদৃষ্টিতে লক্ষ্মীর মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল; লক্ষ্মী বলিল, "অমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন ঠাকুর-ঝি? আজ কি খেতে হবেনা?"

পার্ব্বতী যেন পুনরায় বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া ব্যস্তভাবে খুঁটি ছাড়িয়া ভাত বাড়িতে গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

তা বাঁশী যে বাস্তবিকই দিদিকে পর ভাবিয়া লইয়াছিল এবং তজ্জন্যই দিদিকে কোন কথা না বলিয়া বা দিদির গহনা না লইয়া লক্ষ্মীর গহনা লইতে গিয়াছিল, তাহা নহে। এতটা অকৃতজ্ঞ সে হইতে পারে নাই। সংসারে যদি সে কাহাকেও আপন বলিয়া ভাবিতে পারে, তবে

সে দিদি ; এমন স্নেহময়ী দিদি যাহার নাই, সে যে কেমন করিয়া এই সংসারে বাঁচিয়া থাকে, তাহাই ভাবিয়া বাঁশী অনেক সময়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইত।

তথাপি সে যে দিদির মুখের উপর এমন কড়া কথাগুলি বলিয়া ফেলিল, সেটা প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের কথা নয় ; কতকটা দুঃখে, কতকটা অভিমানেই এমন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্মী যে ইদানীং পার্ব্বতীকে আদৌ গ্রাহ্য করিত না, এবং সময়ে সময়ে বেশ দুই চারি কথা শুনাইয়া দিত, তাহা বাঁশীর অগোচর ছিলনা। যখন জানিতে পারিত, তখন ক্রোধে বাঁশীর মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, এবং সে আগুনে লক্ষ্মীকে পোড়াইয়া ফেলিবার জন্য সে সমুদ্যত হইয়া পড়িত! কিন্তু পার্ব্বতী যখন বাঁশীর নিকট নিজের এই লাঞ্ছনাকে গোপন করিয়া লক্ষ্মীকে আগুলিয়া দাঁড়াইত, তখন বাঁশীর এই ক্রোধটা গভীর দুঃখে ও অভিমানের আকারে পরিণত হইয়া তাহাকে যেন অধীর করিয়া তুলিত। দিদির এ কিরূপ অবিচার! এই তুচ্ছ বৌটা হইল তাহার আপন, আর বাঁশী হইল পর ; লক্ষ্মীর লাঞ্ছনা সে নীরবে সহ্য করিবে, আর সেই লাঞ্ছনাজনিত দুঃখ বাঁশীর কাছে গোপন করিয়া যাইবে। বাঁশী কি এতই পর যে,তাহার কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে দিদির এত সঙ্কোচ! পার্ব্বতীর উপর অভিমানে বাঁশীর বুকটা ক্ষোভে দুঃখে ফুলিয়া উঠিতে থাকিত।

তা শুধু এই কারণেই যে বাঁশী দিদিকে কিছু না বলিয়া স্ত্রীর গহনা লইয়াছিল, তাহা নহে, ইহার অন্য কারণও ছিল। বাঁশী যে কোন কাজকর্ম্ম করেনা, শুধু বসিয়া বসিয়া খাইয়া মাটী হইয়া যাইতেছে,

পার্ব্বতী সময়ে সময়ে রাগের মাথায় দুঃখ সহকারে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিত। তাহার এই আক্ষেপপূর্ণ মন্তব্য যেন তীব্র তিরস্কারের আকারে বাঁশী গ্রহণ করিয়া লইত। তারপর লক্ষ্মীও প্রবীণা গৃহিণীর মত বাঁশীকে অর্থোপার্জ্জন করিয়া মানুষ হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে থাকিত, এবং মধ্যে মধ্যে তীব্র বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে ছাড়িত না। তাহার এই বাক্যবাণে বাঁশী ক্রমেই যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, দিদির কাছে ইহার কোন প্রতীকারের আশা নাই, ইহা সে বেশ জানিত। কাজেই যে কোন একটা কাজে লাগিয়া লক্ষ্মীর বাক্যবাণের জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বেণীর সহিত পরামর্শ করিয়া পরিশেষে সহজসাধ্য তেঁতুলের ব্যবসা স্থির করিয়া ফেলিল। ব্যবসায়ে টাকা চাই। দিদিকে বলিলে দিদি যাহা হয় একটা উপায় করিয়া দিতে পারে। হাতে টাকা না থাকিলে দিদি অন্ততঃ নিজের গয়নাগাঁটী বাঁধা দিয়াও টাকার উপায় করিবে। কিন্তু সে উপায় বাঁশীর মনঃপূত হইল না। এই টাকা সংগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্মীকে একটু জব্দ করিবার ইচ্ছাও বাঁশীর মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং পার্ব্বতীর অজ্ঞাতসারেই লক্ষ্মীর গহনা বাঁধা দিয়া অর্থ সংগ্রহে অভিলাষী হইল। দিদি জানিলে তো লক্ষ্মীর গহনায় হাত দিতে দিবে না!

এইরূপ ভাবিয়াই বাঁশী পার্ব্বতীকে না জানাইয়াই লক্ষ্মীর গহনাগুলা হস্তগত করিল। অবশ্য সহজে সে হস্তগত করিতে পারিলনা; গহনা দিতে লক্ষ্মী অনেক আপত্তি করিল; প্রথমে তর্জ্জন-গর্জ্জন, শেষে কাঁদাকাটা পর্য্যন্ত করিল। কিন্তু বাঁশী তাহার কোন আপত্তিই শুনিল না, জোর করিয়া তাহার গা হইতে গহনা খুলিয়া লইল।

গহনাগুলা বাঁধা পড়িবার আগেই পার্ব্বতী তাহা জানিতে পারিল বটে, কিন্তু বাঁশীর কথায় সে এমন আঘাত পাইল যে, সেই আঘাত সাম্‌লাইয়া লইয়া বাঁশীর সঙ্কল্পে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে তাহার অনেকটা সময় লাগিল। পরদিন পার্ব্বতী আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া বাঁশীর কাছে যখন গহনা ফিরিয়া চাহিল, তখন বাঁশী গহনা বাঁধা দিয়া ফেলিয়াছে এবং সমস্ত টাকা বেণী মাষ্টারের হাতে দিয়া আসিয়াছে, শুনিয়া পার্ব্বতী রাগিয়া উঠিল, এবং রাগে বাঁশীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু তিরস্কার করিয়াও গহনা ফিরিয়া পাইল না।

গহনা বাঁধা পড়িয়াছে শুনিয়া লক্ষ্মী কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা কুটিয়া বাড়ী যেন মাথায় করিল। বাঁশী কিন্তু তাহার কান্নাকাটিতে ভ্রূক্ষেপ করিল না; বাড়াবাড়ি দেখিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। পার্ব্বতী বৌকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাহার নিকট কতকগুলা রূঢ় কথা শুনিয়া ব্যথিতচিত্তে ফিরিয়া আসিল। সে নিজের গহনা লক্ষ্মীকে দিতে গেল, লক্ষ্মী তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। অগত্যা পার্ব্বতীকে নিরস্ত হইতে হইল।

কাঁদাকাটায় আপাততঃ গহনা ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই দেখিয়া দুই চারিদিন কাঁদিয়া কাটিয়া পরিশেষে লক্ষ্মীকেও চুপ করিতে হইল। বাঁশী মহোৎসবে বেণী মাষ্টারের সহিত মিলিত হইয়া কারবার আরম্ভ করিল।

চারিদিক হইতে রাশি রাশি তেঁতুল আসিয়া পড়িল, তাহা বস্তাবন্দী হইল, তারপর গো-যান ও বাষ্প-যানের সাহায্যে সেই সকল বস্তা কলিকাতায় নীত হইয়া বিক্রী হইতে থাকিল। টাকার সুমিষ্ট ঝন্ ঝন্ শব্দে বাঁশীর চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহার এ আনন্দ স্থায়ী হইল না ; মাস-চারেক পরেই দেখিল, ঝন্ ঝন্ শব্দ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। পরিশেষে হঠাৎ একদিন বেণী আসিয়া বলিল, "আরও কিছু টাকা চাই হে বংশীবদন।"

শঙ্কিতভাবে বাঁশী বলিল, "সর্ব্বনাশ! আর টাকা কোথায় পাব মাষ্টার ?"

গম্ভীরভাবে বেণী বলিল, "টাকা কোথায় পাব বল্‌লে কি কারবার চলে ? যে উপায়ে হোক, টাকার যোগাড় কত্তে হবে।"

বাঁশী একটু রাগতভাবে বলিল, "কি উপায়ে টাকার যোগাড় করব ? চুরি ডাকাতি কত্তে যাব না কি ? কেন, যে চারশো টাকা দিয়েছিলাম, সে টাকা কোথায় গেল ?"

বেণী বলিল, "কোথায় গেল, তার হিসাব নাও না ; খাতা দেখতে পার।"

বাঁশী বলিল, "খাতা পরে দেখবো, এখন মোটামুটি হিসাবটা দাও দেখি।"

বেণী বলিল,"চারশো টাকার মধ্যে একশো টাকা তো মুটে ভাড়া—বস্তা খরিদ—গাড়ীভাড়া—হোটেল-খরচ ইত্যাদি খরচেই গিয়াছে। বিলেত পড়েছে দু'শো টাকা, একশো টাকা ব্যাপারীদের দাদন দেওয়া আছে।"

বিস্ময়াবিষ্টভাবে বেণীর মুখের দিকে চাহিয়া বাঁশী বলিল, "দুশো টাকা বিলেত ! এত টাকা বিলেত ফেললে্ কেন ?"

বেণী বলিল, "বিলেত না ফেল্‌লে কি ব্যবসা চলে ?"

বাঁশী। কিন্তু এবার ব্যবসা চলবে কি ক'রে ?

বেণী। আর কিছু টাকা দিলেই চলতে পারে।

বাঁশী। আর কিছুটা কত শুনি!

বেণী। অন্ততঃ শ'তিনেক। বিলেত যেটা পড়েছে, ঐটাই প'ড়ে থাকবে, দাদনও আর দিতে হবে না। এখন ঐ তিনশো টাকার মাল কেনা-বেচা চলবে।

বাঁশী। কিন্তু আমি আর তিন টাকাও দিতে পারবো না।

বেণী। টাকা দিতে না পার, যা দিয়েছ, সে সব জলে যাবে। কারবার তুলে নিলে বিলেত এক পয়সাও আদায় হবেনা, দাদন ফিরে পাওয়া যাবেনা।

বাঁশী। কিন্তু আগে তো তুমি বলেছিলে, শ'তিনেক টাকা হ'লেই ব্যবসা চলবে। তার যায়গায় আমি চারশো দিয়েছি।

রাগতভাবে বেণী বলিল, "যা দিয়েছ, তার হিসাব নিতে পার। তোমার টাকা আমি খেয়ে ফেলি নাই।"

বাঁশী বলিল, "তুমি খেয়ে ফেলেছ, এমন কথা আমি বলছি না মাষ্টার; কিন্তু আমার তো আর টাকা দেবার উপায় নাই।"

তাহাকে হতাশ দেখিয়া বেণী বুঝাইয়া বলিল, "একেবারে হাল ছেড়ে দিও না বংশীবদন, দিদিকে ধরে টাকার যোগাড় কর। এবার তুমি তিনশো টাকা দিয়ে দেখ, ফি চালানে তোমাকে একশো লাভ দেখিয়ে দিতে পারি কি না।"

অগত্যা বাঁশী গিয়া পার্ব্বতীকে সকল কথা বলিল; শুনিয়া পার্ব্বতী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আমি তো তখনি বলেছিলাম বাঁশী, তোর দ্বারায় ব্যবসা হবে না। আমার কথা না শুনে খাম্‌কা হাজার টাকার জিনিস নষ্ট ক'রে ফেললি।"

দিদির তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইয়া বাঁশী সকাতরে বলিল, "আমি

ঝকমারি করেছি দিদি। এখন টাকাগুলোর যাতে কিনারা হয়, তাই কর।"

পার্ব্বতী বলিল, "কিনারা আর কি, টাকা চাই তো? তা আমার গয়না বাঁধা দিয়ে তিনশো টাকা তোকে দিতে পারি, কিন্তু সে টাকাও যদি এই রকম যায়?"

বাঁশী বলিল, "না দিদি, বেণী মাষ্টার বলেছে, এবার তিনশো টাকা দিলে সে ফি-চালানে আমাকে একশো টাকা লাভ দেবে।"

পার্ব্বতী বলিল, "যেমন চারশো টাকায় তোকে চারগুণ লাভ দিয়েছে, সেই রকম তো? তোর বেণী মাষ্টারকে আমার বিশ্বাস নাই।"

দিদির এই অবিশ্বাস দূর করিবার জন্ত বাঁশী ঘাড় নামিয়ে বলিল, "না দিদি, বেণী মাষ্টার অবিশ্বাসী নয়। এত টাকা যে বিলেত পড়বে, তা ও বেচারীও জানে না।"

পার্ব্বতী বলিল, "এমন বেচারীর ওপর ভার দিয়ে কারবার চালান যায়না। তার চাইতে তুই এক কাজ কর, তোর সরকার মশায়ের কাছে যা।"

বাঁশী ঈষৎ শঙ্কিতভাবে বলিল, "সরকার মশায়ের কাছে গেলে কি হবে?"

পার্ব্বতী বলিল, "তোর চেয়ে, তোর বেণী মাষ্টারের চেয়ে ব্যবসার কাজ ঢের ভাল বোঝে। তাকে সব কথা খুলে বল্। তারপর সে যেমন বলবে, সেই রকম করবি।"

বাঁশী। সরকার মশাই যদি টাকা দিতে বলে?

পার্ব্ব। টাকা দেব।

বাঁশী। দেবে?

পার্ব্ব। নিশ্চয় দেব।

বাঁশী তখন আশান্বিত হইয়া কালাচাঁদের কাছে গিয়া তাহাকে সরল কথা খুলিয়া বলিল। কালাচাঁদ শুনিয়া চিন্তিত হইল এবং বাঁশীর সহিত আসিয়া বেণীর নিকট হইতে খাতাপত্র আনাইয়া তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। তারপর খাতা লইয়া কলিকাতায় গেল এবং দিন-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বাঁশী ও পার্ব্বতী উভয়কেই জানাইল যে, খাতাপত্র সব বাজে; খাতায় যে-সব দোকানদারের নাম আছে, অনেক অনুসন্ধানেও সেই সকল দোকানদার বা দোকানের কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা।··· নং হাটখোলায় গোবর্দ্ধন বাগ বলিয়া কোন দোকানদার নাই, গিরিশ নাগ নামে এক দোকান আছে, কিন্তু তাহার সন্দেশের দোকান, সুতরাং তাহার তেঁতুল কিনিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। নূতন বাজারে হারাধন দে নামে কোনও তেঁতুল বিক্রেতাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলনা। শোভাবাজারেও তাই।······নং মানিকতলায় উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামে এক দোকানদার আছে বটে, কিন্তু তাহার মণিহারীর দোকান; তেঁতুল খরিদের কথা শুনিয়া সে কালাচাঁদকে পাগল বলিয়া এমন ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করিল যে, কালাচাঁদ পলাইয়া আসিতে পথ পায় নাই। অতএব খাতাপত্র মিথ্যা, দোকানদারের নাম সম্পূর্ণ কল্পিত, বিলেতের টাকা সমস্তই বেণী আত্মসাৎ করিয়াছে। শুধু বিলেতের টাকা কেন, বিশ পঁচিশ টাকা বাজে খরচ ছাড়া বাকী সকল টাকাই বেণী হস্তগত করিয়া বাঁশীকে ফাঁকী দিয়াছে।

শুনিয়া বাঁশী রাগে জ্বলিয়া উঠিল এবং বেণীকে এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল দিবার অভিপ্রায়ে একগাছা লাঠী লইয়া ধাবমান হইল।

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কালাচাঁদ বহুকষ্টে তাহাকে ফিরাইয়া প্রবোধ দিয়া বলিল, "দাঙ্গা-হাঙ্গামা ক'রে কোন ফল নাই বাঁশী, তার চেয়ে পার যদি, তার নামে প্রতারণার নালিশ কত্তে পার!"

কিন্তু নালিশ-দরবার করিতে হইলে টাকার দরকার, হাঙ্গামাও অনেক। পার্ব্বতী বলিল, "নালিশ দরবার করলেও যখন তার গ্রাস থেকে টাকা ফিরে পাবার উপায় নাই, তখন শুধু তাকে জেল খাটাবার জন্যে আরও কতকগুলা টাকা খরচ করা মিছে। তার চাইতে জিনিষগুলো যাতে উদ্ধার হয়, তাই করা দরকার।"

কালাচাঁদও এই যুক্তিতে সায় দিল এবং সেইরূই কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ হইল বটে, কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য করা সহজসাধ্য হইল না। চারিশত টাকার যোগাড় করিয়া গয়না উদ্ধার করিবার কোন উপায়ই দেখা গেলনা। এক উপায় জমি বিক্রয়। কিন্তু জমি বেচিয়া গহনা উদ্ধার করিতে বাঁশী রাজী হইলনা। বলিল, "পেট আগে, গহনা পরে। জমি বেচলে সারা বছর খাব কি?" লক্ষ্মী কিন্তু এত ভাবিয়া দেখিল না; সে গহনার শোকে অধীর হইয়া কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। তাহার এই কান্নাকাটিতে জ্বালাতন হইয়া পার্ব্বতী

ভাইকে বলিল, "এক কাজ কর্ বাঁশী, আমার গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে বোয়ের গয়না ছাড়িয়ে নিয়ে আয়।"

বাঁশী বলিল, "বোয়োর গয়নাই গয়না, আর তোমার গয়না কি গয়না নয় ?"

পার্ব্বতী বলিল, "তা হোক, আমার গয়না গেলে আমি এত কাঁদবো না।"

বাঁশী বলিল, "তুমি না কাঁদলেও আমার বোকামির প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে কত্তে দেব না।"

পার্ব্বতী একটু রাগিয়া বলিল, "কেনরে বাঁশী, তুই কি আমার পর ?"

ভারী মুখে বাঁশী উত্তর করিল, "পর না ভাবলে বোয়ের গয়নার বদলে তোমার গয়না নষ্ট কত্তে চাইবে কেন ?"

এ উত্তরে পার্ব্বতী পরাজিত হইয়া নিরস্ত হইল। সে লক্ষ্মীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, আপাততঃ গহনার জন্য দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই। যদিই তাহার গহনাগুলা যায়, পার্ব্বতীর তো দুই চারিখান গহনা আছে, সে গহনা ভবিষ্যতে তাহারই হইবে। সে চেষ্টা করিলে এখন ঐ সকল গহনা নিজের কাছে রাখিতে বা ব্যবহার করিতে পারে। তারপর সুযোগমত লক্ষ্মীর অলঙ্কার উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইবে।

লক্ষ্মী কিন্তু এ সান্ত্বনায় প্রবোধ মানিলনা। তাহার ধারণা, ভাই বোন পরামর্শ করিয়াই তাহার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তারপর এখন তাহাকে নিজের গহনা দিয়া ছেলে ভুলানোর মত ভুলাইয়া রাখিতেছে। ছেলে ভুলানো বৈ কি ; এ গহনায় তো লক্ষ্মীর কোন অধিকার নাই,যখন ইচ্ছা

হইবে, তখনই পার্ব্বতী ইহা কাড়িয়া লইবে। সুতরাং এরূপ পরের সোনা কাণে ঝুলাইয়া ফল কি?

এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মী ননদীর অলঙ্কার লইল না; অধিকন্তু সে মাঠে ঘাটে সকলের কাছে গহনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার দুঃখে অনেকেই সহানুভূতি প্রকাশ করিল; কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, ইহাতে বাঁশীর কোনই দোষ নাই, পার্ব্বতীই বৌটাকে জব্দ করিবার জন্য বাঁশীকে যুক্তি দিয়া এই কাজ করিয়াছে। নতুবা বাঁশীর সাধ্য কি, দিদির অমতে বোয়ের গহনায় হাত দেয়? পার্ব্বতী কি সহজ মেয়ে! যে মেয়ে স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে, স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আসিতে পারে, তাহার অসাধ্য কাজ ভূ-ভারতে কিছুই নাই। কে জানে বৌটাকে সর্ব্বস্বান্ত করা সম্বন্ধে তাহার আর কোন দুরভিসন্ধি আছে কিনা।

যাহারা পার্ব্বতীর অভিসন্ধি বিষয়ে সন্দিহান হইল, তাহাদের মধ্যে সুপ্রবীণা বামুনদিদি বহু গবেষণার পর স্থির করিয়া লইলেন, পার্ব্বতীর অভিসন্ধি আর কিছুই নয়, বেণীকে কৌশলে টাকাগুলা পাওয়াইয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। ঐ যে বেণী দিদি-দিদি করিয়া উহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করে, তাহা বাজে যাওয়া-আসা নয়। টাকার জন্য বেণীর এতদিন বিবাহ হয় নাই, এইবার তাহার বিবাহ হইবে। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, বিবাহেও বোধ হয় আর বিলম্ব হইবেনা। তবে বেণীর বিবাহের জন্য পার্ব্বতীর কেন এতটা কৌশলজাল বিস্তার, তাহা বামুনদিদির মত সরলপ্রাণা নিষ্পাপহৃদয়া রমণীর অগোচর; একমাত্র সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ই তাহা বলিতে পারেন।

কিন্তু অন্তর্য্যামীর মনের কথাটা অনুমান দ্বারা বুঝিয়া লইতে

অনেকেরই বিলম্ব হইলনা। বিশেষতঃ লক্ষ্মী আগেই তাহা বুঝিয়া লইল, এবং অন্যান্য সকলে তাহা বুঝিতে পারিয়াও মুখে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া শঙ্কিতভাবে পরস্পর গা টেপাটেপি করিলেও লক্ষ্মী বেশ স্পষ্টভাবেই পার্ব্বতীর অসাক্ষাতে তাহার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

সংসারে লোকের কেহ শত্রু, কেহ মিত্র থাকে; শত্রু শত্রুতাসাধন করে, মিত্র মিত্রতার কাজ করিয়া যায়। কিন্তু এমনও লোক কতকগুলি আছে, যাহারা একাধারে শত্রু ও মিত্র উভয়ই সাজিয়া পরোক্ষে শত্রুতা বা প্রত্যক্ষে মিত্রতাসাধন করিয়া থাকে। বামুনদিদি অনেকটা এই প্রকৃতির ছিলেন। সুতরাং তিনি অসাক্ষাতে পার্ব্বতীর দোষ কীর্ত্তন করিলেও সাক্ষাতে তাহার হিতৈষণা না করিয়া থাকিতে পারিতেননা। পার্ব্বতীর সহিত দেখা হইলে তিনি লক্ষ্মীর নিন্দা করিয়া বলিতেন, "হাঁ পার্ব্বতী, বৌটা কেমন মেয়ে গা! গেরোর ফেরে গয়নাগুলো নাহয় নিয়েছেই, তা পাঁচজনের কাছে পাঁচকথা ক'য়ে বেড়ালেই কি সেগুলো ফিরে আসবে? না পাঁচজনে তার গয়না ফিরিয়ে এনে দেবে?"

সহাস্যে পার্ব্বতী উত্তর করিল, "বৌয়ের ঐ এক কেমন দোষ বামুনদিদি, গয়না গয়না ক'রেই পাগল।"

নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া বামুনদিদি বলিলেন, "আরে গয়না! গয়না কিসের তরে? সময় অসময়ের তরেই তো। সেবারে পূজোর সময় মেয়েটার তত্ত্ব কত্তে হবে। তা হাতে একটি পয়সা নাই। তোর বামুনদাদা বল্লে, 'গিন্নি, মল তো তুমি আর পরনা, তা মল চারগাছা দাও যদি, তা'হলে বাঁধা দিয়ে মেয়ের তত্ত্ব করি। বোসেদের বাড়ীর

পূজোর দক্ষিণে পেলেই ছাড়িয়ে দেব।' তা আমি ঠাট্টা করে বললুম, 'পূজোর পর ঠিক ছাড়িয়ে দেবে তো?' উনি আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কত্তে গেলেন। আমি বললুম, 'ছি ছি, দিব্যি কত্তে হবে না তোমাকে।' তক্ষুনি মল চারগাছা বার ক'রে দিলুম। তা উনি যা বলেছিলেন, তাই করলেন, পূজোর পরই ছাড়িয়ে এনে দিলেন।"

পার্ব্বতী বলিল, "তা বাঁধা পড়েছে, ছাড়াতে দশদিন দেরী হয়, আমি বলি, তুই আমার গয়না নে। তাও নেবে না, শুধু গয়না-গয়না ক'রে কাঁদাকাটা করবে।"

প্রশংসমান দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া বামুনদিদি বলিলেন, "বলিস কি? তুই নিজের গহনা দিতে গেলি, তবু ওর মন ওঠেনা? ধন্যি ননদ পেয়েছিল যা হোক্। হ'তো আমাদের ননদের মত ননদ, তা হ'লে বুঝতে পারতো, কত ধানে কত চাল। বাপ্, ননদ নয়, যেন বাঘিনী, মুখের দিকে চাইলেই গায়ের রক্ত শুকিয়ে যেতো। টু শব্দটী ক'রবার জো ছিল? এমন ননদ পেলে তো তার পায়ের ধূলো খেয়ে জল খেতুম। না ভাই, তোদের বৌটা বড় নিমক-হারাম।"

সলজ্জভাবে পার্ব্বতী বলিল, "ছেলেমানুষ কি না, এখনও ছেলে-মানুষী যায়নি।"

সবেগে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বামুনদিদি যেন রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "রেখে দে তোর ছেলেমানুষ। যেরকম সব কথা কয়, তেমন কথা আমরা এখনও কইতে পারিনা। সে সব কথা শুন্‌লে তুই অবাক্ হয়ে যাবি, রাগে তোর হাড়মাস শুদ্ধ জ্বলে উঠবে।"

সেরূপ ক্রোধোত্তেজক ভয়ানক কথা শুনিতে যেন অনিচ্ছুক

হইয়া পার্ব্বতী বলিল, "তা বলুক গে দিদি, কে ওর কথায় কাণ দেয় ?"

অন্তরে যেন একটা গভীর আশঙ্কা চাপিয়া ভারী গলায় বামুনদিদি বলিলেন, "তুই কাণ দিলি না, আমিও যেন কাণ না দিলুম, কিন্তু সকলেই তো তোর আমার মত নয়। তারা পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়, তিল পেলে তাকে তাল করে বসে। তাদের কাছে পাঁচরকম পাঁচটা কথা বলা, তোর নিন্দে করা, এগুলো ভাল কি ?"

সহাস্যেই পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার নিন্দেও করে নাকি ?"

ব্যগ্রস্বরে বামুনদিদি বলিলেন, "ওমা, নিন্দে করেনা ? বলে কি জানিস্ ? তোরা ভাই-বোনে যুক্তি করে ওকে সর্ব্বস্বান্ত করেছিস !"

বিস্মিতভাবে পার্ব্বতী বলিল, "কও কথা, আমি আবার যুক্তি করলাম কিসে ? আমি বরং গয়নার তরে বাঁশীর সঙ্গে কম ঝগড়া করেছি !"

বামুনদিদি বলিলেন, "কিন্তু ও তা বলেনা। ও এখন বলে বেড়াচ্ছে, বেণী মাষ্টারের হাতে টাকাগুলো তুলে দেবার মূল তুই। তুই-ই ফিকির খাটিয়ে, বাঁশীকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে ব্যবসার অছিলায় বেণীকে টাকাগুলো পাইয়ে দিয়েছিস্।"

গভীর বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়া পার্ব্বতী আরক্তমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি বেণীকে টাকাগুলা পাইয়ে দিয়েছি ? কেন, বেণী আমার কে ?"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া বামুনদিদি ঘৃণার সহিত বলিলেন, "কে তা তোদের ঐ বৌটাই জানে। আর জানে ওর পাপ মন।"

পার্ব্বতীর বুকটা যেন কি-এক অস্বাভাবিক স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিটা বামুনদিদির ঘৃণাকুঞ্চিত মুখের উপর স্থাপন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বামুনদিদি তখন গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "তুই আমিই যেন ওর কথায় কাণ দিলুম না। কিন্তু এই সব কথা শুনে অপর পাঁচজনে কি মনে কত্তে পারে বল্ দেখি।"

পার্ব্বতীর নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে আরক্তমুখে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌ এমন সব কথা বলে ?"

বামুনদিদি বলিলেন, "না বললে আমরা শুনলুম কোথা থেকে বল্। আমি তো মনে মনে গ'ড়ে তোকে বলছি না। তোর নিন্দে ক'রে আমার কোন লাভও নাই। এমন স্বভাবই নয় আমার ; পরের নিন্দে শুনলে আমি কাণে আঙুল দিয়ে চ'লে যাই। তোর বামুনদাদা কত শাস্তর পড়েছে জানিস্ তো। তিনি বলেন, গিন্নি, পরনিন্দার মত পাপ নাই।"

বামুনদিদির আত্মদোষক্ষালনের জন্য এইসকল যুক্তিমূলক উক্তি পার্ব্বতীর কর্ণে প্রবেশ করিল কি না, বলা যায় না। কেন না, সে তখন গভীর বিস্ময়স্তব্ধ হৃদয়ে শুধু একটা কথাই ভাবিতেছিল—বৌ এমন কথা বললে !

অতঃপর বামুনদিদি বারবার পার্ব্বতীকে সতর্ক করিয়া দিলেন, তিনি যে এই সকল কথা বলিয়াছেন, ইহা যেন বৌয়ের কাছে প্রকাশ না হয়। কারণ, অহেতুক তিনি কাহারও বিদ্বেষভাজন হইতে ইচ্ছুক নহেন। তা ছাড়া, তিনি এমন সব ঘৃণিত কথার সংস্রবে রহিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে তাহার বামুনদাদা রক্ষা রাখিবেন না। তিনি পরের কথায় থাকা আদৌ পছন্দ করেন না। সুতরাং তাঁহার মাথার দিব্যি, পার্ব্বতী যেন

তাঁহার নাম ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করে। কাহারও কথায় না থাকিলেও তিনি শুধু পার্ব্বতীকে বড়ই ভালবাসেন বলিয়াই তাহাকে এই সব কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন।

এইরূপে পার্ব্বতীকে সাবধান করিয়া দিয়া বামুনদিদি প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী রোষে ক্ষোভে ফুলিতে ফুলিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ীতে ঢুকিয়াই পার্ব্বতী ডাকিল, "বৌ?"

লক্ষ্মী তখন শুক্‌না কাপড়গুলা গুছাইয়া তুলিতেছিল; পার্ব্বতীর সক্রোধ আহ্বান শ্রবণে যেন নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া উৎসুক নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। পার্ব্বতী রাগে চোখ কপালে তুলিয়া, তাহার মুখের উপর জলন্ত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বৌ, গয়নার তরে পাঁচজনের কাছে দুখ্যু করলেই কি পাঁচজন তোর গয়না এনে দেবে?"

নতমুখে নিম্নে অথচ তীব্রস্বরে লক্ষ্মী উত্তর করিল, "পাঁচজনের কি এমন দায় পড়েছে যে, আমার গয়না এনে দিতে যাবে?"

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "তবে পাঁজনের কাছে দুখ্যু জানিয়ে বেড়াতে যাস্ কেন?"

লক্ষ্মী বলিল, "কি এমন দুখ্যু ক'রে বেড়িয়েছি আমি?"

দাঁতে দাঁত ঘসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "কি দুখ্যু করেছিস্! শুধু দুখ্যু কেন, আমার কত নিন্দে করেছিস, বল্ দেখি।"

যেন নিতান্ত নিরপরাধীর মত কাঁদ-কাঁদ মুখে লক্ষ্মী বলিল, "ও মা, তোমার নিন্দে আমি কার কাছে করেছি আবার?"

তর্জ্জনসহকারে পার্ব্বতী বলিল, "যারা আমার চেয়েও তোর আপনার, তাদের কাছেই করেছিস্।"

"কি নিন্দে করেছি আমি?"

"মেয়েমানুষের যার চেয়ে আর নিন্দে নাই, সেই নিন্দেই করেছিস্।"

লক্ষ্মী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পার্ব্বতী বলিল, "এত মিথ্যে তুই শিখ্‌লি কোথা হ'তে বল দেখি? তোর গয়না নেবার তরে আমি বাঁশীকে যুক্তি দিয়েছিলাম?"

লক্ষ্মী বিরক্তিকুঞ্চিত মুখখানা ঘুরাইয়া লইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তুমি যুক্তি দিয়েছ, কি আর কেউ যুক্তি দিয়েছে, কে তার খবর রাখে?"

ভ্রূকুটী করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "খবর রাখিস না, কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় তো ব'লে বেড়িয়েছিস্?"

ঠোঁট ফুলাইয়া লক্ষ্মী বলিল, "হাঁ, আমি তোমার মত তিন বেলা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্চি দেখ্‌তে পাও না।"

পার্ব্ব। তবে পাড়ার লোক এত কথা জান্‌লে কি ক'রে?

লক্ষ্মী। সত্যি কখনও চাপা থাকেনা।

লক্ষ্মীর এ উত্তরে পার্ব্বতী যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তাহা হইলে লক্ষ্মীর ধারণা, পার্ব্বতী সত্যই দোষী! পার্ব্বতী বিস্ময়চমকিত দৃষ্টিতে

লক্ষ্মীর রোষকুঞ্চিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া দুঃখ-গভীরকণ্ঠে ডাকিল, "বৌ!"

লক্ষ্মী মুখটা একটু তুলিয়া পার্ব্বতীর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। পার্ব্বতী বলিল, "দেখ বৌ, অনেক সুখের আশা ক'রে বাঁশীর বিয়ে দিয়েছিলাম!"

উচ্ছ্বসিত অশ্রুতে পার্ব্বতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কথাটা বলিতে ঠোঁট দুইটা যেন ফুলিয়া উঠিল। তাহার এই নৈরাশ্যের অশ্রুরাশি কিন্তু লক্ষ্মীর অন্তরকে স্পর্শ করিল না; সে গভীর অবজ্ঞায় নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া পরুষকণ্ঠেই বলিল, "তার বিয়ের তরে আমি কারও পায়ে গড়াগড়ি দিই নাই।"

কাতরতার উত্তরে লক্ষ্মীর এই নিষ্ঠুর উক্তি পার্ব্বতীকে ধৈর্য্যচ্যুত করিল; সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ভদ্রলোকের মেয়ে হ'লে পায়ে গড়াগড়ি দিতিস্ বৌ, কিন্তু নেহাৎ ছোট লোকের মেয়ে তুই—তোর কাছে সে রকম আশা করাই অন্যায়।"

এই কটুক্তিতে লক্ষ্মী এবার ক্রোধে রণচণ্ডিকা-মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার চোখ-মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমি ছোটলোকের মেয়ে হ'লে এতদিন তোমাকে ভায়ের ভাত খেতে হ'ত না ঠাকুর-ঝি।"

গর্জ্জনসহকারে পার্ব্বতী বলিল, "কেন, তুই কত্তিস কি?"

রাগে হাত-মুখ নাড়িয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমাকে কিছু কত্তে হ'তো না, তোমার আদরের ভাই-ই তোমার মুখে চুণ-কালি দিয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে বাড়ীর বার করে দিতো।"

"তুই বুঝি তাকে আট্‌কে রেখেছিস্?"

মুখ বিকৃত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "রেখেছিই তো। আর সতীগিরী নাড়া দিওনা ঠাকুর-ঝি, কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাক।"

চীৎকার করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "কি, এত দূর আস্পর্দ্ধা তোর ?"

লক্ষ্মী কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাঁশী বাড়ীতে ঢুকিতে ঢুকিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কার এত আস্পর্দ্ধা দেখলে দিদি !"

তাহাকে দেখিয়া পার্ব্বতী চমকিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মী তাহার মুখের উপর একটা ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সশব্দ পদক্ষেপে সেস্থান ত্যাগ করিল।

বাঁশী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কার এত আস্পর্দ্ধা হয়েছে দিদি ? বৌয়ের নাকি ?"

আবেগরুদ্ধকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "না বাঁশী, আস্পর্দ্ধা আমারই হয়েছে। তোদের আর কিছু কত্তে হবেনা, আমি নিজেই মানে মানে এখান থেকে চ'লে যাচ্চি।"

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে ?"

পার্ব্ব। কেন, তোর ঘর ছাড়া আমার কি আর যাবার জায়গা নাই ?

বাঁশী। তা আছে, কিন্তু কেন যাবে শুনি ?

পার্ব্ব। আমার খুসী, আমি যাব।

বাঁশী। শুধু খুসী বল্‌লে তো হবে না; কেন যাবে, সেটা বলা চাই।

পার্ব্ব। আমি নিজে না গেলে শেষে তুই আমাকে ঘাড়ে ধ'রে বাড়ীর বার ক'রে দিবি তো ? তার চেয়ে আগেই মানে মানে চ'লে যাচ্চি।

পার্ব্বতীর মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "নিশ্চয় যাবে ?"

পার্ব্বতী দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "নিশ্চয় যাব।"

"আচ্ছা, দাঁড়াও" বলিয়া বাঁশী দ্রুতপাদবিক্ষেপে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং ঘর হইতে একখানা মোটা লাঠী বাহির করিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মনে আছে দিদি ?"

পার্ব্বতী। কি মনে থাকবে ?

বাঁশী। যেদিন বিয়েতে মত দিই, সেদিন বলেছিলাম, এই লাঠী তোলা রইলো।

কথাটা স্মৃতিপথে আসিলে পার্ব্বতী আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। কি জানি, এই লাঠী বৌয়ের মাথায় মারিবে নাকি ?

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন এই লাঠী কার মাথায় পড়বে, বল দেখি ?"

পার্ব্বতী উত্তর করিল, "আমার মাথায়।"

রাগে চোখ পাকাইয়া গর্জ্জন করিয়া বাঁশী বলিল, "তোমার মাথাতেও পড়বে, কিন্তু আগে নয়। যার জন্যে তুমি চ'লে যাচ্চো আগে তার মাথায় পড়বে, তারপর তুমি, শেষে আমার নিজের মাথা আছে।"

বাঁশীর চোখ দুইটা ক্রুদ্ধ শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কিতভাবে পার্ব্বতী বলিল "বৌয়ের দোষ কি বাঁশি ?"

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বাঁশী বলিল, "কে দোষী তুমি লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেও তা জানতে আমার বাকী নাই। তবে দোষ তোমারও নেহাৎ কম নয় ; দোষীর অপরাধ লুকিয়ে রেখে তুমিও খুব দোষী হয়েছ। দোষ আমারও আছে, কেননা, সব জেনে শুনে আমিও এতদিন চুপ ক'রে

রয়েছি। আজ কিন্তু আমি সকল দোষের প্রতিবিধান করবো ; কেউ আজ রেহাই পাবেনা।"

লক্ষ্মী ঘরের দাবার উপর খুঁটী ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাঁশী লাঠীখানা বাগাইয়া ধরিয়া, দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। ভয়ে পার্ব্বতীর মুখ শুকাইয়া গেল, সেদিকে ছুটিয়া বাঁশীর সম্মুখে গিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তুই পাগল হ'য়েছিস্ বাঁশি ? বৌয়ের কোন দোষ নাই। আমিই সকল অশান্তির মূল, আমি চ'লে গেলেই সব গোল চুকে যায়।"

শ্লেষপরুষকণ্ঠে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি না কি ?"

শান্ত-কোমলস্বরে পার্ব্বতী বলিল, "আচ্ছা, তুই দেখে নিস্, আমার কথা ঠিক কি না। বৌ তো আর ছেলেমানুষটী নয়, সে নিজের ঘরসংসার চিনে নিয়েছে, আমি না থাকলেও তোর আর কোন কষ্ট হবে না।"

বাঁশী যেন নিতান্ত নিরুপায়ভাবে জ্বলন্তদৃষ্টিতে একবার বৌয়ের দিকে, আরবার পার্ব্বতীর দিকে চাহিতে লাগিল। লক্ষ্মী এতক্ষণ নিঃশব্দেই দাঁড়ইয়াছিল ; হঠাৎ সে ঠিক পাগলের মত ছুটিয়া আসিল এবং পার্ব্বতীর পায়ের কাছে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "দোহাই ঠাকুরঝি, তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নাই, আমিই বাড়ীর আপদ, আমাকে দূর ক'রে দাও।"

লক্ষ্মী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার এই উন্মত্তবৎ আকস্মিক কার্য্যে পার্ব্বতী ক্ষণকালের জন্য যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সে হাত ধরিয়া তুলিতে গেল।

এমন সময় "বড় বৌ, বড় বৌ কেথোয় গো!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কালাচাঁদের ভাই গোরাচাঁদ বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহাকে

দেখিয়া বাঁশী হাতের লাঠী ফেলিয়া দিল; পার্ব্বতী সন্ত্রস্তভাবে সরিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল।

গোরাচাঁদ সম্মুখে পার্ব্বতীকে দেখিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিল, "দাদার বড্ড কঠিন ব্যারাম বড় বৌ, আমি পাল্কী নিয়ে এসেছি, এখুনি আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।"

পার্ব্বতীর কাণের পাশ দিয়া যেন একটা বাজ ডাকিয়া গেল। সে ভীতিবিবর্ণ মুখে কাঁপা-গলায় ভূতলে উপবিষ্ট লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখিস বৌ, ঘরসংসার রইলো বুঝে শুঝে চল্‌বি। আমি চল্‌লুম, আমার গহনাগুলো তোকে দিয়ে গেলুম।"

বাঁশী বা লক্ষ্মী কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পার্ব্বতী যে কাপড় পরিয়াছিল, সেই কাপড়েই একপ্রকার ছুটিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে অবস্থিত পাল্কীতে উঠিয়া পড়িল। গোরাচাঁদ তাহার পশ্চাৎ আসিয়া পাল্কী উঠাইতে বলিলে বাহকেরা পাল্কী কাঁধে তুলিয়া ধাবমান হইল।

বাঁশী কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ যেন সংজ্ঞা পাইয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, সেখানে পার্ব্বতী নাই, পাল্কী নাই, কেহই নাই। বাঁশী সেইখানে ধূলার উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পাল্কী আসিয়া কালাচাঁদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইলে পার্ব্বতী পাল্কীর দরজা খুলিয়া ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া পড়িল, এবং বুকের ভিতর উৎকণ্ঠার একটা মৃদু কম্পন লইয়া অস্থিরপদে বাটীর মধ্যে প্রবেশোদ্যত হইল। কিন্তু দরজার সম্মুখে গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ওঃ, কতদিনের পরিচিত পুরাতন এই বাড়ীখানা! কিন্তু আজ তাহার কাছে ইহা কত নূতন—কত অপরিচিত! একদিন সে কি অভিমান লইয়া এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু আজ অপমানের কি তীব্র বেদনা বুকে চাপিয়া এই বাড়ীর দরজায় মাথা গলাইতেছে! এই দরজায় মাথা গলাইবার জন্য সে স্বামীর কত সাদর আহ্বান, কত সকাতর অনুনয়-বিনয়কে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিয়াছে, জীবনে কখন এই বাড়ীর দরজায় মাথা গলাইবেনা বলিয়া একদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধও হইয়াছে। কিন্তু আজ তাহার সে দৃঢ়তা—সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজ গোরাচাঁদ গিয়া তাহাকে একবারমাত্র ডাকিতেই সে দ্বিরুক্তির অবসর মাত্র না পাইয়া এই দরজায় মাথা গলাইতে আসিয়াছে। সে কি শুধু কালাচাঁদের অসুখ শুনিয়াই এমনভাবে ছুটিয়া আসিয়াছে? এমন অসুখের সংবাদ তো সে কতবার পাইয়াছে, কিন্তু কোনবারেই তো এমন আগ্রহ—এত ব্যস্ততা লইয়া ছুটিয়া আসে নাই? তবে আজ কেন আসিল? কেন আসিল তাহা মনে করিতে পার্ব্বতীর মাথাটা স্বামীগৃহের দরজার

পাশে যেন লুটাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল। পার্ব্বতী স্তব্ধ ব্যথিত হৃদয়ে সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে ছায়াময় দরজার পাশে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং কিরূপে কত ধৈর্য্যে হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া এই দরজাটুকু পার হইবে, তাহাই ভাবিয়া যেন আকুল হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহাকে অধিকক্ষণ ভাবিতে হইলনা; চঞ্চল বিদ্যুতের মত এক তন্বঙ্গী যুবতী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল, এবং যেন কত আগ্রহে—কত আদরে বলিয়া উঠিল, "আঃ, বাঁচালে! তুমি এয়োচ দিদি?"

বিস্ময়চকিতদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পার্ব্বতী একটু কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি—তুমিই কি রমা,—খোকার মা?"

যুবতী হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি রমা বটে, কিন্তু খোকার মা কি না, সে কথা খোকার বাপকে জিজ্ঞাসা ক'রো।"

বলিয়াই সে পার্ব্বতীর বাহু আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করাইল। পার্ব্বতী যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "খোকার বাপ কেমন আছে?"

রমা বলিল, "ভালই আছে। ডাক্তার ব'লে গেল, আর কিছু ভয় নাই, দু'তিনদিনে সেরে উঠবে।"

পার্ব্বতীর উদ্বেগ-বিমলিন মুখে অনেকটা নিশ্চিন্ততার ছায়া দেখা দিল। রমা হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর বসাইল, এবং অবিলম্বে খোকাকে আনিয়া তাহার কোলে বসাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এইবার কে খোকার সত্যিকার মা, তা জানা যাবে।"

পার্ব্বতী হাসিয়া খোকার ক্ষুদ্র নবনীত-সুকোমল কপোলে স্নেহচুম্বন প্রদান করিল।

সরকারদের আগেকার বড় বৌ আসিয়াছে, ইহা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইলনা। এ সংবাদ যে শুনিল, সে-ই ছুটিয়া সরকারদের বড় বৌকে দেখিতে আসিল, এবং দেখিতে দেখিতে একপাল ছেলেমেয়ে, ছেলের মা, নবীনা, প্রবীণা, প্রৌঢ়া, যুবতী আসিয়া পার্ব্বতীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকে খুব একটা কৌতুকজনক দৃশ্যের ন্যায় দর্শন করিয়া আপনাদের কৌতূহল-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে থাকিল! সেই সঙ্গে তাহাদের মধ্যে চাপাগলার নানাবিধ জল্পনা-কল্পনাও চলিতে লাগিল, "আহা, এমন দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে গা, এমন মেয়ে সোয়ামীর ঘর কত্তে চায় না?"

"ঘর কত্তে চাইবে কি, সোয়ামীর ঘর কত্তে গেলে ভায়ের ঘর যে ভেসে যায়।"

"আরে রেখে দে তোর ভায়ের ঘর! বলে, ভায়ের ভাত, ভাজের হাত।"

"এদ্দিনে বোধ হয় সেটা বুঝতে পেরেছে, তাই সোয়ামীর ঘর কত্তে এয়েছে।"

"তাহ'লে দেখছি, এবার নূতন বৌটা ভাসলো।"

"তাকে আর ভাসায় কার সাদ্দি' সে এখন ছেলের মা!"

চাপাগলায় কথাবার্ত্তা হইলেও কথাটা রমার কাণে গেল; যাইবামাত্র সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না গো না, আমি খোকার মা নই, খোকার মা ঐ আজ এসেছে।"

বলিয়া সে পার্ব্বতীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। পার্ব্বতী মুগ্ধ

সজল দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই মস্তক নত করিল। উপস্থিত রমণীবৃন্দ বুদ্ধিহীনা রমার দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

অতঃপর সকলে রমা ও পার্ব্বতীর ভবিষ্যৎসম্বন্ধে শঙ্কাজনক আলোচনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ সকল সমালোচনায় যোগদান করিতে পারিলনা; তাহারা শুধু হাঁ করিয়া কিয়ৎক্ষণ নবাগতা ও অদৃষ্টপূর্ব্বা বৌটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহাদের নিত্য পরিদৃষ্ট গ্রামের অন্যান্য বধূ হইতে এই বৌয়ের মুখে বা চেহারায় কিছুমাত্র বিস্ময়কর নূতনত্ব দেখিতে না পাইয়া হতাশভাবে দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক এই বৌ অপেক্ষা বহির্দ্বারে অবস্থিত পাল্কীখানিকে সুদৃশ্যজ্ঞানে সেইদিকে ধাবিত হইল, এবং পাল্কীখানা নূতন কি পুরাতন; বামুদের বৌ যে পাল্কীতে আসিয়াছিল সেই পাল্কী অপেক্ষা এই পাল্কীটা ভাল না মন্দ, এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে পরিশেষে পরস্পর মতানৈক্য জন্য কলহে প্রবৃত্ত হইল,এবং কলহ করিতে করিতেই বর্ষীয়সী-দের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

প্রতিবেশীদের তীব্র সমালোচনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া পার্ব্বতী খোকাকে লইয়া কালাচাঁদের রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইল।

কালাচাঁদের রোগটা প্রকৃতই যে মারাত্মক হইয়াছিল, তাহা নহে, মাত্র তিনদিনের জ্বর; কিন্তু তৃতীয়দিবসে জ্বর যখন ১০১ হইতে হঠাৎ ১০৬ ডিগ্রীতে উঠিয়া পড়িল; তখন নূতন ডাক্তার নীরদবাবু জ্বরটাকে টাইফয়েড বিবেচনায় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার যখন শঙ্কিত হইলেন, তখন গৃহস্থের আশঙ্কার সীমা রহিল না। ইহার উপরে জ্বরের প্রকোপে কালাচাঁদ মধ্যে মধ্যে যখন প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখন সকলে বিকার উপস্থিত হইয়াছে

ভাবিয়া ভয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। প্রলাপের মধ্যে বার বার পার্ব্বতীর নাম শুনিয়া রমা সপত্নীকে লইয়া আসিবার জন্য উৎসুক হইল; সে গোরাচাঁদকে কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, "যেরকমে পার, দিদিকে নিয়ে এসো ঠাকুরপো, নইলে ও রক্ষা পাবে না।"

রমার কাতরোক্তিতে বাধ্য হইয়া গোরাচাঁদ একেবারে পাল্কী লইয়া পার্ব্বতীকে আনিতে গেল।

রাত্রিতে জ্বরটা বাড়িয়া উঠিলেও প্রভাতের পর ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল। মধ্যাহ্নের পর ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, জ্বরের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রীরও কম। উপসর্গ কিছু নাই, নাড়ীও পরিষ্কার দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্তচিত্তে উপস্থিতমত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গৃহস্থকে অভয় দিয়া গেলেন।

পার্ব্বতী যখন কালাচাঁদের নিকট উপস্থিত হইল, ক্যালাচাঁদ তখন বালিসে ভর দিয়া একটু কাৎ হইয়া বসিয়াছিল, পার্ব্বতীকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মুখের উপর দিয়া যেন একটা বিস্ময়বিজড়িত আনন্দের বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। পার্ব্বতী ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে গিয়া পায়ের ধুলা লইল; তারপর নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?"

কালাচাঁদ সহাস্যমুখে উত্তর দিল, "ভাল আছি। তুমি কখন এলে?"

"এই একটু আগে।"

"বাঁশীকে ফেলে আসতে পারলে?"

কালাচাঁদের স্বরে ঈষৎ শ্লেষের তীব্রতা অনুভব করিয়া আরক্তমুখে পার্ব্বতী উত্তর করিল, "দরকার পড়লে যখন তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি, তখন বাঁশীকে ফেলে আসা যায় না?"

উপযুক্ত উত্তর পাইয়া কালাচাঁদ অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাঁশী, বৌ, ভাল আছে তো?"

পার্ব্বতী উত্তর দিল, "হাঁ।"

কালাচাঁদ সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "আমার জ্বর বেশী দেখে ওরা ভয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই তোমাকে আন্‌তে গিয়েছিল।"

ঈষৎ হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি বারণ কত্তে বোধ হয়!"

কালাচাঁদ হাসিয়া উত্তর করিল, "এখানে এলে যখন তোমার নানা অসুবিধা হয় তখন বারণ করাই ঠিক নয় কি?"

পার্ব্বতী খোকার গলার পদকটা নাড়িতে নাড়িতে সলজ্জমুখে বলিল, "সুবিধা অসুবিধা সব ঠেলে ফেলে যখন এসে পড়েছি, তখন এবার কি বল্‌তে চাও? চ'লে যেতে বল কি?"

পার্ব্বতীর মুখখানা রাগে যেন একটু ভারী হইয়া আসিল। ঈষৎ শঙ্কিতভাবে কালাচাঁদ বলিল, "এমন কথা তোমাকে কখন বলেছি কি পার্ব্বতি?"

পার্ব্বতী নীরবে গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কালাচাঁদ বলিল, "দেখছি, আমার ওপর তোমার রাগ এখনও যায়নি।"

দীপ্তকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "কখনও যায়নি।"

তাহার রোষদীপ্ত মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কালাচাঁদ বলিল, "এত রাগ ঠেলে তুমি যে আসতে পেরেছ পার্ব্বতী, আশ্চর্য্য!"

খোকার মাথার চুলগুলা পরিষ্কার করিয়া দিতে দিতে পার্ব্বতী গম্ভীর-

কণ্ঠেই উত্তর করিল, "পুরুষমানুষ বলেই আশ্চর্য্য মনে কচ্চো, মেয়েমানুষ হ'লে তা কত্তে না।"

কালাচাঁদ হাসিয়া বলিল,"আর মেয়েমানুষ না হলে তুমি সেই একটু অভিমানকে তুষের আগুনের মত জাগিয়ে রেখে এতকাল আমাকে ঠেলে রাখতে পারতে না।"

সতেজকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "কে বললে তোমাকে আমি ঠেলে রেখেছি? সে ক্ষমতা যদি আমার থাকতো, তাহ'লে আজ এমন এক কাপড়ে ছুটে আসতাম না।"

মৃদু শ্লেষ-হাস্যসহকারে কালাচাঁদ বলিল,"ছুটে এসেছ পার্ব্বতী, কিন্তু সেই কতকালের অভিমানটুকু সঙ্গে নিয়ে এসেছ।"

পার্ব্বতী মুখখানাকে ভারী করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। কালাচাঁদ সহাস্যমুখে বলিল, "তা আমার ওপর অভিমান রাখতে পারবে, কিন্তু খোকার ওপর তো অভিমান করলে চলবে না?"

স্নেহ-প্রফুল্লদৃষ্টিতে খোকার মুখের দিকে চাহিয়া পার্ব্বতী বলিল, "কেন চলবে না? খোকা এত বাহাদুর হয়ে উঠেছে নাকি?"

খোকা তাহার মুখে হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, "আম্মা—আম্মা।"

পার্ব্বতী হাস্যপ্রফুল্লকণ্ঠে তিরস্কারের স্বরে বলিল, "মা, কে তোর মা রে? একরত্তি ছেলে, এরি মধ্যে পরকে মা ব'লে ডাকতে শিখেছে!"

তাহার এই তিরস্কারে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া খোকা পূর্ব্ববৎ পার্ব্বতীর মুখে হাত চাপড়াইয়া অস্ফুটকণ্ঠে ডাকিল, "আম্মা—আম্মা।"

"তবে রে পাজি" বলিয়া পার্ব্বতী তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

পার্ব্বতী বাহিরে আসিলে রমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দিদি, মান ভাঙলো ?"

পার্ব্বতী উত্তর করিল, "এ মান কি ভাঙবার যে, এক কথায় ভেঙে যাবে ?"

রমা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা মান ভাঙে কি না, দেখে নেব। পায়ে ধরলেও কি এ মান ভাঙবেনা ?"

সহাস্য তর্জ্জনসহকারে পার্ব্বতী বলিল,"মুখে ছাই,পায়ে ধরবে কে ?"

"যার বেশী গরজ !"

"বেশী গরজ তো দেখছি তোর।"

"বেশ, আমিই পায়ে ধরবো।"

"তবে ধর।"

বলিয়া পার্ব্বতী নিজের একটী পা রমার দিকে বাড়াইয়া দিল। রমা দুই হাতে তাহার পা-খানা জড়াইয়া ধরিয়া হাসি চাপিয়া স্বরের সহিত বলিল, "মানিনী গো, দয়া ক'রে মান ত্যাগ কর। তোমার মান ভাঙ্গলে আমি পাঁচপয়সার হরির লুট দেব।"

বলিতে বলিতে রমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পার্ব্বতী তাহার হাসিতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিল না। সপত্নীদ্বয়ের প্রীতি-রোলে বাড়ীখানা পর্য্যন্ত যেন হাসিয়া উঠিল।

পিসীমা ক্রোধ-গম্ভীর স্বরে রমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বলি, ওগো বড়মানুষের মেয়েরা, দিনরাত হাসি-তামাসা নিয়েই থাকবে, আর এই বাঁদী মাগী নাকমুখ গুঁজে খেটে মরবে ? তা আমি মরি মরবো, কিন্তু রেতের বেলা গেরস্তঘরের মেয়ের এত হাসিও ভাল নয়। বলে যত, হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্ম্মা।"

সচকিতে রমা বলিল, "ঐ গো দিদি, হাসির আওয়াজ কাণে না যেতেই পিসীমা কান্নার সুর তুলে দিয়েছে। ব'সো তুমি, আমি পিসী-মার কাছে গিয়ে একটু কেঁদে আসি।"

রমা হাসিতে হাসিতেই ছুটিয়া পলাইল। পার্ব্বতী একা বসিয়া, এই মেয়েটা কোন ধাতুতে গড়া তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বেণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বংশীবদন, দিদি আর আসবে, না সেইখানেই থাকবে?"

বাঁশী নিতান্ত উপেক্ষার স্বরে উত্তর দিল, "আসতেও পারে সেখানে থাকতেও পারে।"

বেণী। তুমি আনতে গিয়েছিলে কি?

বাঁশী। না।

বেণী। কেন যাওনি?

বাঁশী। কি জন্যে আন্‌তে যাব?

যেন খুব আশ্চর্য্যের সহিত বেণী বলিল, "বল কি হে, কি জন্যে আন্‌তে যাবে? যে দিদি তোমাকে এত ক'রে মানুষ করলে, সে যদিই রাগ ক'রে চলে যায়—"

বিরক্তভাবে বাধা দিয়া বাঁশী বলিল, "কে বল্‌লে, রাগ ক'রে চ'লে গিয়েছে?"

মৃদু-গম্ভীর হাস্যসহকারে বেণী বলিল, "সকলেই তো এই কথা বল্‌ছে। অনেকে আবার বলে—"

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলে?"

বেণী বলিল, "বলে, তুমি নাকি তাড়িয়ে দিয়েছ।"

বাঁশীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল! বেণী বলিল, "আমি কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস করিনা।"

বাঁশী। কেন করনা?

বেণী। এতটা নিমকহারাম কখনই তুমি হ'তে পারবেনা।

জোর গলায় বাঁশী বলিল, "খুব হ'তে পারি। তা না হ'লে—যাক্, তোমার বিয়ে চুকে গিয়েছে?"

বেণী বলিল, "হাঁ, আইবুড়ো নামটা খণ্ডে গিয়েছে বটে।"

বাঁশী। কেন, বৌ পছন্দ হয়নি?

বেণী। খুব পছন্দ হয়েছে। এমন বোবা বৌ যদি পছন্দ না হবে, তাহ'লে এত যে নাটক নভেল পড়লুম, সব বাজে হয়ে যায় যে।"

বাঁশী। বল কি, বৌ বোবা?

বেণী। শুধু বোবা? কালা, তার উপর খোঁড়া। ঘটক ব্যাটা আচ্ছা ঠকিয়েছে যা হোক। রাস্কেলকে একবার হাতের কাছে পেলে হয়।

বাঁশী একটু হাসিয়া বলিল, "ঘটকের উপর রাগ ক'রো না মাষ্টার, সে তোমার মন্দ করে নাই বরং খুব উপকারই করেছে।"

বেণী বলিল, "হাঁ, কম উপকার করেছে কি? ব্যাটা 'ননসেন্স'— আমার 'লাইফ্‌টাকেই' নষ্ট ক'রে দিলে!"

বেণী বিষাদের গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বাঁশী বলিল,

"তুমি বুঝতো পাচ্চো না মাষ্টার, বৌ বোবা না হয়ে যদি কথা কইতে পারতো, তা হ'লে দেখতে, দিনরাত তোমার পিসীমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তোমাকে অস্থির ক'রে তুলতো। আমার দিদির না হয় স্বামীর ঘর আছে, সেখানে চ'লে গেল, কিন্তু তোমার বুড়ো পিসী কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো বল দেখি?"

দুঃখ-কাতরস্বরে বেণী বলিল, "আরে, রেখে দাও পিসী! মনের মত বৌ হ'লে এমন দশটা পিসী জাহান্নমে গেলেও ক্ষতি নাই।"

বাঁশী হাসিয়া বলিল, "তাহ'লে ঘটক তোমার ক্ষতি করেছে বটে, কিন্তু আমি আগে জান্‌লে বোবা বৌ এনে দেবার তরে এই ঘটকের পায়ে ধরতাম।"

শ্লেষতীব্রকণ্ঠে বেণী বলিল, "দিদির ওপর তোমার যে অচলা ভক্তি দেখছি। তাই বুঝি দিদিকে আর আন্‌তে চাওনা?"

দৃঢ়স্বরে বাঁশী উত্তর করিল, "হাঁ।"

"আর বোধ হয় আন্‌তে যাবেনা?"

"না।"

"চমৎকার! "থ্যাঙ্ক্‌ ইউ" বলিয়া বেণী উপহাসের সহিত বাঁশীকে ধন্যবাদ প্রদান করিল।

বাঁশী মুখে 'না' বলিল বটে, কিন্তু দিদিকে লইয়া আসিবার জন্য তাহার প্রাণের ভিতর কি যে করিতেছিল, তাহা বাঁশীর অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেহ জানে না। পার্ব্বতী যখন বাঁশীকে একটিমাত্র কথা না বলিয়া, আকস্মিক ঝড়ের মত বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, তখনও বাঁশী মনে করে নাই যে, দিদি সত্যই চলিয়া যাইবে। তাহাকে ফেলিয়া দিদি কি যাইতে পারে? সে দিদিই তাহার নয়! কিন্তু পার্ব্বতীর

বাহকদিগের অস্ফুট রব কর্ণগোচর হইলে বাঁশী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, দিদি নাই, তাহার হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাসকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া দিদি সত্যই চলিয়া গিয়াছে। পার্ব্বতীর এই অতর্কিত প্রস্থানে বাঁশীর হৃদয়ে এমন আঘাত পাইল যে, সেই কঠোর আঘাতে সে যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িল, খানিকক্ষণ তাহার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত রহিলনা।

যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন দুঃখের পরিবর্ত্তে একটা প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার হৃদয়টা যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কি, পরের মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া দিদি তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ঠিক পরের মত চলিয়া গেল? আচ্ছা, যাক্,—বাঁশীও রাগ করিতে জানে; সেও দিদিকে দেখাইবে, যাহাদের দিদি নাই, তাহারাও বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাঁশী ঘরে আসিলে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর-ঝি চ'লে গেল না কি?"

বাঁশী উত্তর দিল, "হাঁ!"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "ওমা, সত্যি সত্যিই চ'লে গেল? আচ্ছা তো রাগ দেখছি।"

বাঁশী তাহার এই বিস্ময়সূচক উক্তির কোন উত্তর দিলনা। লক্ষ্মী বলিল, "তা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেনা কেন একবার?"

রোষ-প্রদীপ্তকণ্ঠে বাঁশী উত্তর দিল, "দরকার?"

লক্ষ্মী বলিল, "রাগ ক'রে যাচ্ছে, ফিরিয়ে আনতে না গেলে মনে করবে কি?"

তাহার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রোষ-বিকৃত কণ্ঠে বাঁশী বলিল, "যা খুসী, তাই মনে করবে। আমি কখনও তার খোসামোদ কত্তে যাব না!"

তাহার রাগ দেখিয়া লক্ষ্মী আর কিছু বলিতে পারিলনা।

সেইদিনটা এইরূপ রাগে-রাগেই কাটিল। পরদিন রাগটা যতই একটু একটু কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহার দৃষ্টিতে বাড়ীঘর সব যেন ফাঁকা ফাঁকা হইয়া উঠিল। কিছুই ভাল লাগেনা। বাড়ীতে টিকিতে না পারিয়া বাঁশী বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু বাহিরে যাহার সঙ্গে দেখা হয়, সে-ই পার্ব্বতীর কথা জিজ্ঞাসা করে। পার্ব্বতী কেন চলিয়া গেল, রাগ করিয়া গিয়াছে কিনা, কবে আবার ফিরিয়া আসিবে, বাঁশী তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে যাইবে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাঁশী বিরক্ত হইয়া উঠিল। পরিশেষে এইসকল বিরক্তিকর প্রশ্ন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বাড়ীতে পলাইয়া আসিল।

কিন্তু বাড়ীতেও স্বস্তি নাই, পার্ব্বতীর অভাবে বাড়ীখানা যেন একেবারে নির্জ্জন নিস্তব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মী একা সে নির্জ্জনতা কিছু-তেই দূর করিতে পারিতেছে না; তাহার কণ্ঠস্বর নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে পেচকের কণ্ঠস্বরের মত বাড়ীখানার স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যকে যেন আরও ভীষণ করিয়া তুলিতেছে। বাঁশী স্ত্রীর সহিত কথা কহিয়া এই অসহ্য গাম্ভীর্য্যকে লঘু করিয়া আনিতে চেষ্টিত হইল; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না, লক্ষ্মীর মধুরতা-বর্জ্জিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে দিদির স্নেহার্দ্র মিষ্ট কথাগুলা মনে পড়ায় বাঁশী হতাশ হইয়া সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

স্নানান্তে বাঁশী আহারে বসিলে লক্ষ্মী তাহার কোলের কাছে ভাতের থালা ধরিয়া দিল। লক্ষ্মী অবশ্য স্বামীর সন্তোষের জন্য যত্নসহকারেই রন্ধন করিয়াছিল, কিন্তু এত যত্নেও সে অন্নব্যঞ্জনের মধ্যে পার্ব্বতীর হাতের মিষ্ট আস্বাদ আনিতে পারে নাই। কাজেই সে অন্নব্যঞ্জন

বাঁশীর তৃপ্তিকর হইল না। সুতরাং অর্দ্ধাশন না হইতেই সে বিরক্তির সহিত উঠিয়া পড়িল। দেখিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "এত ভাত প'ড়ে রইলো যে ?"

বিকৃত মুখে বাঁশী উত্তর দিল, "ক্ষিদে নাই।"

কেন যে ক্ষিদে নাই, তাহা বুঝিতে লক্ষ্মীর বিলম্ব হইলনা! কিন্তু বুঝিলে কি হইবে, উপায় নাই। সুতরাং সে মনে মনে দুঃখ অনুভব করিল মাত্র।

আহারান্তে বাঁশী ছিপ লইয়া বাহির হইল। কিন্তু কি আপদ্, চাে আজ একটা মাছেরও সাড়া-শব্দ নাই। পুকুরটা মৎস্যশূন্য হইয়াছে। খানিকক্ষণ ফাৎনার দিকে চাহিতে চাহিতে চোখ দুইটা যখন জ্বালা করিতে লাগিল, তখন বাঁশী বিরক্তির সহিত ছিপ্ গুটাইয়া উঠিয় পড়িল। নিকটেই গোপাল কামার ছিপ্ ফেলিতেছিল; সে জিজ্ঞাস করিল, "কি বাবাজি, আজ এরি মধ্যে উঠে পড়লে যে ?"

বাঁশী বলিল, "ভাল লাগছে না, বেজায় রোদ।"

সন্ধ্যার পর গভীর অন্ধকারে বাড়ীখানা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে বাঁশীঃ মনে হইল, এমন গাঢ় অন্ধকার আর কোন দিনই সে দেখে নাই। বর্ষাঃ ঘনঘটাচ্ছন্ন অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন হইতে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন শ্বাসরোধকারী স্তব্ধ অন্ধকারের নিবিড়তা আঃ যেন তার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই ভীষণ স্তব্ধ গম্ভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন দাবার উপর বসিয়া বাঁশী যতই আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টিত হইল, ততই তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতে লাগিল—দিদি, দিদি! বাঁশী ক্রোধ ও অভিমানের আবরণ দিয়া সে আকুল আহ্বানটাকে ঢাকিবার জ

ব্যস্ত হইয়া পড়িল ; কিন্তু তাহা চাপা পড়িল না। দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চোখ দিয়া মোটা মোটা কয়েকবিন্দু অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে অশ্রুবিন্দু অন্ধকারে আর কেহ দেখিতে পাইল না ; বাঁশী নিজেই তাহা অনুভব করিয়া ব্যস্তভাবে কোঁচার খুঁট দিয়া মুছিয়া ফেলিল। তারপর সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ঘুম কিন্তু কিছুতেই চোখে আসেনা। বাঁশী বিছানায় পড়িয়া শুধু এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। লক্ষ্মী দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিল, "অমন ছটফট্ কচ্চো কেন ?"

বাঁশী উত্তর দিল, "ঘুম ধরেনা।"

পরিশেষে স্বামীর এই অস্থিরতা অসহ্য হইলে লক্ষ্মী তাহাকে উপদেশ দিয়া বলিল, "দেখ, দিদিকে ছেড়ে যখন তুমি থাক্‌তে পারবেনা, তোমার নেয়ে খেয়ে শুয়ে কিছুতেই সুখ নাই, তখন এক কাজ কর, দিদির কাছে গিয়ে তাকে শান্ত ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

স্ত্রীর উপদেশ শুনিয়া বাঁশী ভ্রূকুটী করিল মাত্র, কোনই উত্তর দিলনা।

পার্ব্বতীকে ফিরাইয়া আনিতে বাঁশীর সে ইচ্ছা ছিলনা, তাহা নহে, কিন্তু প্রবল অভিমান আসিয়া সে ইচ্ছাকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। কেন, সে কি এতই শিশু যে, দিদি নহিলে তাহার দিন চলিবেনা ? দিদি যদি তাহার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকিতে পারে ; থাকিয়া যদি সুখী হয়, তবে বাঁশীই কি দিদিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেনা ? তাহার মন মেয়েমানুষের মন হইতেও কি দুর্ব্বল ? দিদিকে ছাড়িয়া সুখে না হউক, কষ্টেও কি সে দিন কাটাইতে পারিবেনা !

বাঁশী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়াই হউক, পারিতেই হইবে।

তিনদিন এই ভাবেই কাটিল। চতুর্থ দিনে বাঁশী কিন্তু থাকিতে পারিলনা। সকালে উঠিয়াই জামা-কাপড় পরিয়া দিদির কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। দেখিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্চো? ঠাকুরঝির কাছে বুঝি?"

এই জিজ্ঞাসার মধ্যে বাঁশী যেন স্ত্রীর অধরপ্রান্তে একটু উপহাসের হাসি দেখিতে পাইল। দেখিয়া ভ্রূকুটি করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, "না, আমগাছীতে যাত্রা হবার কথা আছে, তাই যাচ্চি।"

বাঁশী বাহির হইল বটে, কিন্তু দিদির কাছে যাইতে পারিলনা। খানিক বেলা পর্য্যন্ত এখানে সেখানে ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

দশদিন এইভাবে কাটিবার পর যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার চিত্ত মেয়েমানুষের চিত্ত অপেক্ষাও দুর্ব্বল, এবং এই দুর্ব্বল চিত্তকে সে কিছুতেই সবল করিতে পারিবেনা, তখন সে ক্রোধ, অভিমান সব দূরে ফেলিয়া, লক্ষ্মীর উপহাসকে তুচ্ছ করিয়া ব্যাকুলভাবে পার্ব্বতীর নিকট ছুটিয়া গেল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পার্ব্বতী খোকাকে কোলে শোয়াইয়া হাঁটু নাচাইয়া ঘুম পাড়াইতে-ছিল,—

"আয় রে আয়,
খোকামণি ঘুম যায়।
খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো
বর্গী এলো দেশে,
চড়াই পাখীতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।"

বাঁশী বাড়ী ঢুকিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি!"

"কে রে, বাঁশি?"

"হাঁ দিদি, আমি।"

বাঁশী আসিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছিস্ তুই? বৌ কেমন আছে?"

কোঁচার খুঁটটা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে খাইতে বাঁশী উত্তর দিল, "ভাল।"

পার্ব্বতী খোকার আধ-ঘুমন্ত মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌকে ফেলে হঠাৎ চ'লে এলি যে?"

প্রশ্নটা বাঁশীর নিকট যেমন অর্থহীন, তেমনই কঠোর বোধ হইল। কেন যে আসিল, দিদি কি তা জানেনা? আজ দশদিন যে না আসিয়া সে চুপ করিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট। ঈষৎ ব্যথিতস্বরে বাঁশী উত্তর করিল, "তোমাকে একবার দেখতে এলুম দিদি!"

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শুধু দেখিতে আসিয়াছে! তাহা হইলে পার্ব্বতীকে লইয়া যাইবার জন্য বাঁশীর আগ্রহ নাই! ইহাকেই বলে আপন আর পর। আপন হইলে কি এতদিনপরে শুধু একবার দেখিতে আসিতে পারিত? ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য পিছনে পিছনেই ছুটিয়া আসিত।" সে আসিবে না জানিয়াও কালাচাঁদ কতবার তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছে! পার্ব্বতী এইখানেই ভায়ের ঘরের সঙ্গে স্বামীর ঘরের পার্থক্য বুঝিতে পারিল। ওঃ,না বুঝিয়া সে কি ভয়ানক ভুলই করিয়াছে! বেদনামলিনমুখে পার্ব্বতী বলিল, "এসে ভালই করেছিস্। আমিও মনে কচ্ছিলুম, একটা লোক পাঠিয়ে তোদের খবর নেব।"

বাঁশি অন্যদিকে মুখ রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। পার্ব্বতী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কষ্ট হচ্চে না বাঁশি?"

জানিয়া শুনিয়া দিদিকে এমন প্রশ্ন করিতে দেখিয়া রাগে বাঁশী যেন ফুলিয়া উঠিল, দুঃখে চোখে জল আসিল। কষ্টে সে-রাগ ও দুঃখ চাপিয়া বাঁশী যেন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর করিল, "না, কষ্ট আর কি! তুমি ভাল আছ তো?"

গম্ভীরমুখে পার্ব্বতী বলিল, "আমার আর ভাল মন্দ কি বাঁশী. সুখ হোক দুঃখ হোক, এ আমার নিজের ঘর!"

বিস্ময়চমকিত দৃষ্টিটা পার্ব্বতীর দিকে ফিরাইয়া বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি তোমার নিজের ঘর দিদি?"

স্থিরস্বরে পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, নিজের ঘর বৈ কি। মেয়েমানুষের স্বামীর ঘরই নিজের ঘর, তা ছাড়া আর সবই পরের ঘর।"

সর্ব্বনাশ! এ কথাটা তো বাঁশী একদিনের জন্যও ভাবিয়া দেখে নাই!

পার্ব্বতী অসাড় নিস্পন্দভাবে রৌদ্রদগ্ধা আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

[১২৩ পৃষ্ঠা

তাহা হইলে তাহার ঘরটা দিদির কাছে পরের ঘর, আর এটা তাহার নিজের ঘর। এখানে দিদি স্বাধীন, আর সেখানে পরাধীন,—লক্ষ্মীর অধীনে তাহাকে থাকিতে হইয়াছিল, লক্ষ্মীর কর্ত্তৃত্ব তাহাকে মাথা পাতিয়া সহিয়া যাইতে হইয়াছিল। এইজন্যই লক্ষ্মীর তীব্র বাক্যবাণের উত্তরে পার্ব্বতী একটুও জোর দেখাইতে বা বাঁশীকে তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে পারে নাই। নির্ব্বোধ বলিয়াই বাঁশী এই সহজ কথাটা বুঝিতে না পারিয়া দিদির উপর রাগ করিত। কি নির্ব্বোধ সে! পার্ব্বতীর কথা শুনিয়া বাঁশী নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

রমা ঘাটে বাসন মাজিতে গিয়াছিল; সে বাড়ী ঢুকিয়াই বাঁশীকে দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "দাদা যে! কখন এলে দাদা? ও মা, দাদাকে একখানা আসনও দেওয়া হয়নি?"

পার্ব্বতী। "তুই ঘাটে,আমার কোলে খোকা। কে আসন দেবে?

রমা তাড়াতাড়ি বাসনের গোছা নামাইয়া আসন দিতে ব্যস্ত হইল। বাঁশী তাহাকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া বলিল, "আর আসন দিতে হবে না। আমি এখন চল্লুম দিদি।"

বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পার্ব্বতী বলিল, "এক্ষুণি যাবি? এ বেলা থাকবি না?"

"না" বলিয়া বাঁশী উঠানে নামিয়া পড়িল। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসবি?"

বাঁশী বলিল,"যখনই ফুরসৎ পাব,তখনি এসে তোমায় দেখে যাব দিদি!

পার্ব্বতী বলিল, "কষ্ট হ'লে আমাকে খবর দিবি।"

জোরে মাথা নাড়িয়া বাঁশী বলিল, "তা দেব। কিন্তু আমার কিছু কষ্ট নাই দিদি, আমার জন্য তুমি ভেবোনা।"

বাঁশী চলিয়া গেল। পার্ব্বতী খোকার ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

একটুপরে কালাচাঁদ আসিয়া পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাঁশী তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল না?"

পার্ব্বতী বলিল, "দেখতে এসেছিল।"

কালা। নিয়ে যাবার কথা কিছু বল্‌লে না?

পার্ব্ব। বল্‌লেই বা যাচ্ছে কে।

কালা। কিন্তু বাঁশীকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

পার্ব্ব। কেন পারবো না? সেখানে আমার কি?

কালা। এখানেই বা তোমার কি?

ঘরের ভিতর হইতে রমা উত্তর দিল, "এখানে কি, তুমি কি বুঝবে? এ যে হচ্চে স্বামীর ঘর।"

কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "স্বামীর ঘর না সতীনের ঘর?"

রমা স্বামীকে ঝঙ্কার দিয়া বলিল,"তোমাকে বলেছে, সতীনের ঘর। কারো ঘর নয়, এটা খোকার ঘর, দিদি হচ্ছে খোকার মা।"

"আর তুমি?"

"আমি দিদির বাঁদী।"

রমার উত্তরে কালাচাঁদ ও পার্ব্বতী উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

মধু

আমাদের এক টাকা সংস্করণের উপন্যাসের ডালি

১। প্রেমের হাট

চিরসুন্দর শ্যামনটবর বৃন্দাবনে এরূপ
প্রেমের হাট বসাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

* * *

২। মিলন-শঙ্খ

সত্যের চিরপ্রদীপ্ত সূর্য্যের প্রভায় মিথ্যার
মেঘ কাটিয়া বাজিল—মধুর মিলন-শঙ্খ।

* * *

৩। সুখের বাসর

রসিক নায়ক মধুর খোঁজ পাইয়া বাসর
সুখের করিয়াছিলেন আর আসর জমাইয়াছিলেন

* * *

৪। পরাজয়

এ পরাজয় 'সত্যের' নয়,—এ পরাজয়
সংসারের আবিল-কুটিলতার আর স্বার্থপরতার।

* * *

৫। অদল বদল

নায়ক নিরানন্দ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে
কৌতূহল জাগাইবে আনন্দের বন্যা বহাইবে।

৬। রূপসী

রূপসীর জয় হইয়াছিল সেই দিন,
যে দিন সে সুন্দরের আরতি করিয়াছিল।

*   *   *

৭। চাঁদিনী

চির অমাবশ্যার ঘন অন্ধকারের শেষে
নায়ক বাঙ্গালীর সংসারে চাঁদিনীর বিকাশ দেখাইয়াছেন।

*   *   *

৮। রক্তের সম্বন্ধ

রক্তের সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া তাহার
কি ভীষণ পরিণাম, নায়ক তাহা দেখাইয়াছেন।

*   *   *

৯। পল্লী-সতী

নায়ক তাঁহার পল্লী-সতীর ধ্যানময়ী
মূর্ত্তি চিরদিন অন্তরে পূজা করিয়াছেন।

*   *   *

১০ মধু-মিলন

সংসারে মিলন হয় অনেকের, কিন্তু
মধুর হয় কয় জনার? নায়কের ইঙ্গিতে বুঝিবেন।

*   *   *

আমাদের এক টাকা সংস্করণের উপন্যাসের ডালি

১১। ঢেউয়ের যাত্রী

সংসারে ক্রমাগতই ঢেউ আসিতেছে,
প্রকৃত বীর সেই ঢেউয়ের বুকে অভিযান করে।

* * *

১২। স্নেহময়ী

নায়িকা তাঁহার স্নেহের বন্ধনে, প্রেমের ডোরে
সংসারে আনন্দের বন্যা আনিয়াছেন।

* * *

১৩। হীরের আংটী

এই হীরের আংটী প্রেম-মাখানো।
প্রেমের কষ্টিপাথরে ইহার খাদ উড়িয়াছে!

* * *

১৪। হিঁদুর বৌ

উচ্ছৃঙ্খল যুবক তাহার সমস্ত হেয়-বৃত্তিকে
বলি দিয়াছিল—হিঁদুর বৌএর পায়ে।

* * *

১৫। মালা-বদল

মালা-বদলের সঙ্গে সঙ্গে নায়কের ভবিষ্যৎ
উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—ভ্রান্তি দূর হইল।

* *